NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ ভোটের আগে বাংলায় সিএএ নিয়ে কেন্দ্রের নয়া 'এম্পাওয়ার্ড' কমিটি

'ভাইপো সব গিলে নিচ্ছে, এখন স্ট্র দিয়ে সব টেনে নেবে', তোপ সুকান্তের ৩

কলকাতা ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ৯ ফাল্গুন ১৪৩২ রবিবার উনবিংশ বর্ষ ২৫২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 22.02.2026, Vol.19, Issue No. 252, 8 Pages, Price 3.00

ভোট ঘোষণার আগেই বঙ্গে বাহিনী

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোট ঘোষণার আগেই আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্যে বিপুল সংখ্যক কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। প্রথম দফায় ৪৮০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠানো হবে বলে রাজ্যের মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব ও রাজ্য পুলিশের মহা নির্দেশককে চিঠি দিয়ে জানানো হয়েছে। নির্দেশ অনুযায়ী ১ মার্চের মধ্যে ২৪০ কোম্পানি এবং ১০ মার্চের মধ্যে বাকি ২৪০ কোম্পানি বাহিনী রাজ্যে পৌঁছবে।

১ মার্চের মধ্যে যে বাহিনী মোতায়েন হবে, তার মধ্যে রয়েছে ১১০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ বাহিনী, ৫৫ কোম্পানি সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী, ২১ কোম্পানি কেন্দ্রীয় শিল্প নিরাপত্তা বাহিনী, ২৭ কোম্পানি ভারত-তিব্বত সীমান্ত পুলিশ এবং ২৭ কোম্পানি সশস্ত্র সীমা বল। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, প্রাথমিক ভাবে এই বাহিনীকে এলাকা দখল অভিযান ও ভোটারদের আস্থা বৃদ্ধির কাজে ব্যবহার করা হবে। একটি কোম্পানির ৯টি শাখার মধ্যে ৮টি শাখা সংশ্লিষ্ট ভোটকেন্দ্র ও এলাকায় দায়িত্বে থাকবে, একটি শাখা দ্রুত প্রতিক্রিয়া দল ও তদারকির কাজে নিয়োজিত থাকবে।

রাজ্য সরকারকে সংশ্লিষ্ট বাহিনী ও প্রধান বাহিনী সমন্বয়কারীর সঙ্গে আলোচনা করে বিস্তারিত মোতায়েন পরিকল্পনা তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বাহিনীর চলাচল ও সমন্বয়ের দায়িত্ব থাকবে কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ বাহিনীর উপর। প্রয়োজন হলে বিশেষ ট্রেন বা কোচের ব্যবস্থা করতে রেল বোর্ডের সঙ্গে যোগাযোগের কথাও উল্লেখ রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সেক্টরের কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ বাহিনীর মহাপরিদর্শক সঞ্জয় যাদবকে রাজ্য বাহিনী সমন্বয়কারী হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে। পরিবহণ,

আবাসন ও লজিস্টিক সহায়তার ব্যবস্থার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের উপরই বর্তাবে।

এই বিপুল বাহিনী মোতায়েনের সিদ্ধান্ত প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মহলে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। তারই মধ্যে সোমবার বিকেল চারটে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন ও তাদের গতিবিধি নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের জরুরি বৈঠক ডাকা হয়েছে বলে নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর।

বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল। তাঁর সঙ্গে দপ্তরের শীর্ষ আধিকারিকরা ছাড়াও বিশেষ পর্যবেক্ষক এন কে মিশ্র যোগ দেবেন বলে জানা গিয়েছে। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, রাজ্য পুলিশের মহা নির্দেশক, কলকাতা পুলিশের পুলিশ কমিশনার, অতিরিক্ত মহা নির্দেশক আইন-শৃঙ্খলা, রাজ্য পুলিশ নোডাল আধিকারিক এবং কেন্দ্রীয় শিল্প নিরাপত্তা বাহিনীর নোডাল আধিকারিকও উপস্থিত থাকবেন।

কেন্দ্রীয় বাহিনীর আগমন, রুট মার্চ, এলাকা দখল, সংবেদনশীল বুথ চিহ্নিতকরণ এবং বাহিনীর লজিস্টিক ব্যবস্থা;এই সব বিষয়েই বিস্তারিত আলোচনা হওয়ার কথা। সাম্প্রতিক নির্দেশের প্রেক্ষিতে বাহিনীর পর্যায়ক্রমিক আগমন ও জেলা ভিত্তিক বণ্টন নিয়ে সমন্বয় জোরদার করতেই এই বৈঠক বলে মনে করা হচ্ছে। নির্বাচন কমিশনের তরফে স্পষ্ট বার্তা, আইনশৃঙ্খলা ও ভোটের নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে কোনও ফাঁক রাখা হবে না।

হাইকোর্টের বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত
শুনানির দায়িত্বে দায়রা বিচারকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে এসআইআর প্রক্রিয়ার তথ্যগত অসঙ্গতি সংক্রান্ত মামলার নিষ্পত্তিতে জেলাভিত্তিক দায়রা আদালতের বিচারকদের নিয়োগের পথে হাঁটল নির্বাচন কমিশন। শনিবার কলকাতা হাইকোর্ট-এ এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, রাজ্যের সব জেলার সেশন বিচারকদের এই শুনানির কাজে যুক্ত করা হবে। সূত্রের খবর, প্রায় ১৫০ জন সেশন জজ এসআইআর সংক্রান্ত শুনানিতে অংশ নেবেন।

প্রতীকী ছবি

কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, হাইকোর্ট থেকে অবসরপ্রাপ্ত সাত জন প্রাক্তন বিচারপতির নামও প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রয়োজনে তাঁদের দায়িত্বে রাখা হতে পারে। বৈঠকে স্পষ্ট করা হয়েছে, গোটা প্রক্রিয়াই চলবে সুপ্রিম কোর্ট-এর গাইডলাইন অনুযায়ী। সংশ্লিষ্ট কমিটিতে সেশন জজদেরও অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব রয়েছে।

বৈঠকে কমিশনের তরফে জানানো হয়, তারা বুথ-পিছু জুডিশিয়াল অফিসার চায়। এখনও প্রায় তিন লক্ষ এসআইআর নথি যাচাই হয়নি। পর্যবেক্ষকদের দাবি, প্রায় ৫০ লক্ষ নথি পুনরায় যাচাই প্রয়োজন। এই প্রেক্ষিতে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দিয়েছেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল। কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে প্রয়োজনে ফের বৈঠক হতে পারে বলেও ইঙ্গিত মিলেছে।

বৈঠকের পরেই হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলের দপ্তর থেকে নির্দেশিকা জারি করে আগামী ৯ মার্চ পর্যন্ত সব জুডিশিয়াল অফিসারের ছুটি বাতিল করা হয়েছে। এসআইআর সংক্রান্ত কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতেই এই সিদ্ধান্ত বলে জানা গিয়েছে।

বৈঠকের পর মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল বলেন, জেলাভিত্তিক ও বিধানসভাভিত্তিক সমস্ত তথ্য কমিশনের তরফে সরবরাহ করা হবে। প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বা প্রশাসনিক সহায়তার ক্ষেত্রে দিল্লি, ডিইও দপ্তর কিংবা অন্য যে কোনও স্তর থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিতে কমিশন প্রস্তুত। তাঁর কথায়, কোনও যোগ্য ভোটার যাতে বাদ না যায়, সেটাই কমিশনের মূল লক্ষ্য।

নির্ধারিত সময়সীমা মেনে শনিবার রাত ১২টা পর্যন্ত তথ্য যাচাই ও নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া চলবে বলেও জানান তিনি। তার পর আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী বিচারবিভাগীয় আধিকারিকদের মাধ্যমেই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হবে। কমিশনের মত, বিধানসভাভিত্তিক শুনানি হলে প্রক্রিয়া আরও সুবিধাজনক হবে, যদিও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আদালতের।

শনিবারের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল, মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল, অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক দিব্যেন্দু দাস ও অরিন্দম নিয়োগী, নির্বাচন কমিশনের ডিরেক্টর জেনারেল (ল'), মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী, রাজ্য পুলিশের ভারপ্রাপ্ত মহা নির্দেশক পীযূষ পান্ডে, কলকাতা পুলিশের কমিশনার সুপ্রতিম সরকার, হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল ও অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল প্রমুখ।

প্রসঙ্গত, গত শুক্রবার এসআইআর মামলার শুনানিতে দু'পক্ষের চাপানউতোরে বিরক্ত হয়ে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, বাকি নথি যাচাইয়ের কাজ সম্পন্ন করতে জুডিশিয়াল অফিসার বা জেলা ও অতিরিক্ত জেলা বিচারকদের নিয়োগ করতে হবে। তাঁদের নজরদারিতেই শেষ করতে হবে নথি যাচাই প্রক্রিয়া। মাইক্রো অবজার্ভার বা ভিনরাজ্যের আধিকারিক নিয়োগের প্রস্তাবে সরাসরি সায় দেয়নি আদালত।

লস্করের ছক

■ **দিল্লি এবং দেশের বড় শহরগুলিতে পাকিস্তানের জঙ্গিগোষ্ঠী লস্কর-এ-তইবা ইমপ্রোভাইসড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি) বিস্ফোরণের ছক কষছে, শনিবার গোয়েন্দাদের থেকে এই সতর্কবার্তা এসেছিল। তার মধ্যেই দেশের দুই প্রান্ত থেকে আইইডি উদ্ধারের খবর প্রকাশ্যে আসে। তবে জঙ্গি হামলার পরিকল্পনার সঙ্গে এই বিস্ফোরক উদ্ধারের ঘটনার কোনও যোগ নেই বলে দাবি করা হয়েছে। সূত্রের খবর, শুক্রবার পঞ্জাবের অমৃতসরে রায়া থানা এলাকায় একটি পরিত্যক্ত ব্যাগের মধ্যে বিস্ফোরক উদ্ধার হয়। অন্য দিকে, কাশ্মীরের গান্দেরওয়াল জেলার সাফাপোরাতেও আইইডি উদ্ধার হয়।** -বিস্তারিত দেশের পাতায়

গোমাংস উৎসব

■ **নির্বাচনমুখী কেরলে গো-মাংস উৎসব বামেদের। শুক্রবার সন্ধ্যায় কেরলের তিরুঅনন্তপুরম-সহ একাধিক জায়গায় প্রকাশ্যে গোমাংস খেতে দেখা যায় সিপিআইএমের ছাত্র সংগঠন এসএফআই ও ডিওয়াইএফআই-এর সদস্যদের। এই ঘটনায় বিতর্ক চরম আকার নিয়েছে। বামেদের এহেন আচরণের নিন্দায় সরব হয়েছে কেরলের ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লিগের (আইইউএমএল) ছাত্র সংগঠন মুসলিম স্টুডেন্টস ফেডারেশন (এমএসএফ)। জানা যাচ্ছে, এই বিতর্কের সূত্রপাত কেরলকে নিয়ে নির্মিত সিনেমা 'দ্য কেরালা স্টোরি ২' কে কেন্দ্র করে।**

পাক সেনাকে ট্রোল

■ **'ভারত চাইলেই যখন খুশি পাক অধিকৃত কাশ্মীরকে ছনিয়ে নিতে পারে।' পাকিস্তানের সেনাকে এভাবেই ট্রোল করলেন খোদ পাক তরুণী। সম্প্রতি রাস্তায় একটি সাক্ষাৎকার দিচ্ছিলেন ওই পাক তরুণী। সেখানে তিনি বলেন, 'কাশ্মীরের খুব কম অংশই আমাদের কাছে রয়েছে। ভারত চাইলেই সেটা পাকিস্তানের থেকে ছিনিয়ে নিতে পারে। পাক সেনা এখন আর শক্তিশালী নেই। তারা রাজনীতিতে প্রবেশ করে ফেলেছে।**

'বাংলার জন্য ওরা বড্ড বেশি হ্যাংলা'

নিজস্ব প্রতিবেদন: আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের অনুষ্ঠান থেকে নাম-না করে বিজেপি-কে 'হ্যাংলা' বলে কটাক্ষ করলেন তৃণমূলনেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলায় কথা বলার জন্য ভিন্‌রাজ্যে হেনস্থা হতে হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে। আবার পশ্চিমবঙ্গকে 'দখল' করার চেষ্টা চলছে। পাশাপাশি, পদ্মশিবিরকে পরামর্শের সুরে বলেছেন, 'গায়ের জোরে মন জয় করা যায় না। আগে বাংলা শুনুন, জানুন, শিখুন।'

কলকাতায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপনী অনুষ্ঠান থেকে কখনও বিজেপিকে নিশানা করে তিনি বলেছেন, 'আমগাছে আম হয়, আমড়া হয় না।' কখনও কটাক্ষ করে 'বচ্চা'র সঙ্গে তুলনা করেন। মমতার কথায়, ''ছোটরা আড়ি করে। তারা বলে ফুচকা খাব। চকোলেট খাব। লজেন্স খাব। বাচ্চারা বলতেই পারে। এটা তাদের অভ্যাস। তখন মায়েরা বলে, 'তুই এত হ্যাংলা কেন রে?' আমার ওদের দেখে মনে হয়, বাংলার জন্য বড্ড বেশি হ্যাংলা!" তিনি আরও বলেন, 'বাংলাকে জোর করে দখল করতে চায়। জবরদস্তি, বুলডোজ করতে চায়। এটা হচ্ছে না, হবে না। আগে মানুষকে ভালবাসতে শিখুন। বিশ্বাস করতে শিখুন। গায়ের জোরে মন জয় করা যায় না।'

বিগত বেশ কিছু দিন ধরে ওড়িশা থেকে বিহার, দিল্লি থেকে ঝাড়খণ্ড, বিজেপি এবং অবিজেপি শাসিত বেশ কিছু রাজ্যে বাংলায় কথা বলার জন্য বাংলাভাষী বলে আক্রমণ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ভাষার জন্য আক্রমণের শিকার হয়ে কাজ ছেড়ে বাড়ি ফিরে এসেছেন অনেক পরিযায়ী শ্রমিক। ভাষা দিবসের মঞ্চ থেকে ওই ঘটনাগুলির নিন্দা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। একুশে ফেব্রুয়ারির মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী জানান, মাতৃভাষার উপর আঘাত এলেই সকলকে রুখে দাঁড়াতে হয়। যে বাংলা ভাষার জন্য মানুষ শহিদ হতে পারে, সেই ভাষায় কথা বলার জন্য 'অনুপ্রবেশকারী' তকমা দেওয়া হবে, এটা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না।

পাশাপাশি, বাংলাকে ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা দেওয়া নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দাবিকে আবার নস্যাৎ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা। তাঁর কথায়, 'বাংলা কারও কাছে মাথানত করে না। দিল্লি থেকে এসে বাংলা দখল করাও যায় না। বাংলাটাকে আগে চিনতে হয়। এখানে এসে কি মাছ খাওয়া, মাংস খাওয়া বন্ধ করে দেবেন? শাড়ি পরাও বন্ধ করে দেবেন নাকি!' তিনি আরও বলেন, 'সারা দেশে একনায়কতন্ত্র চলছে। স্বৈরাচারীদের বিরুদ্ধে সকলে তৈরি হন। দুর্যোধন, দুঃশাসনের বিরুদ্ধে বাংলা থাকবে মাথা উঁচু করে।'

মমতার ভাষা-মঞ্চে 'বঙ্গবিভূষণ' অনন্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসেই কি বদলে গেল বঙ্গ রাজনীতির 'রয়্যাল' সমীকরণ? ভাষা শহিদ দিবসে দেশপ্রিয় পার্কের সরকারি অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর পাশে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি সাংসদ অনন্ত মহারাজ। শুধু উপস্থিতিই নয়, মুখ্যমন্ত্রীর হাত থেকে রাজ্যের সর্বোচ্চ সম্মান 'বঙ্গবিভূষণ' গ্রহণ করেন তিনি। সেই মঞ্চ থেকেই বিজেপির বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে অনন্ত বলেন, বিজেপি কোচবিহার ও রাজবংশীদের জন্য কিছুই করেনি। এই সম্মানের জন্য তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান।

অনন্তের মন্তব্য ও দেহভঙ্গি ঘিরে বিধানসভা ভোটের মুখে উত্তরবঙ্গের রাজনীতিতে নতুন করে জল্পনা দানা বেঁধেছে। গেরুয়া শিবিরে কি ভাঙনের সুর? রাজ্যসভায় বিজেপির সমর্থনে গেলেও গত কয়েক মাস ধরেই দলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অম্লমধুর। মাঝেমধ্যেই দলীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সুর চড়াতে দেখা গিয়েছে রাজবংশী জনজাতির এই প্রভাবশালী নেতাকে। তারই মধ্যে কার্শিয়ংয়ের বিজেপি বিধায়ক বিষ্ণুপ্রসাদ শর্মার শাসক শিবিরে যোগদান রাজনৈতিক মহলে আলোড়ন ফেলেছে। সেই আবহে কলকাতার মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রীর পাশে অনন্তের উপস্থিতিকে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন অনেকে। প্রশ্ন উঠছে, ছাব্বিশের ভোটের আগে কি পাকাপাকিভাবে ঘাসফুল শিবিরে পা বাড়াতে চলেছেন গ্রেটার কোচবিহার আন্দোলনের এই মুখ?

উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ভোটব্যাঙ্কে অনন্ত মহারাজের প্রভাব অনস্বীকার্য। এর আগে কোচবিহারে তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। আবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গেও তাঁর সুসম্পর্কের কথা রাজনৈতিক মহলে চর্চিত। দীর্ঘদিন পৃথক রাজ্যের দাবিতে সরব থাকা এই নেতার গলায় এ দিন যে সৌজন্য ও উষ্ণতা ধরা পড়েছে, তা নতুন সমীকরণের ইঙ্গিত বলেই মনে করছেন ওয়াকিবহাল মহল। উত্তরবঙ্গে হারানো জমি

পুনরুদ্ধারে তাঁকে কাছে টানাই শাসকদলের বড় রাজনৈতিক চাল হতে পারে বলে জল্পনা।

'বাঙালিদের বঞ্চনা' নিয়ে কেন্দ্রকে আক্রমণ

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত বছর দিল্লির সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছিল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের লেখা বই। সেই কারণেই গত বছর পশ্চিমবঙ্গের কোনও সাহিত্যিককে ওই পুরস্কার দেওয়া হয়নি। এমনটাই দাবি মুখ্যমন্ত্রী মমতার। বাঙালিদের প্রতি 'বঞ্চনা'র অভিযোগ তুলে ফের এক বার বিঁধলেন কেন্দ্রীয় সরকারকে। সাহিত্য অকাদেমি একটি স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। তবে এই প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের আওতাধীন। গত বছর সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার থেকে 'বঞ্চিত' থাকে পশ্চিমবঙ্গ। রাজ্যের কোনও সাহিত্যিক ওই পুরস্কার পাননি, যা অতীতে ৫২ বছরে কখনও দেখা যায়নি। তা নিয়ে বিতর্কও হয়েছিল। প্রায় এক বছর পরে ফের সেই বিতর্ক উস্কে দিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী।

থোড়াই কেয়ার সুপ্রিম রায়ও, বিশ্বে ট্রাম্প-শুল্ক ১৫ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ২১ ফেব্রুয়ারি: মার্কিন সুপ্রিম কোর্টে বড় ধাক্কা খাওয়ার পরও প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প শনিবার আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শুল্কহার ১০ শতাংশ থেকে ১৫ শতাংশে বৃদ্ধি করেছেন।

ট্রুথ সোশ্যাল-এ তিনি লিখেছেন, ''গতকাল যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট হাস্যকর, দুর্বলভাবে রচিত এবং চরমভাবে আমেরিকাবিরোধী শুল্ক সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। বহু মাসের গভীর চিন্তাভাবনা ও বিস্তারিত পর্যালোচনার পর, এই বিবৃতির মাধ্যমে আমি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে জানাচ্ছি যে, অবিলম্বে কার্যকরভাবে বিশ্বব্যাপী ১০ শতাংশ শুল্ককে ১৫ শতাংশে-এ উন্নীত করছি, যা সম্পূর্ণরূপে অনুমোদিত এবং আইনগতভাবে সর্বোচ্চ স্তরে পরীক্ষিত। বহু দেশ বহু দশক ধরে যুক্তরাষ্ট্রকে 'ঠকিয়ে' এসেছে, কোনো প্রতিকার ছাড়াই (আমি আসার আগে পর্যন্ত!)।''

তিনি আরও যোগ করেন, ''আগামী অল্প কয়েক মাসের মধ্যে ট্রাম্প প্রশাসন নতুন এবং আইনসম্মত শুল্ক নির্ধারণ ও ঘোষণা করবে, যা আমাদের 'মেক আমেরিকা গ্রেট এগেইন' প্রক্রিয়াকে আরও সফলভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবে, আগের চেয়েও মহান করবে!!! এ বিষয়ে আপনার মনোযোগের জন্য ধন্যবাদ।''

প্রসঙ্গত, ধারা ১২২ এর অধীনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট কংগ্রেসের অনুমোদন ছাড়াই ১৫ শতাংশ পর্যন্ত অস্থায়ী আমদানি সারচার্জ আরোপ করতে পারেন, তবে কেবল প্রায় ১৫০ দিন পর্যন্ত। উল্লেখ্য, ভারত-সহ বিভিন্ন দেশের উপর

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যে অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করেছিলেন, সেগুলি বাতিল ঘোষণা করে বিবৃতি দিয়েছিল হোয়াইট হাউস। তারা জানিয়েছিল, আন্তর্জাতিক জরুরি অর্থনৈতিক ক্ষমতা আইনের (আইইইপিএ) মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের উপরে যে বাড়তি শুল্ক চাপানো হয়েছিল, সেগুলি আর কার্যকর হবে না। আর ওই হারে শুল্ক আদায় করা হবে না। সে ক্ষেত্রে ভারতের উপর আমেরিকার আমদানি শুল্কও ১০ শতাংশে নেমে আসছে।

শুক্রবার মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট জানায়, আন্তর্জাতিক জরুরি অবস্থা জারি করে ট্রাম্প যে শুল্ক আদায় করছেন, তা বেআইনি। কারণ, এতে মার্কিন কংগ্রেসের অনুমোদন নেই। ট্রাম্প একক ভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে ক্ষমতায় অপব্যবহার করেছেন। এর পরেই হোয়াইট হাউস থেকে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়, 'সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহের প্রেক্ষিতে আইইইপিএ অনুসারে আরোপিত অতিরিক্ত শুল্ক আর কার্যকর হবে না। যত দ্রুত সম্ভব তা আদায় করা বন্ধ হবে।'

কিন্তু ট্রাম্প অবশ্য এই রায়ের জন্য খোদ সুপ্রিম কোর্টের সমালোচনা করতে দ্বিধা করেননি। উল্টে শুক্রবারই বাড়তি ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপের নির্দেশে স্বাক্ষর করেছিলেন। কিন্তু শনিবারই ফের একবার ডিগবাজি খেয়ে ভারত-সহ অন্যান্য বিভিন্ন দেশের উপর শুল্কের হার ১০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১৫ শতাংশ করার কথা ঘোষণা করলেন।

এর আগে, সুপ্রিম কোর্টের রায়কে 'অত্যন্ত হতাশাজনক' বলেছেন ট্রাম্প। সঙ্গে জানিয়েছেন, শুল্ক আদায় করার আরও বিকল্প তাঁর হাতে রয়েছে। ভারতের সঙ্গে আমেরিকার বাণিজ্য সমঝোতায় এর ফলে কোনও বদল হচ্ছে না বলে দাবি করেছেন ট্রাম্প। শুক্রবারই বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মহান। তিনি অন্যদের সঙ্গে আলোচনায় যতটা কঠোর ছিলেন, আমেরিকার সঙ্গে চুক্তির ক্ষেত্রে ততটা কঠোর ছিলেন না। আমরা ভারতের সঙ্গে একটি ন্যায্য সমঝোতা করেছি। এটি অপরিবর্তিত থাকছে।'

তৃণমূলে অভিষেক প্রতীক-উরের, বহিষ্কার সিপিএমের

নিজস্ব প্রতিবেদন: একদা সহযাত্রী থেকে আজকে প্রতিপক্ষ। রাজনীতির আঙিনায় নতুন সমীকরণ দেখলো বঙ্গবাসী। রাজনীতিতে স্থায়ী শত্রু বলে কিছু থাকে না, এই প্রবাদ যেন বাস্তব রূপ পেল শনিবার। গত লোকসভা নির্বাচনে যাঁর বিরুদ্ধে সরাসরি লড়েছিলেন, সেই অভিষেক ব্যানার্জির উপস্থিতিতেই শাসকদলে যোগ দিলেন প্রতীক উর রহমান । আমতার কর্মসূচিতে প্রকাশ্য মঞ্চে পতাকা হাতে নেওয়ার মুহূর্তেই বদলে গেল তাঁর রাজনৈতিক পরিচয়। অন্য দিকে, সিপিএম এই বিষয়ে দ্রুত কড়া পদক্ষেপ করে। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী তাঁকে বহিষ্কারের কথা জানানো হয়। দলীয় সূত্রের বক্তব্য, 'শৃঙ্খলা ভাঙলে ব্যবস্থা হবেই।' দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত থেকে শনিবার বিকেলে তৃণমূলের ঝান্ডা তুলে নিলেন প্রতীক-উর রহমান। গত লোকসভা নির্বাচনে অভিষেকের বিরুদ্ধেই ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রে সিপিএমের প্রতীকে লড়েছিলেন তিনি। শনিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার আমতলায় ডায়মন্ড হারবারের সাংসদের কার্যালয়ের সামনের রাস্তায় আনুষ্ঠানিক ভাবে তৃণমূলে যোগ দিলেন সিপিএমের 'বিদ্রোহী' নেতা

প্রতীক-উর। অভিষেক জানান, প্রতীক-উর ভোটে লড়ার টিকিট চাননি। সংগঠনের কাজ করতে চেয়েছেন। এর আগে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কোনও নেতা তৃণমূলে যোগদান করেননি। কেন পথে দাঁড়িয়ে তৃণমূলে যোগদান করলেন প্রতীক-উর? অভিষেক বলেন, 'প্রতীক-উর পথ দেখাল, সিপিএম যেন পথে নামে!' আর প্রতীক-উরের কথায়, 'এই রাজ্য স্তাতে যোগদান করে আসলে রাস্তা দেখানো হল।'

ডায়মন্ড হারবারের এই তরুণ নেতা দীর্ঘদিন বাম রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব ক্রমশ প্রকাশ্যে আসে। দলীয় নীতি ও কাজের ধরন নিয়ে সরব হয়েছিলেন তিনি। এক সাক্ষাৎকারে মন্তব্য করেছিলেন, 'দলের ভেতরে মত প্রকাশের পরিসর সঙ্কুচিত হয়েছে।' সেই অস্বস্তির আবহেই কি শেষ পর্যন্ত পথবদল? প্রশ্ন ঘুরছে রাজনৈতিক মহলে। যোগদানের পর অভিষেক বলেন, 'ও কোনও শর্ত নিয়ে আসেনি। সংগঠনের কাজ করতে চেয়েছে।' তাঁর এই মন্তব্যে স্পষ্ট, অন্তত আপাতত নির্বাচনী সমীকরণের চেয়ে সংগঠনকেই অগ্রাধিকার দিতে চাইছেন প্রতীক-উর।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১৯/০২/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৬৩৫১ নং এফিডেভিট বলে আমি Mithu Biswas (old name) W/o. Dulal Biswas, D/o. Jogesh Chandra Mistri, R/o. Sukanta Nagar, Rabindranagar, Chinsurah, Hooghly-712103, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার প্যান কার্ডে আমার পিতার সঠিক নাম Jogesh Chandra Mistri-এর পরিবর্তে Jogesh Mistry ও পিতার গিফ্ট দলিলে পিতার নাম Jogesh Chandra Mistry লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। আমার পিতা Jogesh Chandra Mistri, Jogesh Mistry ও Jogesh Chandra Mistry সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

CHANGE OF NAME

I, **Chanchal Srivastava** S/o, Late Ram Narayan Srivastava R/a, 35/2, B. T. Road, C.I.T Buildings, Block - 6, Flat No. 44, Kolkata - 700002 do hereby solemnly affirm and declare that my correct name is Chanchal Srivastava which is recorded in my Aadhaar & PAN Card, but in some of my relevant documents such as Share Certificates & Registered Sale Deed my nick name is recorded as Ashok Srivastava. That **Chanchal Srivastava** and **Ashok Srivastava** is one and the same person vide Affidavit No. 5397 dated 18.02.2026 in the court of the LD 1st Class Judicial Magistrate at Sealdah.

নাম -পদবী পরিবর্তন

আমি **Doyel Ghosh**, w/o- Manash Sarkar, ঠিকানা- ২৮ নেতাজী সুভাষ সরণী, উত্তরায়ণ সোসাইটি, পোষ্ট অফিস- ঘোষপাড়া, বালী, থানা- নিশ্চিন্দা, হাওড়া, পিন- ৭১১২২৭। পাসপোর্টে (No- AI 201468) আমার নাম আছে **Doyel Ghosh**। আমার কন্যা **Samriddhi Sarkar**-এর বার্থ সার্টিফিকেটে (WB-BR-2014/20033/1/4414) এবং রেশন কার্ডে আমার নাম যথাক্রমে **Doyel Sarkar** এবং **Doyel Ghosh Sarkar**। ১৯/০২/২৬ এলডি ১ম শ্রেণী জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট শিয়ালদহ কোর্টের এফিডেভিট বলে আমি **Doyel Ghosh, Doyel Sarkar** ও **Doyel Ghosh Sarkar** এক ও অভিন্ন ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলাম।

আমি শ্রী ভগীরথ মুলা পিতা ৺বিজয় কৃষ্ণ মুলা গ্রাম কুলিয়া, পোষ্ট- সজিনাগাছি, থানা - কালোঘাট, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর। গত ০২/০৫/২০০৫ তারিখে তমলুক নোটারী পাবলিকে এফিডেফিট বলে আমি ও আমার স্ত্রী ও দুই পুত্রের পদবী পরিবর্তন করিয়া যথাক্রমে শ্রী ভগীরথ মুলা থেকে ভগীরথ দাস, শ্রীমতী রেখা রাণী মুলা থেকে শ্রীমতী রেখা রাণী দাস, শ্রী সুদীপ্ত মুলা থেকে শ্রী সুদীপ্ত দাস ও শ্রী সিদ্ধার্থ মুলা থেকে শ্রী সিদ্ধার্থ দাস নামে পরিচিত হলাম। উপরিউক্ত ব্যক্তিগণ যথাক্রমে প্রত্যেকে এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

NOTICE

I, **Shyamali Swarnakar** D/o- Saktipada Swarnakar, R/o, VTC- korachandigarh nabarun pally,PS- Madhyamgram, PO- korachandigarh, Dist-North 24 Pargonas, Pin-700130.I have changed my name from Shyamali Swarnakar to Avirup Swarnakar & my gender from Female to Male vide affidavit dt-20/02/2026 before Notary Public at Barasat.

NOTICE

I, **Nilanjana Naskar**, D/o-Lalit Naskar, R/o, Vill-Chandrabati, PS- Sankrail, PO-Podrah, Dist. Howrah, Pin-711109.I have changed my name from Nilanjana Naskar to Abhranil Naskar & my gender from Female to Male vide affidavit dt-20/02/2026 before Notary Public at Howrah.

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, ১। সুজয় দেবনাথ, পিতা- দীনেশ চন্দ্র দেবনাথ, ২। মঞ্জু দেবনাথ, স্বামী- সুজয় দেবনাথ সর্বসাং- মিশন রোড, পোঃ- ও থানা-রাণাঘাট, জেলা- নদীয়া, উভয়ের পক্ষে বিগত ইং ০৫/০৫/২০১১ তারিখে সাব- রেজিস্ট্রী অফিস- রাণাঘাট ১, রেজিস্ট্রীকৃত ১২০ নম্বর আমমোক্তার বলে ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তার মনোজ ঘোষ, পিতা- মন্টু রঞ্জন ঘো, সাং- কৃপাময়ী তলা, রাণাঘাট, নদীয়া নিম্ন অশীল সম্পত্তি বাবলী খাতুন মন্ডল- এর কাছে বিক্রয় করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে যদি কারো আপত্তি থাকে তাহলে বি. এল. এ্যান্ড এল. আর. ও. -রাণাঘাট-১ অফিসে যোগাযোগ করিবেন।
তপশীল- জেলা- নদীয়া, থানা- রানাঘাট, জে. এল. নং- ১৫৩, মৌজা- আনুলিয়া, দাগ নং- ৯৭০, খতিয়ান নং- ১৭৮৪, ১৭৮৫, পরিমান- ২.০৩ শতক ও ২.০৩ শতক।

এতদ্বারা জানানো যায় যে, আমি শ্রী দীপক কুমার গুপ্তা, পিতা-জলদেও গুপ্তা গত ইং. 06.02.2015 তারিখে শ্রীরামপুর সাব রেজিস্ট্রি অফিসের I-880/2015 দলিল মূলে বিক্রেতা-মেঘনাথ ঘোষ এবং সম্পা ঘোষ দ্বারা প্রদত্ত আমমোক্তার নং I-5857/2014 তাং 01.08.2014, এ.ডি.এস.আর. শ্রীরামপুর, আমমোক্তার গ্রহীতা-হরিপ্রসাদ সাউ- এর নিকট হইতে নিম্নলিখিত তপশীল সম্পত্তি খরিদ করিয়াছি। তপশীল জমির বিবরন ঃ জেলা-হুগলী, মৌজা- চক, জে.এল. নং-১, এল.আর. খতিয়ান নং-৩১৯, এল.আর. দাগ নং-৪৯৯, জমির পরিমান- ০২ কাঠা। উক্ত আমমোক্তার বিষয়ে কাহারও কোনও আপত্তি থাকিলে আগামী ১ মাসের মধ্যে শ্রীরামপুর বি.এল.আর. অফিসে যোগাযোগ করিবেন।
বিনীত
দীপক কুমার গুপ্তা

PUBLIC NOTICE

That my clients Ajay Roy & Kartick Roy lost/misplaced the original Deed vide Being No. 0061/2011 registered at ADSR Barrackpore which was in their custody. If anyone has any objection contact me with relevant documents within couple of days. Thereafter no claim will be accepted.

Pranayan Chandra
Advocate
Mobile : 8777407081

বিজ্ঞপ্তি

In the court of learned District Judge, Paschim Medinipur
Ref Misc Appeal No. 28 of 2024
Sri Lakshikanta Mahato ....Appellant
-VS-
Sri Haripada Mahato and others- ..... Respondents

এত দ্বারা জানানো যায় যে, জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা- শালবনী, মৌজা- খেমাকাটা (কেমাকাটা), জে. এল. নং-৩৮৮, খতিয়ান নং- ১৩৩, দাগ নং- ২ মোট সম্পত্তির পরিমান ২১ ডেসিমেল বিষয়ে মেদিনীপুর District Judge আদালতে Misc Appeal No 26 of 2024 নং মোকর্দ্দমা অ্যাপিলেন্ট লক্ষীকান্ত মাহাত পিতা- ৺রাজেন্দ্র মাহাত, গ্রাম- জগন্নাথপুর, পোঃ এবং থানা- শালবনী, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর উক্ত নং আপিল মোকর্দ্দমা ১ নং রেস্পডেন্ট শ্রী হরিপদ মাহাত পিতা- আনন্দ মাহাত, গ্রাম- জগন্নাথপুর, পোঃ এবং থানা- শালবনী, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর উক্ত নং আপিল মোকর্দ্দমা ২ নং রেস্পডেন্ট দীনেশ মাহাত পিতা- হরিপদ মাহাত ৩ নং রেস্পডেন্ট মনোহর মাহাত পিতা- জুলু মাহাত ৪ নং রেস্পডেন্ট মন্টু মাহাত পিতা- যুগল মাহাত ৫ নং রেস্পডেন্ট কিংকর মাহাত পিতা যুগল মাহাত সর্ব্ব সাকিন- ক্ষেমাকাটা পোঃ এবং থানা- শালবনী, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর এর বিরুদ্ধে উক্ত আপিল মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছে। উক্ত রেস্পডেন্ট গনের কোন আপত্তি/দাবী থাকিলে উপরোক্ত আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি ইত্যাদি দাখিল করিয়া মোকর্দ্দমা চালাইতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ মতে একতরফা শুনানী হইবে।

অনুমতানুসারে,
Goutam Baidya
Sheristadar
District Judge's Court
Paschim Medinipur

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **শ্রীমতী সুশীলা দেবী**, স্বামী বিষ্ণু দেব প্রসাদ, হাল সাকিম এইচ নং ১২৪১ ডি.টি. কোয়ার্টার, রাঁচী, ধূরা, রাঁচী, ঝাড়খন্ড-৮৩৪০০৪, মহাশয়া, বিগত ইং ১২/০৭/২০২৩ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-06434/2023 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী সঞ্জয় প্রসাদ**, পিতা কৃষ্ণা প্রসাদ, সাকিম ১নং নেতাজী পার্ক, কেওটা, ব্যান্ডেল, চুঁচুড়া, হুগলী- ৭১২১২৩, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল, বিগত ইং ১৬/১০/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর. চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-13071/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী সিমরন প্রসাদ**, পিতা শ্রী সঞ্জয় প্রসাদ, সাকিম ১নং নেতাজী পার্ক, কেওটা, ব্যান্ডেল, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩, মহাশয়কে ০২ কাঠা সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা কেওটা, ৭ নং জে.এল ভুক্ত, আর.এস. ১০৩২ নং তথা হাল এল.আর. ১২৪২৮ নং খতিয়ানে, আর.এস. ৩৪০ নং তথা হাল এল.আর. ২৪৮ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ১০৭ শতকের মধ্যে ০.০৩০৮ অংশে ৩.৩০ শতক বা বাংলা মাপে ০২ কাঠা সম্পত্তি উক্ত বিক্রয় কোবালা দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **শ্রী সিমরন প্রসাদ**, পিতা শ্রী সঞ্জয় প্রসাদ তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিতেছেন/ করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু), চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **শ্রী সমীর কুমার চ্যাটার্জী** পিতা ৺বৈকুন্ঠনাথ চ্যাটার্জী, সাকিম কাবেরী অ্যাপার্টমেন্ট, নুড়িপাড়া, চন্দননগর, হুগলী-৭১২১৩৬, মহাশয় বিগত ইং ২৭/০১/২০২৬ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-00867/2026 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে **শ্রীমতী মিমু ব্যানার্জী রুইদাস**, পিতা অশোক ব্যানার্জী, সাকিম গোস্বামী মালিপাড়া, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫, মহাশয়াকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং **১)শ্রীমতী প্রনতি ভট্টাচার্য্য** পিতা ৺পঞ্চানন চ্যাটার্জী, সাকিম পাঠকগলি, ষন্ডেশ্বরতলা, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০১, **২)শ্রীমতী তপতি মুখার্জী** পিতা ৺পঞ্চানন চ্যাটার্জী, সাকিম দোলতলা কুন্ডুঘাট রোড, চন্দননগর, হুগলী- ৭১২১৩৬, **৩)শ্রীমতী কাকলী চক্রবর্তী** স্বামী শ্যামল কুমার চক্রবর্তী, সাকিম নিয়ার সিটি হাসপাতাল, বৈদ্যবাটী, শেওড়াফুলি, হুগলী- ৭১২২২৩, মহাশয়াগণ বিগত ইং ২২/১২/২০২৫ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-11680/2025 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে **শ্রী সুজিত চ্যাটার্জী**, পিতা ৺প্রেমশরন চ্যাটার্জী, সাকিম সরকার পাড়া, বৈদ্যবাটী, শেওড়াফুলি, হুগলী-৭১২২২৩, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। প্রকাশ থাকে যে, উক্ত দুইটি আমমোক্তারনামা বলে আমমোক্তারদ্বয় ও সম্পত্তির অপর শরিক **১)শ্রী অশোক ব্যানার্জী** ও **২)শ্রী সলিল চট্টোপাধ্যায়** পিতা ৺শৈলেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়ের সহিত যৌথ ভাবে এবং আমমোক্তার শ্রী সুজিত চ্যাটার্জী স্বয়ং ক্ষমতা বলে **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা দাদপুর, মৌজা পোলবাই, ৬৭ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ১৯৫ নং খতিয়ান হইতে, আর.এস. ১৩৩০ তথা হাল এল.আর. ১৪৩৮ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৮৮ শতক তন্মধ্যে কমবেশি ৫০.৭৯ শতক সম্পত্তি বিগত ইং ০২/০১/২০২৬ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-00734/2026 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমাকে **(মিজানুর রহমান সরকার** পিতা সরিফ হাসান সরকার, সাকিম বালিকুগারি, হারিট, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫) বিক্রয় করিয়াছেন। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, আমি **মিজানুর রহমান সরকার** পিতা সরিফ হাসান সরকার, আমার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা- দাদপুর ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছি/ করিতেছি। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে। ইতি - **মিজানুর রহমান সরকার (ক্রেতা)**

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **শ্রী নিত্যলাল ভৌমিক**, পিতা ৺নন্দলাল ভৌমিক, সাকিম নন্দন কানন, হুগলী স্টেশন রোড, ব্যান্ডেল, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩, মহাশয় বিগত ইং ০৮/০৪/২০১১ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV- 00059/2011 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী বিষ্ণুপদ ভৌমিক ওরফে বিষ্ণুলাল ভৌমিক**, পিতা ৺নন্দলাল ভৌমিক, সাকিম নন্দন কানন, হুগলী স্টেশন রোড, ব্যান্ডেল, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল, বিগত ইং ১০/১০/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর. চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-12840/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী কার্ত্তিক ভৌমিক**, পিতা ৺নন্দলাল ভৌমিক, সাকিম বাদকুল্লা আশ্রমপাড়া উত্তর, বাদকুল্লা, তাহেরপুর, নদীয়া-৭৪১১২১, মহাশয়কে ০২ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা কোদালিয়া, ১২ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৭৩৮ নং খতিয়ানে, ১)আর.এস. ১৯৭ নং তথা হাল এল.আর. ২২২ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৯১ শতকের মধ্যে ০.০১১০ অংশে ০১ শতক এবং ২)আর.এস. ৩৭৭ নং তথা হাল এল.আর. ৫৬১ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ২৭ শতকের মধ্যে ০.০১০২ অংশে ০১ শতক, একুনে দুইটি দাগ হইতে মোট ০২ শতক পরিমিত সম্পত্তি উক্ত বিক্রয় কোবালা দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **শ্রী কার্ত্তিক ভৌমিক**, পিতা ৺নন্দলাল ভৌমিক, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিতেছেন/করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু), চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র
উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২২শে ফেব্রুয়ারি। ৯ই ফাল্গুন। রবি বার। শুক্লা পঞ্চমী তিথি। জন্মে মেষ রাশি। অষ্টত্তরী শুক্রর ও বিংশোত্তোরী কেতু র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : তরল পদার্থ কেমিক্যাল সম্পর্ক, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে আয় বৃদ্ধি। পরিবার পরিজন দের সাথে মধুর সম্পর্ক। ছোট ভ্রমণ আর ভবিষ্যতের জন্য বীজ বপন হবে। প্রেম সম্পর্ক শুভ।প্রতিবাদ করার আগে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখুন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব আনন্দের। বাড়ী থেকে কাজে যাওয়ার র সময়, লাল তিলক, লাল রঙের রুমাল রাখুন।

বৃষ রাশি : পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আপনি কিছু শুভ কাজ করতে পারবেন। অল্প পরিচিত বান্ধবের সহযোগে, সমস্যা থেকে বের হয়ে আসবেন। নতুন পরিকল্পনা করতে পারেন। উচ্চ বিদ্যা তে সাফল্য অর্জন করা যাবে। পিতৃবাক্য মেনে নিতে অসুবিধা কোথায়? মন্দিরে গিয়ে দেবদেবীর পুজো দিন, সফলতা আসবে। পকেটে হলুদ রঙের রুমাল রাখুন, শুভ হবে।

মিথুন রাশি : হঠাত প্রাপ্তি। প্রতিবেশী স্বজন বান্ধব দ্বারা, ভ্রমন শুভ। প্রেমে বিশ্বাস যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। নবম দশম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রী দের জন্য শুভ। লেখক সাহিত্যিক রা সম্মান পাবেন। গোপন কথা গোপন করতে হবে। কাছে সবুজ রঙের রুমাল রাখা উচিত। শ্রী নারায়ণ/ শ্রী কৃষ্ণ সেবা করলে আজ আরো শুভ হবে।

কর্কট রাশি : আজ দান বিতরণ করলে, প্রশান্তি অনুভব না থাকার কারণে আজ দুশ্চিন্তা থাকবে। এক সন্তানের কারনে মনকষ্ট বৃদ্ধি হবে। নতুন লগ্নি করা অর্থ ফেরত পেতে দুশ্চিন্তা। স্বজন বান্ধব দের সাথে তর্ক বিতর্ক হবে। জাহাজী ইন্জিনিয়ার দের সফর শেষে বিভ্রান্তি।আজ একটু ধৈর্য ধরতে হবে। আজ বড় ইন্টারভিউ থাকলে, দিন পরিবর্তন করা ভালো। বাড়ীর বাইরে বের হলে ভগবান গনেশের নামে শুভ হবে।

সিংহ রাশি : পুরাতন বান্ধবী বান্ধব প্রতিবেশী স্বজন র দ্বারা, কোন সমস্যা মুক্তি র পথ দেখা যাবে। ব্যাবসা বৃদ্ধির সঙ্গে অর্থ প্রাপ্তি সম্ভব। খাদ্য দ্রব্য ব্যবসায়ীর হাতে অর্থ আসবে। প্রেমে শুভ। স্বজন বান্ধব দের বিবাহ কথা পাকা হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। আজ সাদা রঙের কোন কিছু সাথে রাখুন। হর হর মহাদেব।

কন্যা রাশি : পরিবার স্বজনদের সহযোগিতা, আজ ধৈর্য ধরে কাজ করতে হবে। আজ এমন একটা কাজ করবেন, যা নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরেই দুশ্চিন্তায় ছিলেন। পরিবারের সহযোগীতা নিয়েই আজ এগিয়ে যাবেন। প্রেম আজ মধুরতা প্রদান করার কথা। গোপন বিষয় টা নিয়ে আজ কথা না বললেই ভাল। ভগবান শিবের পুজো করলে শুভ হবে।

তুলা রাশি : প্রিয়জন আজ মনকষ্ট দেবে। কথা বলার সময় যুক্তি উপস্থাপন না করলে, কাজ টা হবে কি করে? বাড়ীর পাশে সুযোগ আছে, কথা বলতে হবে। আজ ব্যাংক বিষয়ে কোন কিছু শুভ হবে। দেব গনেশ ভগবান মন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবার স্বজন হারানো কোন নারীর ওপর বিশ্বাস করতে হবে। আজ সতর্ক থাকুন। কাজ শেষ হবে না। পরিশেষে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করতে হবে। আজ সকালের সময়ে তিনটি বিল্বপত্র ভগবান শিবের মাথায় দিন, ধৈর্য ধরতে হবে। প্রেমে ভুল বোঝাবুঝি হবে। ভগবান শ্রী কৃষ্ণ নাম।

ধনু রাশি : সতর্ক থাকুন। যাকে কাজের দ্বায়িত্ব দিয়েছিলেন সেটা না করার জন্য পরিবার স্বজনের সাথে, পরিবারের সদস্য নয়, এমন মানুষের জন্য-তর্ক বিতর্ক হবে। সঞ্চিত অর্থের সঠিক প্রয়োগ হবে। প্রেম বিষয়ক গোপন কিছু প্রকাশ্যে আসবে। আজ ব্যবসা বৃদ্ধি র প্রভূত সম্ভাবনা। হরিওং বলে পথ চলুন। কুকুর বিড়ালে র সেবা শুভ হবে। দেবী কালরাত্রি মন্ত্র পাঠ।

মকর রাশি : সন্তানের জন্য নিরাপদ নয়, আজ দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পাবে। পুরাতন বিবাদ মিটবে। প্রতিবাদ না করাটা শুভ। বিশেষতঃ যারা বেতন ভুক কর্ম করেন। আজ তারা কিছু সুযোগ সুবিধা পাবেন, যারা প্রাক্তন সরকারী কর্মচারী। প্রমিক যুগল প্রানের কথা বলতে পারেন। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। ওম গনেশ দেব মন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : আজ খুব ভেবে নতুন সম্পর্কে এগোতে হবে। প্রিয়জন নাকি প্রয়োজনে প্রিয়জন? গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের প্লান হবে। পরিবারের সবাইকে নিয়ে কোন আনন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। ব্যাংক ড্রাফট লোন সংক্রান্ত কিছু শুভ হব। ছাত্র ছাত্রী দের জন্য সুখবর আছে। শিব শিব বলুন।

মীন রাশি : কষ্টদায়ক তিথি। আপনার সাথে প্রতিবেশী কোন সমস্যা আবার নতুন করে শুরু করতে পারে। পরিবারের সদস্য দের সাথে মধুর সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। আপনি যা ভাবছেন তাই যে ঠিক, আর অন্যের ভাবনা ভুল, এই চিন্তা ভাবনা থেকে সরে আসুন। হর হর মহাদেব।

(আজ ষট্‌পঞ্চমী ব্রত। দেশপ্রীয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত র শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস। দেশ হিতৈষী মৌলানা আবুল কালাম আজাদের প্রয়াণ দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

কৃষিখাতে ব্যাংক ঋণের পরিমাণ ৯১ হাজার কোটি টাকা ছাড়াল!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের শেষে বাংলায় কৃষিখাতে ব্যাংক ঋণ প্রথমবার এক লক্ষ কোটি টাকার গণ্ডি ছুঁতে চলেছে। নাবার্ডের রাজ্য ঋণ সংক্রান্ত সেমিনারে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যের কৃষি দপ্তরের প্রধান সচিব ওঙ্কার সিং মীনা জানান, জানুয়ারি মাসেই কৃষিখাতে ব্যাংক ঋণের পরিমাণ ৯১ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। ফলে এই অর্থবর্ষে ঋণ বিতরণ এক লক্ষ কোটি টাকার সীমা অতিক্রম করবে বলেই আশা করা হচ্ছে। গত অর্থবর্ষে কৃষিখাতে ব্যাংক ঋণের পরিমাণ ছিল ৯৭ হাজার কোটি টাকা। সেমিনারে উপস্থিত রাজ্যস্তরীয় ব্যাংকারদের উদ্দেশে মীনা বিশেষ করে তৃণমূল স্তরে ঋণ বিতরণে জোর দেওয়ার আহ্বান জানান। সুগন্ধি ধান, ফল এবং নিম্ন গ্লাইসেমিক সূচকযুক্ত ধানের মতো মূল্য সংযোজিত ফসলের উপর রাজ্যের জোরের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই ক্ষেত্রগুলিতে পর্যাপ্ত ঋণপ্রবাহ নিশ্চিত করা জরুরি।

২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে কৃষিখাতে ঋণপ্রবাহের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে ১ লক্ষ ৩৭ হাজার কোটি টাকা। একই সঙ্গে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতে; যার মধ্যে রয়েছে কৃষি, ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প, আবাসন, শিক্ষা, রফতানি ও জলবায়ু সহনশীল নির্মাণ প্রকল্প; মোট ঋণপ্রবাহের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৩ লক্ষ ৯৯ হাজার কোটি টাকা।

নাবার্ডের মুখ্য মহাব্যবস্থাপক পি কে ভরদ্বাজ জানান, বাংলার কৃষিখাতে বার্ষিক ৪ থেকে ৫ শতাংশ হারে স্থিতিশীল বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ঋণ পরিশোধের হার ৯০ শতাংশেরও বেশি। ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প খাতে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ঋণপ্রবাহের লক্ষ্যমাত্রা ২ লক্ষ ১২ হাজার কোটি টাকা। ডিসেম্বর পর্যন্ত সেই খাতে ঋণ বিতরণ হয়েছে ১ লক্ষ ৯৯ হাজার কোটি টাকা। ফলে ওই খাতেও নির্ধারিত লক্ষ্য পূরণ হবে বলেই আশা প্রকাশ করেন তিনি।

রাজ্যের অর্থ দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব প্রভাত কুমার মিশ্র সম্ভাবনাময় অঞ্চলগুলির কথাও তুলে ধরেন। তাঁর মতে, পাহাড়ে ফুলচাষ, অর্কিড ও ফলচাষের বিস্তারের সুযোগ রয়েছে। সাব-তরাই অঞ্চলে মশলা চাষের সম্ভাবনা রয়েছে। পলিমাটি অঞ্চল মূল্য সংযোজিত ফসলের জন্য উপযুক্ত। সুন্দরবনকে জৈব চাষের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার সুযোগও রয়েছে বলে তিনি জানান।

কৃষিখাতে ঋণপ্রবাহের এই ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা রাজ্যের গ্রামীণ অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলেই মনে করছেন প্রশাসনিক মহলের একাংশ। এখন নজর, নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ছুঁয়ে নতুন রেকর্ড গড়া যায় কি না।

অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে পালটা পুলিশে অভিযোগ আয়োজকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বনগাঁর অনুষ্ঠান আয়োজক তনয় শাস্ত্রী শনিবার অভিনেত্রী তথা প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ মিমি চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে থানায় আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করেছেন। এর আগে তিনি অভিনেত্রীকে ২০ লক্ষ টাকার মানহানির নোটিস পাঠিয়েছিলেন। এই ঘটনায় মিমি ও আয়োজকের আইনি লড়াই এক নতুন মোড় নিল। গত মাসে উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে পারফর্ম করতে গিয়েছিলেন মিমি চক্রবর্তী। অভিনেত্রীর অভিযোগ ছিল, মাঝরাতে অনুষ্ঠানের অনুমতি না থাকার কারণ দেখিয়ে আয়োজক তাঁকে মঞ্চ থেকে নামিয়ে দেন এবং তাঁর সঙ্গে অভব্য আচরণ করা হয়। মিমির দায়ের করা সেই হেনস্তার অভিযোগের ভিত্তিতে তনয় শাস্ত্রীর বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা হয়েছিল এবং তাঁকে ১৪ দিন জেল হেপাজতে থাকতে হয়েছিল। গত ১১ ফেব্রুয়ারি তিনি জামিনে মুক্তি পান। এবার পাল্টা আক্রমণে গিয়ে তনয় শাস্ত্রী দাবি করেছেন, অভিনেত্রীর মিথ্যা অভিযোগের কারণে তাঁর সামাজিক সম্মানহানি হয়েছে। বনগাঁ থানায় দায়ের করা অভিযোগে তিনি মিমির কাছ থেকে প্রকাশ্যে ক্ষমা প্রার্থনা এবং অনুষ্ঠান বাবদ দেওয়া ২.৬৫ লক্ষ টাকা ফেরত দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। সাংবাদিকদের তিনি বলেন, মিমি চক্রবর্তী অনুষ্ঠানের জন্য ২.৬৫ লক্ষ টাকা নিয়েও নির্দিষ্ট সময়ে মঞ্চে আসেননি। তাঁর মিথ্যা মামলার কারণে আমাকে ১৪ দিন জেল খাটতে হয়েছে। আমি পুলিশ সুপারের দপ্তরেও লিখিত অভিযোগ জমা দিয়েছি এবং আদালতের কাছে ন্যায়বিচার চেয়েছি। উল্লেখ্য, গত বৃহস্পতিবারই তনয় শাস্ত্রী ২০ লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণ চেয়ে অভিনেত্রীকে আইনি নোটিস পাঠিয়েছিলেন।

২০২৬- এর বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি হ্যান্ডলুম ও উইভার সেলের তরফে পশ্চিমবঙ্গের তন্তুবায়দের জন্য ৬ দফা দাবি সনদ বিজেপির নির্বাচন পরামর্শ বাক্সে জমা দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। শুক্রবার বিজেপি দপ্তরে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিজেপি হ্যান্ডলুম সেলের কনভেনর অনল বিশ্বাস ও রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদিকা শশী অগ্নিহোত্রী প্রমুখ। প্রসঙ্গত, এদিন দাবিগুলির মধ্যে ছিল তন্তুবাদের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে ৪০ শতাংশ সংরক্ষণ, ৬০ বছরের ঊর্ধ্বে বয়সি তন্তুবায়দের জন্য মাসিক চার হাজার টাকা পেনশন ইত্যাদি।

সুন্দরবনের কাদা-মাটি থেকে সাফল্যের শিখরে, অদম্য সুদীপ্তার জয়যাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, নামখানা: উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া মিটে পুরস্কার পেলেন সুন্দরবনের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। ১৫০০ মিটার দৌড়ে প্রথম, ৪০০ মিটার দৌড়ে প্রথম, ২০০ মিটার দৌড়ে দ্বিতীয়। সব ক্ষেত্রেই একটি নাম। বিএসসি এগ্রিকালচারের মেধাবী ছাত্রী সুদীপ্তা বর্মন। নুন আনতে পান্তা ফুরনোর সংসার। যেখানে দুবেলা দু'মুঠো অন্নসংস্থানই এক কঠিন সংগ্রাম, সেখানে স্বপ্ন দেখাটা অনেকের কাছেই 'বিলাসিতা'। কিন্তু সেই অভাবের বেড়াজাল টপকে, সুন্দরবনের নোনা বাতাসের প্রতিকূলতাকে জয় করে আজ এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসেবে নিজেকে মেলে ধরার চেষ্টা করছে মেধাবী সুদীপ্তা বর্মন।

নামখানা ব্লকের প্রত্যন্ত গ্রাম দক্ষিণ চন্দনপিড়ি। সেই প্রান্তিক জনপদ থেকেই শুরু হয়েছিল সুদীপ্তার জীবনযুদ্ধ। সুদীপ্তার ছিল এক পাহাড়প্রমাণ জেদ আর অদম্য ইচ্ছাশক্তি। সঙ্গে পেয়েছিল দক্ষিণ চন্দনপিড়ি বিবেকানন্দ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি এবং পরবর্তীতে নেতাজি সেবা ফাউন্ডেশন। তাদের প্রতিনিয়ত মেন্টরিং এবং অম্বুজা নেওটিয়ার উৎকর্ষ বৃত্তি তার লড়াইয়ের পথে কিছুটা সহায়ক হয়েছিল। কিন্তু তার অদম্য জেদ আজ তাকে পৌঁছে দিয়েছে কোচবিহারের উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙিনায়। তিনি কেবল কৃষিবিদ্যার এক মেধাবী ছাত্রীই নন, বরং ক্রীড়াক্ষেত্রেও এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। পড়াশোনার কঠোর পরিশ্রমের পাশাপাশি নিজেকে দক্ষ করে তুলেছেন খেলাধুলোর ময়দানেও। মাঠের লড়াই আর জীবনের লড়াই; দুই জায়গাতেই তিনি সমান পারদর্শী। ইতিমধ্যে তাঁর সাফল্যের ঝুলিতে জমা হয়েছে একাধিক পুরস্কার ও সম্মাননা, যা সুন্দরবনের পিছিয়ে পড়া কয়েক হাজার মেয়ের কাছে অনুপ্রেরণার এক জীবন্ত উদাহরণ। সুদীপ্তার মতে, দারিদ্র্য কখনও মেধার পথে বাধা হতে পারে না যদি লক্ষ্যে অবিচল থাকা যায়।

যুবসাথীতে আবেদনের ঢল, দক্ষিণ ২৪ পরগনা শীর্ষে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্য সরকারের 'যুবসাথী' প্রকল্পে নাম লেখাতে ১৬ তারিখ থেকে কার্যত উপচে পড়ছে ভিড়। জেলার পর জেলা জুড়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী তরুণ-তরুণীদের দীর্ঘ সারি চোখে পড়ছে দুয়ারে সরকার শিবিরে। কোথাও ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা, কোথাও আবার শেষ মুহূর্তে নথি যাচাইয়ের চাপ; চিত্র একই। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা পর্যন্ত মোট আবেদন জমা পড়েছে ৪২ লক্ষ ৪৪ হাজার ৬৫৭টি। শুধু ওই দিনেই যুক্ত হয়েছে ৬ লক্ষ ১৬ হাজারের বেশি নতুন আবেদন। জেলার নিরিখে এগিয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনা; ৪ লক্ষ ৪৩ হাজারেরও বেশি আবেদন। খুব কাছেই মুর্শিদাবাদ। উত্তর ২৪ পরগনাও উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় এগিয়ে। কলকাতায় আবেদন এক লক্ষের সামান্য বেশি।

উত্তরবঙ্গেও সাড়া কম নয়; কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে সংখ্যাটা লক্ষণীয়। সবচেয়ে কম আবেদন জমা পড়েছে কালিম্পংয়ে। নবান্নের দাবি, তরুণদের ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে এনে আর্থিক সহায়তার পরিসর বাড়ানোই লক্ষ্য। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির উদ্যোগে চালু হওয়া এই কর্মসূচিকে সরকার সহায়ক প্রকল্প বললেও, অনেকের কাছে তা কার্যত 'বেকার ভাতা'। মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হলেই যদি 'শিক্ষিত বেকার' হিসেবে ধরা হয়, তবে রাজ্যের কর্মসংস্থানের বাস্তব ছবি কতটা আশাব্যঞ্জক; এই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে জনমনে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ৯ ফাল্গুন ১৪৩২ রবিবার

ভোটের আগে বাংলায় সিএএ নিয়ে কেন্দ্রের নয়া 'এম্পাওয়ার্ড' কমিটি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিধানসভা ভোট ঘনিয়ে আসতেই পশ্চিমবঙ্গে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন কার্যকর করার প্রক্রিয়ায় দৃশ্যমান অগ্রগতি হল। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক রাজ্যে একটি বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠনের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। এই কমিটিই সিএএ-র আওতায় জমা পড়া আবেদন খতিয়ে দেখে নাগরিকত্ব প্রদান বা বাতিলের বিষয়ে চূড়ান্ত মত দেবে। দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-র সঙ্গে বৈঠকের পরই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী মন্তব্য করেছিলেন, বাংলায় সিএএ রূপায়ণ আর আটকে থাকবে না, মানুষ ফল দেখতে পাবেন। সেই ইঙ্গিতের পরেই প্রশাসনিক পদক্ষেপ কার্যত স্পষ্ট বার্তা দিল।

কমিটির শীর্ষে থাকছেন জনগণনা দপ্তরের ডেপুটি রেজিস্ট্রার জেনারেল। সদস্য হিসেবে থাকছেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা, বিদেশি নাগরিক নথিভুক্তি দপ্তর, তথ্যপ্রযুক্তি ও ডাক বিভাগের প্রতিনিধিরা। প্রয়োজনে রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তর ও রেল কর্তৃপক্ষের আধিকারিকদেরও ডাকা হবে। সিটিজেনশিপ আমেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট অনুযায়ী, ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বরের আগে প্রতিবেশী দেশগুলি থেকে ভারতে আশ্রয় নেওয়া নির্দিষ্ট ধর্মীয় সংখ্যালঘু নাগরিকত্বের সুযোগ পাবেন। তবে তৃণমূল কংগ্রেস আগেই আইনটিকে সংবিধানের চেতনার পরিপন্থী বলে আক্রমণ করেছে।

ভোটের আগে এই পদক্ষেপ মতুয়া সহ উদ্বাস্তু অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে রাজনৈতিক সমীকরণে প্রভাব ফেলবে কি না, সেটাই এখন মূল প্রশ্ন। তৃণমূল কংগ্রেস দীর্ঘদিন ধরেই সিএএ-র বিরোধিতা করে আসছে, আইনটিকে 'বৈষম্যমূলক' বলে আখ্যা দিয়েছে। সেই অবস্থায় কেন্দ্রের এই পদক্ষেপ রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। সিএএ আইন অনুযায়ী, ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪-র আগে পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান থেকে ভারতে আসা নির্যাতিত অমুসলিম শরণার্থীরা, হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পার্সি ও খ্রিস্টান এই আইনের আওতায় ভারতীয় নাগরিকত্ব পাওয়ার যোগ্য। ভোটের আগে এই সিদ্ধান্ত রাজ্যের রাজনৈতিক সমীকরণে কী প্রভাব ফেলবে, সেদিকেই এখন নজর রাজনৈতিক মহলের।

'ভাইপো সব গিলে নিচ্ছে, এখন স্ট্র দিয়ে সব টেনে নেবে', তোপ সুকান্তের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের শাসক শিবিরকে নিশানা করে তীব্র ভাষায় আক্রমণ শানালেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ও প্রাক্তন পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। এক রাজনৈতিক সভা থেকে তিনি অভিযোগ করেন, সাধারণ মানুষের প্রাপ্য সম্পদ পরিকল্পিতভাবে লুঠ করা হচ্ছে এবং তার নেপথ্যে প্রভাবশালী মহলের প্রত্যক্ষ ভূমিকা রয়েছে।

বক্তব্যের শুরুতেই তিনি দাবি করেন, চিন্তার কোনও কারণ নেই। এখান থেকে যা নেওয়ার, সবই নিয়ে নেওয়া হয়েছে। এরপর কটাক্ষের সুরে বলেন, এখন ভাইপো স্ট্র দিয়ে সব টেনে নেবে। সেই জন্যই নতুন বোতল বানানো হচ্ছে। তাঁর অভিযোগ, জনকল্যাণের নামে নতুন প্রকল্প বা পরিকাঠামো গড়ে তোলা হলেও বাস্তবে তাতে মানুষের উপকারের চেয়ে সুবিধাভোগীদের স্বার্থই সুরক্ষিত হচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, যতক্ষণে বিলি করার সময় আসবে, ততক্ষণে ভেতরের সব শেষ। ভাইপোই খেয়ে নেবে। আগেও খেয়েছে। সুকান্তের এই মন্তব্যে সরাসরি দুর্নীতির ইঙ্গিত থাকলেও তিনি নির্দিষ্ট কোনও দপ্তর বা ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেননি। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই বক্তব্য ঘিরে শাসক-বিরোধী তরজা আরও তীব্র হতে পারে। যদিও শাসকদলের তরফে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি, তবে সুকান্তের এই বিস্ফোরক অভিযোগ রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে বিতর্কের ঝড় তুলেছে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে ভাষা আন্দোলনকারীদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। ছবি: অদিতি সাহা

আনন্দপুরের অগ্নিকাণ্ডে প্রশাসনিক ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন মালব্যর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আনন্দপুরের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে প্রাণহানির ঘটনার পর রাজনৈতিক চাপানউতোর চরমে উঠেছে। বিজেপি নেতা অমিত মালব্য সরাসরি রাজ্য প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর দাবি, বহুদিন ধরেই পূর্ব কলকাতার জলাভূমি এলাকায় বেআইনি দখল ও নির্মাণ নিয়ে সতর্কবার্তা ছিল, কিন্তু কার্যকর পদক্ষেপ হয়নি।

মালব্য তাঁর পোস্টে উল্লেখ করেন, ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইবুনাল একাধিকবার সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে ব্যবস্থা নিতে বলেছিল। তবুও বাস্তবে উচ্ছেদ অভিযান হয়নি বলে অভিযোগ। তাঁর কথায়, আইনি নির্দেশকে উপেক্ষা করে অবৈধ নির্মাণকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে। তার ফল আজ মানুষকে প্রাণ দিয়ে দিতে হল। তিনি আরও লেখেন, এটি নিছক দুর্ঘটনা নয়, শাসনব্যবস্থার ব্যর্থতার নির্মম উদাহরণ। পোস্টে তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির প্রশাসনিক দায়ের প্রসঙ্গও টানেন। এই মন্তব্য ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে তীব্র বিতর্ক শুরু হয়েছে। শাসকদলের তরফে এখনও বিস্তারিত প্রতিক্রিয়া মেলেনি। তবে আনন্দপুরের অগ্নিকাণ্ড যে অবৈধ নির্মাণ ও প্রশাসনিক নজরদারি নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলেছে, তা স্পষ্ট। এখন দেখার, তদন্ত ও জবাবদিহির পথে সরকার কতটা এগোয়।

ভোটার তালিকা সংশোধনে অনিয়মের অভিযোগ, সিইওকে সিপিএমের চিঠি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে চলতি বিশেষ ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়া ঘিরে একাধিক গুরুতর অনিয়মের অভিযোগ তুলে মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের কাছে লিখিত আপত্তি জানাল সিপিআই (এম) রাজ্য কমিটি। শনিবার পাঠানো চিঠিতে তাঁদের দাবি, প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলা ও প্রযুক্তিগত জটিলতার আড়ালে বহু বৈধ নাগরিককে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। দলের বক্তব্য, দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের ওপর হঠাৎ করে অতিরিক্ত বুথের চাপ বাড়ানো হয়েছে। একই সঙ্গে মাঝপথে দায়িত্ব বদল ও পাসওয়ার্ড নিয়ন্ত্রণে হস্তক্ষেপে কাজ ব্যাহত হচ্ছে। ডিজিটাল পোর্টালের ত্রুটি নিয়েও সরব তাঁরা। চিঠিতে উল্লেখ, সিরিয়াল নম্বর দিয়ে খোঁজার সুযোগ বন্ধ করে কাজকে ইচ্ছাকৃতভাবে ধীর করা হয়েছে। আরও অভিযোগ, প্রয়োজনীয় নথি আপলোডের সুবিধা আচমকাই বন্ধ হওয়ায় বহু আবেদন ঝুলে রয়েছে।

জেলা প্রশাসনের তরফে নির্ধারিত সময়ের আগেই প্রক্রিয়া গুটিয়ে নেওয়ার চাপের কথাও বলা হয়েছে। সিপিআই(এম)-এর দাবি, অযৌক্তিক সময়সীমা চাপিয়ে দিয়ে গণহারে আবেদন খারিজের রাস্তা তৈরি করা হচ্ছে। আধার কার্ডে নামের সামান্য অমিল বা সামাজিক প্রচলিত উপাধি ঘিরে আবেদন বাতিলের ঘটনাকেও 'হয়রানি' বলে চিহ্নিত করেছে দল। তাদের স্পষ্ট দাবি, বৈধ নথিকে অগ্রাহ্য করা চলবে না, পর্যবেক্ষকদের জোর করে বাতিলের নির্দেশ বন্ধ করতে হবে। দ্রুত হস্তক্ষেপ না হলে নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা প্রশ্নের মুখে পড়বে বলেও সতর্ক করেছে সিপিআই (এম)।

নাবালিকাকে খুনের চেষ্টা ও ডাকাতির অভিযোগে অভিযুক্তের যাবজ্জীবন সাজা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নাবালিকাকে খুনের চেষ্টা ও ডাকাতির অভিযোগে যাবজ্জীবন সাজা শোনানো হল সাঁতার প্রশিক্ষককে। ২০১৫ সালের চিৎপুরের ভয়াবহ ঘটনাকে কেন্দ্র করে দীর্ঘ বিচারপ্রক্রিয়ার পর অবশেষে আদালত রায় ঘোষণা করল। অভিযুক্ত সন্দীপ সাউ, যিনি পেশায় সাঁতার প্রশিক্ষক ছিলেন, নাবালিকাকে খুনের চেষ্টা ও ডাকাতির অভিযোগে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন।

ঘটনাটি ঘটে ২০১৫ সালের ১৮ মার্চ। ওই দিন দুপুরে নাবালিকা তার ফ্ল্যাটে একা ছিল, কারণ বাবা-মা বাইরে গিয়েছিলেন। অভিযুক্ত সন্দীপ সাউ, যাকে পরিবার চিনত, ফ্ল্যাটে প্রবেশ করে আলমারি খুলে টাকা ও গয়না নেওয়ার চেষ্টা করে। তিনি দাবি করেছিলেন যে বাবার চিকিৎসার জন্য অর্থ প্রয়োজন। কিন্তু নাবালিকা তাঁকে বাধা দিলে, সন্দীপ গামছা দিয়ে তার গলায় ফাঁস দেওয়ার চেষ্টা করে এবং ধারালো ছুরি দিয়ে আঘাত করে। রক্তাক্ত অবস্থায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে নাবালিকা।

অভিযুক্ত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। পরে জ্ঞান ফিরে প্রতিবেশীদের সাহায্যে নাবালিকা হাসপাতালে পৌঁছয় এবং পুলিশে খবর দেওয়া হয়। লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয় এবং সন্দীপ সাউকে গ্রেপ্তার করা হয়।

মামলা শিয়ালদহ আদালতে ওঠে এবং দীর্ঘ শুনানির পর মোট ২২ জন সাক্ষ্য দেন। বিচারক অনির্বাণ দাস শুক্রবার অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করেন এবং শনিবার যাবজ্জীবন সাজা ঘোষণা করেন। এই রায় নাবালিকার পরিবারের কাছে স্বস্তি এনে দিয়েছে, কারণ তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে ন্যায়বিচারের অপেক্ষায় ছিলেন।

ইছাপুরে ব্যালকনি থেকে পড়ে গিয়ে মহিলার মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বাড়ি পরিষ্কারের সময় দ্বিতলের ব্যালকনি থেকে সটান নীচে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হল এক মহিলার। শনিবার সকালে মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে নোয়াপাড়া থানার উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের ইছাপুর নবাবগঞ্জ ডব্লু সি ব্যানার্জি লেনে। মৃতার নাম রীতা সাহা দাস (৫৮)। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিদিনের মতো ওই মহিলা বাড়ি পরিষ্কার করেছিলেন। অসাবধানবশতঃ দ্বিতলের ব্যালকনি থেকে উনি নীচে পড়ে যান। পড়ে গিয়ে তাঁর মাথায় আঘাত লাগে। তৎক্ষণাৎ তাঁকে ব্যারাকপুর বিএন বসু মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে। মৃতার স্বামী অশোক কুমার সাহা জানান, বাড়ির নীচে তিনি পেপার পড়ছিলেন। পরিষ্কার করতে গিয়ে দ্বিতলের ব্যালকনি থেকে তাঁর স্ত্রী নিচে পড়ে যায়। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে ব্যারাকপুর বিএন বসু হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে।

ভোটার তালিকা নিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ সংক্ষিপ্ত সংশোধন প্রক্রিয়া ঘিরে গুরুতর প্রশ্ন তুললেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জি। শনিবার তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে তিনি দাবি করেন, নির্বাচন সংক্রান্ত ডিজিটাল পোর্টালে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, যেখানে ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসারদের (ইআরও) কার্যত পাশ কাটিয়ে সহকারী আধিকারিকদের মাধ্যমে সিদ্ধান্তের পথ খুলে দেওয়া হচ্ছে। অভিষেকের অভিযোগ, এতে আইন ও আদালতের নির্দেশ লঙ্ঘিত হচ্ছে। তাঁর বক্তব্য, ভোটার তালিকা প্রস্তুত ও সংশোধনের চূড়ান্ত দায়িত্ব ইআরও-র। সেই কাঠামো দুর্বল করা মানে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকেই বিপন্ন করা। তিনি আরও বলেন, সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট জানিয়েছে, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন ইআরও-ই। সেই নীতি ভাঙা হলে তা সংবিধানের পরিপন্থী।

পোস্টে তিনি নির্বাচন কমিশনের সাম্প্রতিক নির্দেশের কথাও টেনে আনেন। তাঁর দাবি, যোগ্য ভোটার বাদ পড়া বা অযোগ্য নাম অন্তর্ভুক্ত হওয়া রুখতে ইআরও-র নজরদারি অপরিহার্য। কাউকে ইচ্ছেমতো ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার অধিকার কারও নেই, কড়া সুরে লেখেন তিনি। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরের ভূমিকাও প্রশ্নের মুখে তুলেছেন অভিষেক। তাঁর কথায়, গণতান্ত্রিক অধিকার নিয়ে ছেলেখেলা চলবে না। বাংলার ভোটারদের অধিকার রক্ষায় শেষ পর্যন্ত লড়াই চলবে।

খড়দার রুইয়া শিল্পতালুকে পুকুর ভরাট ঘিরে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ভোটের মুখে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর কাজিয়া ঘিরে শনিবার তীব্র উত্তেজনা ছড়াল খড়দার রহড়ায়। অভিযোগ, খড়দার রহড়া থানার অন্তর্গত পাতুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের রুইয়া শিল্পতালুকে জলাভূমি ভরাট ঘিরে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে কাজিয়া তুঙ্গে। এদিন তৃণমূলের খড়দা ব্লক সভাপতি প্রসেনজিৎ সাহা এবং পঞ্চায়েত প্রধান তপতী দাস বিশ্বাস গোষ্ঠীর মধ্যে তুমুল বচসা বাধে। ব্লক সভাপতির বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগ তোলেন তৃণমূলের অপর গোষ্ঠী। যদিও ব্লক সভাপতির সাফ বক্তব্য, খড়দা ব্লকের চারটে পঞ্চায়েতের কোথাও পুকুর ভরাট করে যাবে না। এদিন তৃণমূলের উভয় গোষ্ঠীর লোকজন রহড়া থানার অভিযোগ জানাতে এসে নিজেদের মধ্যে বচসায় জড়িয়ে পড়েন। এমনকী দুই গোষ্ঠীর মধ্যে তুমুল বচসা থেকে হাতাহাতি শুরু হয়। দু'পক্ষকে ঠেকাতে পুলিশকে রীতিমতো হিমশিম খেতে হয়েছে। পাতুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তপতী দাস বিশ্বাসের অভিযোগ, ব্লক সভাপতি প্রসেনজিৎ সাহার নেতৃত্বে হামলা করা হয়েছে। তাঁর দাবি, প্রোজেক্টের মালিকের কাছ থেকে হয়তো টাকা দাবি করা হয়েছিল। তা দিতে রাজি না হওয়ায় এই হামলা। যদিও তৃণমূলের খড়দা ব্লক সভাপতি প্রসেনজিৎ সাহা জানান, সামনেই নির্বাচন। দলের তরফে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, খড়দা ব্লকের চারটে পঞ্চায়েতে পুকুর কিংবা জলাভূমি ভরাট করা যাবে না। কিন্তু শিল্পতালুকে একটা ভরাট নিয়ে এলাকার দুই ব্যবসায়ীর মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি হয়েছে। সেটা প্রশাসন খতিয়ে দেখে যথাযথ ব্যবস্থা নেবে। ব্লক সভাপতির দাবি, তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা তোলাবাজির অভিযোগ ভিত্তিহীন। পুকুর ভরাট বন্ধ করতে বলায় ওরা তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করছে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে বিশেষ বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে বিশেষ বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার সকালে এক্স মাধ্যমে এক বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী জানান, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের এই পুণ্যদিনে সম্মান জানাই বিশ্বের সকল ভাষা ও ভাষাভাষী মানুষকে। বিশ্বের সকল দেশের সকল ভাষা-শহিদদের ও ভাষা-সংগ্রামীদের জানাই আমার প্রণাম ও অন্তরের শ্রদ্ধা। এক্স-এ মুখ্যমন্ত্রী আরও লেখেন, রবীন্দ্রনাথ - নজরুল - সুকান্ত - জীবনানন্দের বাংলা শুধু নয়, আমরা সব ভাষাকেই সম্মান করি। এটা আমার গর্ব যে, আমাদের সময়ে হিন্দি, সাঁওতালি, কুরুখ, কুর্মালি, নেপালি, উর্দু, রাজবংশী, কামতাপুরী, পাঞ্জাবি, তেলুগু ভাষাকে আমরা সরকারি ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছি। সাদরি ভাষার মানোন্নয়নেও আমরা সচেষ্ট হয়েছি। হিন্দি আকাদেমি, রাজবংশী ভাষা আকাদেমি, কামতাপুরী ভাষা আকাদেমি, সাঁওতালি আকাদেমি সব করা হয়েছে। এটাও সুনিশ্চিত করেছি যে, রাজ্যের প্রত্যেক ভাষা-ভাষী মানুষ তাঁদের মাতৃভাষায় পড়াশোনা করার সুযোগ পায়। একুশের এই পুণ্য দিনে আরও একবার অঙ্গীকার করছি; যে কোনও ভাষার ওপর যদি আক্রমণ আসে, আমরা সবাই মিলে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াব।

বঙ্গে বৃষ্টির কথা শোনাল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বঙ্গে এবার বৃষ্টির কথা শোনাল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। একাধিক পশ্চিমি ঝঞ্ঝার প্রভাবে ঝড়-বৃষ্টি কাঁপাবে বেশ কয়েকটি জেলা। এমনটাই সর্বশেষ পূর্বাভাসে জানিয়ে দিল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর, আইএমডি। লেটেস্ট ওয়েদার রিপোর্ট বলছে, আগামী ২১ ও ২২ তারিখ দুদিনই উত্তর ও দক্ষিণ, দুই বঙ্গ শুকনো থাকবে। এরপর ২৩ ও ২৪ দুই বঙ্গে হালকা মেঘলা আকাশ দেখা যাবে। তবে এই দুইদিন উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলায় মাঝারি বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানাচ্ছে, দক্ষিণবঙ্গে বাতাসে জলীয় বাষ্প ঢুকছে। আর তারই জেরে এখানকার জেলাগুলিতে বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে নতুন করে। কারণ আবহাওয়া একরকম চলে আসছে বেশ অনেকগুলি দিন ধরে। আর তাতেই আচমকা জলীয় বাষ্পের আগমন, যে কারণে বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে বলে জানাচ্ছেন আবহাওয়াবিদরা। পাশাপাশি এও জানানো হয়েছে, ২৩ ও ২৪ ফেব্রুয়ারি বৃষ্টির সম্ভাবনা কোন কোন জেলায়। আগামী সোম, মঙ্গলবার অর্থাৎ ২৩ ও ২৪ ফেব্রুয়ারি দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ির উত্তরাংশ জুড়ে বৃষ্টির পূর্বাভাস। অর্থাৎ উত্তরবঙ্গে এই সময় একাধিক জায়গায় পশ্চিমি ঝঞ্ঝার কারণে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

একইসঙ্গে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর এও জানিয়েছে, বৃষ্টির পূর্বাভাস আছে দক্ষিণবঙ্গেও। সোম-মঙ্গলে পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। সেইসঙ্গে বইতে পারে ঝোড়ো হাওয়া। এরপর ২৩ তারিখ বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি এই জেলাগুলিতে। ২৪ ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার- পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, কলকাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি জেলায় হালকা থেকে মাঝারি ও বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা। পাশাপাশি বজ্রপাতের ঘটনা ঘটতে পারে দু-একটি জেলায়। সোমবার ও মঙ্গলবার এই দু'দিন ঝাড়গ্রাম, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে বৃষ্টির সঙ্গে রয়েছে বজ্রবিদ্যুতের সতর্কতা। ২৩ তারিখ বজ্রপাতের আশঙ্কা তুলনামূলক ভাবে বেশি থাকতে পারে এই তিন জেলায়। এরপর পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনাতে আগামী ২৪ ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ মঙ্গলবার ও ২৫ ফেব্রুয়ারি থেকে বৃষ্টি-ঝড় কমার সম্ভাবনা। আবার আবহাওয়া স্বাভাবিক হবে তারপর।

জেলমুক্তির পর বেহালায় পার্থ চট্টোপাধ্যায়, ভোটের আগে কেন্দ্রে সক্রিয় প্রাক্তন মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বেহালা: জেল থেকে মুক্তির পর শনিবার এই প্রথম নিজের বিধানসভা কেন্দ্র বেহালায় দেখা গেল প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে এলাকায় তাঁর এই সক্রিয়তা রাজনৈতিক মহলে নতুন করে জল্পনা তৈরি করেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন তিনি বেহালার একাধিক ওয়ার্ড পরিদর্শন করেন। সংগঠনের কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে বৈঠক করে এলাকার সাংগঠনিক পরিস্থিতি ও ভোট প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা করেন। দীর্ঘদিন পর তাঁকে সামনে পেয়ে কৌতূহলী বাসিন্দারা ভিড় জমায়। অনেকেই তাঁর সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং স্থানীয় সমস্যার কথাও তুলে ধরেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ভোটের আগে নিজের কেন্দ্রে সক্রিয় হয়ে ওঠা পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের পক্ষে তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ। যদিও এদিন সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি কোনও বড় রাজনৈতিক মন্তব্য করেননি। সংক্ষিপ্তভাবে তিনি জানান, সংগঠনের কাজকর্ম খতিয়ে দেখতেই এলাকায় এসেছেন। উল্লেখ্য, দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়ার পর জেলমুক্ত হন তিনি। এরপর ধীরে ধীরে রাজনৈতিক ময়দানে তাঁর প্রত্যাবর্তন শুরু হয়েছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ। বেহালায় তাঁর এই সফর আগামী দিনে রাজ্য রাজনীতিতে কী প্রভাব ফেলবে, তা এখন দেখার।

সম্পাদকীয়

বিজেপিকে ঠেকাতে সংখ্যালঘু অস্ত্রই ভরসা, হিতে বিপরীত হবে না তো, আতঙ্ক কাটছে না শাসকের

২৮ ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত হবে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা। শুক্রবারের পর তা মোটামুটি নিশ্চিত। ফলে বাংলা জুড়ে এখন নির্বাচনের প্রহর গোনা শুরু। এক না দুই, নাকি তিন, ক'দফায় ভোট এই আলোচনাকে ছাপিয়ে এখন সামনে চলে আসছে সম্ভাব্য প্রার্থীদের নামের তালিকা। সামনের সারিতে দুই দল, শাসক তৃণমূল আর প্রধান বিরোধী বিজেপি। কারা টিকিট পাচ্ছেন, আর কাদের কপাল পুড়ছে, সেটাই লাখ টাকার প্রশ্ন। প্রার্থীদের প্রশ্নে দুই শিবিরই এখনও পর্যন্ত নীরব। তবে দলের অন্দরে চলছে তৎপরতা। সূত্রের খবর, রাজ্যের শাসক দলের প্রার্থী তালিকা কার্যত তৈরি। ৯৫ শতাংশ আসনেই নাম চূড়ান্ত। সে সব আর ৪৮ থেকে ৭২ ঘন্টার মধ্যেই চূড়ান্ত হয়ে যাবে। ২৯৪ আসনের প্রার্থী তালিকায় এবার বড়সড় পরিবর্তন থাকছে। জেতা অনেক আসনেই প্রার্থী বদল করছে দল। সৌজন্যে অভিষেক ও আইপ্যাক। এই দুই ফ্যাক্টরেই কপাল পুড়তে চলেছে অনেকেরই। সূত্র মারফত যা জানা যাচ্ছে, তাতে এবারের তালিকায় নিঃসন্দেহে বাড়ছে সংখ্যালঘু মুখ। কারণ, বিজেপিকে ঠেকাতে এ ছাড়া আর কোনও বিকল্প দেখতে পাচ্ছে না ঘাসফুল শিবির। ক্ষমতা দখলে মরিয়া তৃণমূল এখন সেই সংখ্যালঘু অস্ত্রেই ভরসা করছে। সংখ্যালঘু ভোট যে কোনও মূল্যে দখলে রাখতে হবে। এটাই পাখির চোখ। এই করতে গিয়ে অনেক জেতা আসনেই প্রার্থী বদল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দল। ফলে এবার টিকিট পাচ্ছেন না অনেক বিধায়কই। তাঁদের জেতা আসনে আনা হতে পারে কোনও সংখ্যালঘু মুখ। আর এখানেই হিতে বিপরীত হওয়ার আশঙ্কা। নেতৃত্বের এই মনোভাব আঁচ করতে পেরে অনেকেই আশঙ্কায় ভুগছেন। অনেকে তলে তলে এদিক, ওদিক যোগাযোগ রাখছেন। তালিকা সামনে এলে এই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। আর সেটা যদি হয় তাহলে, কী হবে চিন্তায় কপালে ভাঁজ তৃণমূল নেতাদের। নিচুতলায় দলের মধ্যে ক্ষোভ কম নেই। অথচ ভোটের সময় ভরসা ওই নিচুতলার কর্মীরাই। ওপর থেকে রাজনৈতিক অঙ্কে কোনও মুখ চাপিয়ে দিলে কতটা তাঁদের চাগানো যাবে, সন্দেহ কিন্তু থেকেই যাচ্ছে। অথচ সংখ্যালঘুদেরও হাতছাড়া করা যাবে না। তোষণের রাজনীতি এবার ডিভিডেন্ড দেবে কিনা তা নিয়েও নিশ্চিত হতে পারছে না ঘাসফুল শিবির।

শব্দছক ৮০

রবি দাস

পাশাপাশি: ১. পণ্ডিত ২. ননি ৪. কোকিল ৬. ধীরলয়ের তাল ৮. বিক্রীর শুরু ১০. কমতি ১১. বিক্রমশীললতা ১২. সর্দি-কাশির ভেষজগাছ ১৪. বাঁকা অবস্থান ১৬. ডালিম ১৭. অমর হয়ে থাকা ১৯. দৌলত ২০. বাবার মতো ২১. টাটানো বা কষ্ট

ওপর-নিচ: ১. প্রাণের চেয়েও অধিক ২. কৃত্রিম ৩. শব্দহীনতা ৪. জনক ৫. আকর ৭. মাতুলালয় ৯. মঙ্গলকরণ ১৩. সম্বলগত বিষয় ১৫. জ্ঞানের বাক্য ১৬. দানী ১৭. উত্তমের বিপরীত ১৮. খননকরার মূল

সমাধান ৭৯ — পাশাপাশি: ১. অনীহা ৩. বানর ৫. কিঞ্জল ৬. মানা ৮. নবম ১০. করা ১২. অবধারিত ১৪. লোকসংগীত ১৬. রাকা ১৭. বৈশাখ ১৯. নভো ২১. রক্ষিকা ২২. রসিক ২৩. লক্কর

ওপর-নিচ : ১. অম্লান ২. হাকিম ৩. বালকবত ৪. রমা ৭. নাপিত ৯. বন্ধক ১১. রাধা ১২. অঙ্গীকারক ১৩. রিকশা ১৪. লোচন ১৫. সরা ১৭. বৈকাল ১৮. খবর ২০. ভোর

আজকের দিন

- **১৯৫২** — ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা শহীদ মিনার বানানোর সিদ্ধান্ত নেন।
- **১৯৫৮** — মিশর ও সিরিয়া যুক্ত হয়ে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র গঠন করে।
- **১৯৭৪** — পাকিস্তানের লাহোরে ওআইসি সম্মেলন শুরু হয়। এখানে একযোগে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় পাকিস্তান, ইরান ও তুরস্ক।

জন্মদিন

পাহাড়ি সান্যাল

১৯০৬ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা পাহাড়ি সান্যালের জন্মদিন।*

১৯৩৮ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় ফারুক ইঞ্জিনিয়ারের জন্মদিন।*

১৯৫৭ *বিশিষ্ট টেনিস খেলোয়াড় অশোক অমৃতরাজের ন্মদিন।*

‘যান্ত্রিক প্রজ্ঞার যুগে মাতৃভাষা গাণিতিক বিন্যাসের অভ্যন্তরে বেঁচে থাকা বর্ণমালা’

সুদীপ ঘোষ

আজ একুশে ফেব্রুয়ারি। শহরের রাজপথে শোকস্তব্ধ প্রভাতফেরি, শিশুর হাতে সযত্নে ধরা শহিদ মিনারের কাগুজে প্রতিরূপ, আর বাতাসে ভাসমান সেই চিরপরিচিত বিষাদমাখা পংক্তি; তআমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানোখদ। ১৯৫২ সালের সেই ঐতিহাসিক রক্তক্ষয়ী দিনটির স্মৃতি আজও আমাদের ভাষা-চেতনায় এবং মননশীলতায় গভীরভাবে অনুরণিত হয়। কিন্তু কালের আবর্তনে আজ যখন বিশ্বজুড়ে মাতৃভাষা দিবসের মূল সুর বহুভাষিক শিক্ষায় তরুণ কণ্ঠের স্বীকৃতিকে উপজীব্য করে আবর্তিত হচ্ছে, তখন আমাদের সামনে এক নতুন, নীরব অথচ যুগান্তকারী প্রশ্ন এসে দাঁড়ায়। যন্ত্রের এই অভাবনীয় বিস্তার এবং গাণিতিক বিন্যাসের এই চরম উৎকর্ষের যুগে, মানবসভ্যতার আদিমতম সৃষ্টি;মাতৃভাষার ভবিষ্যৎ ঠিক কোন খাদের কিনারায় কিংবা কোন সম্ভাবনার শিখরে দণ্ডায়মান?

ভাষা নিছকই পারস্পরিক যোগাযোগের কোনো যান্ত্রিক মাধ্যম নয়; এটি একটি জাতির মনস্তাত্ত্বিক স্থাপত্য, সহস্রাব্দের সঞ্চিত ইতিহাসের এক জীবন্ত ও গোপন ভাণ্ডার এবং আত্মপরিচয়ের অদৃশ্য শিরা-উপশিরা। ১৯৯৯ সালে যখন জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা একুশে ফেব্রুয়ারিকে ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ হিসেবে বৈশ্বিক স্বীকৃতি প্রদান করে, তখন সেই স্বীকৃতি কেবল বাংলা ভাষার ভৌগোলিক সীমানার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না। বরং তা ছিল পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তিক, অবহেলিত এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষার প্রতি এক সর্বজনীন নৈতিক ঘোষণা; পৃথিবীর মানচিত্রে প্রতিটি কণ্ঠস্বর, প্রতিটি বর্ণমালা সমান গুরুত্বপূর্ণ এবং মর্যাদাসম্পন্ন। কিন্তু আজ, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং বৃহৎ ভাষিক কাঠামোগুলোর বিস্ময়কর উত্থানের এই সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে, সেই কালজয়ী ঘোষণার প্রকৃত ও প্রায়োগিক বাস্তবায়ন কতটা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে, তা এক গভীর গবেষণার দাবি রাখে।

সাম্প্রতিক প্রযুক্তিগত গবেষণা ও বিশ্লেষণ দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণ করে যে, আধুনিক প্রাকৃতিক ভাষা প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থার প্রায় সম্পূর্ণ ভিত্তি এবং প্রশিক্ষণ-উপাত্ত মূলত ইংরেজি, মান্দারিন বা স্প্যানিশের মতো বহুল-উপাদান বিশিষ্ট ভাষাগুলোর একচেটিয়া আধিপত্যের ওপর নির্ভরশীল। তথ্যপ্রযুক্তির পরিভাষায় যাকে ‘স্বল্প-উপাত্তের ভাষা’ বলা হয়, সেই শব্দবন্ধটি নিজেই বর্তমান বিশ্বের এক চরম প্রযুক্তিগত ও কাঠামোগত বৈষম্যের নগ্ন প্রতিচ্ছবি। একটি ভাষাকে যান্ত্রিক পরিমণ্ডলে কেবল তার বক্তার সংখ্যা বা ব্যবহারকারীর স্বল্পতার কারণে প্রান্তিক হিসেবে বিবেচনা করা হয় না; বরং যন্ত্র-পাঠযোগ্য পাঠ্য, সুবিন্যস্ত ভাষা-সংগ্রহ, রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষক, স্বয়ংক্রিয় শব্দভাণ্ডার এবং মানসম্মত উচ্চারণ-উপাত্তের ভয়াবহ অভাবই মূলত একটি ভাষাকে প্রযুক্তিগত মানচিত্রে অস্তিত্বহীন করে তোলে। উপাত্তের এই কাঠামোগত শূন্যতা নিছক কোনো প্রকৌশলগত ত্রুটি নয়; এটি এক ধরনের সুপরিকল্পিত ও নীরব সাংস্কৃতিক বর্জন, যা বিশ্বায়নের ছদ্মবেশে প্রান্তিক ভাষাগোষ্ঠীকে প্রতিনিয়ত কোণঠাসা করছে।

মাতৃভাষা হিসেবে বাংলা বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ এবং সমৃদ্ধ ভাষা হওয়া সত্ত্বেও, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার গবেষণায় তার প্রতিনিধিত্ব দীর্ঘকাল ধরে হতাশাজনকভাবে অসম্পূর্ণ ও খণ্ডিত। ইতিহাস ও সাহিত্যের এক বিশাল উত্তরাধিকার বহন করা এই ভাষার মূল শক্তি লুকিয়ে আছে এর রূপতাত্ত্বিক জটিলতার মধ্যে। অসংখ্য প্রত্যয়, যৌগিক ক্রিয়া, সমাসবদ্ধ পদ এবং প্রাসঙ্গিক উচ্চারণ পরিবর্তনের যে সূক্ষ্ম বুনন বাংলা ভাষায় রয়েছে, তা বিদেশি ধাঁচে তৈরি যন্ত্রের জন্য এক দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর হয়ে দাঁড়ায়। যান্ত্রিক বিশ্লেষণের সময় শব্দাংশ বিভাজন প্রক্রিয়া অনেক ক্ষেত্রেই বাংলা শব্দকে এমন নির্দয়ভাবে ভেঙে ফেলে যে, বাক্যের অন্তর্নিহিত অর্থ, আবেগ এবং সূক্ষ্মতা চিরতরে হারিয়ে যায়। ফলশ্রুতিতে, যান্ত্রিক অনুবাদে একটি অঞ্চলের সুগভীর সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ মুছে যায়, কবিতার স্বতঃস্ফূর্ত ছন্দ পতন ঘটে এবং আইনি বা চিকিৎসাবিষয়ক নথিতে এমন অর্থগত বিচ্যুতি তৈরি হয়, যা সাধারণ মানুষের জন্য চরম বিভ্রান্তিকর। প্রযুক্তির এই অদৃশ্য ত্রুটি সমাজের প্রান্তিক মানুষের জন্য, বিশেষত যারা বিচার ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যসেবা বা কৃষি ক্ষেত্রে নির্ভরশীল, তাদের জন্য এক নীরব কিন্তু ভয়ানক বিপদের কারণ হয়ে উঠতে পারে।

তবে অন্ধকারের এই আখ্যান কেবলই হতাশার নয়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে স্বদেশের মাটিতে দেশীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং স্বাধীন প্রযুক্তিবিদদের নিরলস পরিশ্রমে বেশ কিছু আশাব্যঞ্জক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। মাতৃভাষা-কেন্দ্রিক নিজস্ব ভাষিক কাঠামো, আলোকীয় বর্ণ শনাক্তকরণ ব্যবস্থা, এবং লিখন-থেকে-কথন রূপান্তরের প্রযুক্তিতে উল্লেখ্যযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ধুলোপড়া মুদ্রিত প্রাচীন পুঁথি থেকে শুরু করে লোকায়ত সংস্কৃতির মৌখিক উপাদান;সবকিছুকেই আধুনিক যান্ত্রিক বলয়ে সংরক্ষণের এক মহতী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এমনকি দেশের বিভিন্ন আদিবাসী এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষার উচ্চারণভিত্তিক উপাত্ত সংগ্রহের যে বিশাল কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছে, তা ভাষিক বৈচিত্র্য ও মানবসভ্যতার অমূল্য সম্পদ রক্ষায় এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হতে বাধ্য।

তবুও এই যাত্রাপথে সতর্কতা আবশ্যক, কারণ প্রযুক্তি তার নিজস্ব সত্তায় কখনোই সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ নয়। উন্মুক্ত উপাত্ত সংগ্রহ বা জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধকরণের আড়ালে যদি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ভাষা, প্রবাদ, বা লোকজ উপাদান তাদের সুস্পষ্ট সম্মতি বা স্বত্বাধিকার ছাড়াই যান্ত্রিক প্রক্রিয়াকরণের যূপকাষ্ঠে বলিদত্ত হয়, তবে তা এক অভিনব এবং ভয়ংকর ‘প্রযুক্তিগত উপনিবেশবাদে’ পর্যবসিত হতে পারে। একটি জাতির সাংস্কৃতিক সার্বভৌমত্বের প্রশ্নটি তাই বর্তমান বিশ্বে অন্য যেকোনো ভূ-রাজনৈতিক সংকটের মতোই অত্যন্ত সংবেদনশীল। একটি ভাষা আধুনিক যান্ত্রিক রূপ লাভ করবে কি করবে না, বা সেই উপাত্ত কীভাবে ব্যবহৃত হবে;এই মৌলিক সিদ্ধান্তে স্থানীয় সম্প্রদায়ের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ ও মতামতের প্রতিফলন না ঘটলে, পুরো প্রযুক্তিগত উন্নয়নই এক চরম নৈতিক অবক্ষয়ের সম্মুখীন হবে।

আজকের বিশ্বে তাৎক্ষণিক অনুবাদ প্রযুক্তি ভাষাগত যোগাযোগের অনেক প্রাচীন দেয়াল ভেঙে দিয়েছে। অন্তর্জাল-বিচ্ছিন্ন অনুবাদ যন্ত্রের কল্যাণে প্রান্তিক কৃষকরা নিজেদের মাতৃভাষায় আবহাওয়ার পূর্বাভাস পাচ্ছেন, শিক্ষার্থীরা মাতৃভাষায় নিগূঢ় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব অনুধাবন করতে সক্ষম হচ্ছেন। কিন্তু মুদ্রার অপর পিঠে, যন্ত্রের ওপর এই অন্ধ নির্ভরশীলতা ভুল ব্যাখ্যা ও ভ্রান্ত তথ্যের এক ভয়াবহ ঝুঁকিও উন্মুক্ত করছে। যন্ত্র যখন একটি ভাষার নিজস্ব সাংস্কৃতিক ইঙ্গিত বা ঐতিহাসিকভাবে গড়ে ওঠা প্রবাদ-প্রবচনের অন্তর্নিহিত অর্থ অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়, তখন তার আক্ষরিক অনুবাদ কেবল হাস্যকরই হয় না, ক্ষেত্রবিশেষে তা অত্যন্ত বিপজ্জনক ও বিপর্যয়কর হয়ে উঠতে পারে।

আজ বিশ্বের অসংখ্য প্রাচীন ও সমৃদ্ধ ভাষা ধীরে ধীরে বিলুপ্তির অতল গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছে। প্রজন্মান্তরের মৌখিক ইতিহাস, যা লোকগাথা ও শ্রুতির মাধ্যমে টিকে ছিল, তা উপযুক্ত সংরক্ষণের অভাবে নীরবে মৃত্যুবরণ করছে। এই চরম অস্তিত্বের সংকটে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এক জাদুকরী ও শক্তিশালী সংরক্ষক হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে;তবে শর্ত থাকে যে, তা যেন সম্পূর্ণরূপে সম্প্রদায়ভিত্তিক অংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা এবং এক সুদৃঢ় নৈতিক কাঠামোর মধ্যে পরিচালিত হয়। একটি ভাষার সংরক্ষণ তখনই সার্থক ও অর্থবহ হয়ে ওঠে, যখন তা কেবল কোনো মৃত উপাত্তভাণ্ডারে জীবাশ্মের মতো সঞ্চিত থাকে না, বরং মানুষের দৈনন্দিন জীবন্ত প্রয়োগে ও সৃষ্টিশীলতায় নবজন্ম লাভ করে।

বায়ান্নর একুশের অবিনশ্বর চেতনা আমাদের এই অমোঘ শিক্ষাই দিয়েছে যে;ভাষার প্রশ্নটি দিনশেষে আত্মমর্যাদা এবং অস্তিত্বের প্রশ্ন। আজ সেই মর্যাদা রক্ষার নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম কেবল রাজপথের উত্তাপে বা স্লোগানে সীমাবদ্ধ নেই; সেই লড়াই আজ স্থানান্তরিত হয়েছে কেন্দ্রীয় পরিসেবকের অভ্যন্তরে, যন্ত্রের মাদারবোর্ডে এবং গাণিতিক বিন্যাসের জটিল সমীকরণে। আমাদের আগামী দিনের প্রধান দায়িত্ব হলো প্রযুক্তিকে মানবিক করে তোলা;যাতে যন্ত্রের কৃত্রিম প্রজ্ঞা কোনোভাবেই মাতৃভাষার স্বকীয়তা, নিজস্বতা এবং আত্মাকে গ্রাস করতে না পারে, বরং তাকে এক সম্মানজনক বিশ্বমঞ্চে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত করে।

আজকের এই মহান মাতৃভাষা দিবসে দাঁড়িয়ে আমাদের অঙ্গীকার তাই অত্যন্ত সুস্পষ্ট; যন্ত্র যদি সত্যিই আমাদের আগামী দিনের নিয়তি এবং ভবিষ্যৎ নির্মাণ করে, তবে সেই নবনির্মিত ভবিষ্যতের প্রথম ও প্রধান ভাষা যেন আমাদের মায়ের ভাষাই থাকে। গাণিতিক বিন্যাসের অন্তহীন গহ্বরে হারিয়ে না গিয়ে, বাংলাসহ বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তিক মাতৃভাষা যেন তার নিজস্ব স্বর, ঐতিহাসিক স্মৃতি ও অটুট মর্যাদাকে অক্ষুণ্ন রেখে আগামী পৃথিবীর জ্ঞানভিত্তিক বিশ্বসংলাপে সমকক্ষ হিসেবে অংশগ্রহণ করতে পারে। একুশ মানে তাই কেবল অতীতের কোনো রক্তস্নাত স্মৃতিচারণ নয়; একুশ মানে আগামী দিনের ডিজিটাল পৃথিবীতে ভাষিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার এক ইস্পাতকঠিন অঙ্গীকার।

মাতৃভাষা বিশ্বের দরবারে কত অজানার মূল পরিচয়

শুভজিৎ বসাক

ফেব্রুয়ারি মানেই রক্তস্নাত বর্ণমালার মিছিল, একুশ মানেই এক অবিনাশী অঙ্গীকার। ১৯৫২ সালের সেই উত্তাল দিনটি কেবল ঢাকার রাজপথ রঞ্জিতই করেনি, বরং বিশ্ব ইতিহাসে বপন করেছিল আত্মপরিচয় রক্ষার এক চিরন্তন বীজ। এই আত্মপরিচয় কেবল লড়াইয়ের নয়, বরং গভীর গর্বের; কারণ ভারতের জাতীয় সংগীত ‘জনগণমন’ এবং জাতীয় গান ‘বন্দে মাতরম’; উভয়ই বাঙালির সৃষ্টি এবং বাংলা ভাষার অবিনাশী কীর্তি। ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কোর স্বীকৃতির পর ‘আন্ত র্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ হিসেবে একুশে ফেব্রুয়ারি আজ বিশ্বমানবতার এক অনন্য সম্পদ। মানব সভ্যতার ইতিহাসে ভাষার জন্য প্রাণ দেওয়ার এমন নজির আর নেই, যা আমাদের একটি সুদৃঢ় সাংস্কৃতিক মেরুদণ্ড দান করেছে। কিন্তু উৎসবের আলোকসজ্জা আর প্রভাতফেরির শিউলি ফুলের ঘ্রাণ মুছে গেলে যখন আমরা বর্তমান বাস্তবতার দিকে তাকাই, তখন এক নিদারুণ বৈপরীত্য ধরা পড়ে। যে ভাষার জন্য বাঙালি জীবন দিয়েছিল এবং যে ভাষা ভারতবর্ষের জাতীয় চেতনার ধাত্রী, সেই বাংলা আজ স্বয়ং বাঙালির অন্দরেই যেন ব্রাত্য। বর্তমান সময়ে বাংলা ভাষার অবস্থান ও বাঙালির মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করলে কিছু গভীর উদ্বেগের বিষয় উঠে আসে। বিভিন্ন সমীক্ষার দিকে তাকালে দেখা যায়, পৃথিবীতে বর্তমানে প্রায় ৩০ কোটির বেশি মানুষ বাংলায় কথা বলেন এবং এটি বিশ্বের ষষ্ঠ বহুল ব্যবহৃত ভাষা। অথচ তথ্যপ্রযুক্তি ও বৈশ্বিক বাণিজ্যের যুগে আমরা ভাষাকে কেবল ‘আবেগ’ দিয়ে বিচার করছি, ‘ব্যবহারিক শক্তি’ হিসেবে নয়। সাম্প্রতিক কিছু সমীক্ষায় দেখা গেছে, পশ্চিমবঙ্গের শহুরে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত পরিবারের প্রায় ৬৫ শতাংশ শিক্ষার্থী মাতৃভাষার চেয়ে অন্য ভাষায় যোগাযোগে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে। এর মূল কারণ এক ধরণের হীনম্মন্যতা। বাঙালি আজ ভুলতে বসেছে যে, যে ভাষায় সারা দেশ জাতীয় সংগীত গায়, সেই ভাষার চর্চা করা পিছিয়ে থাকার লক্ষণ নয়, বরং পরম আভিজাত্য। কেন্দ্রীয় ও বিশ্ব স্তরে বাংলার ব্যবহারিক প্রয়োগ না বাড়লে এবং বাঙালির এই আত্মবিস্মৃতি বজায় থাকলে ভাষাটি তার স্বকীয়তা হারিয়ে এক মিশ্র ও বিকৃত রূপ ধারণ করবে।

সাম্প্রতিককালে প্রশাসনিক স্তরে নানা উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে;যেমন দোকানের নামফলক বাংলায় লেখা বাধ্যতামূলক করা। কিন্তু প্রশ্ন জাগে, আইনের জাঁতাকলে ফেলে কি ভাষার প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা জাগানো সম্ভব? ভাষার প্রসার ঘটে তার মাধুর্য, ব্যবহারিক উপযোগিতা এবং বক্তার গর্বের মাধ্যমে। যখন রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে ‘বন্দে মাতরম’ বা ‘জনগণমন’ গাওয়া হয়, তখন তা কেবল একটি সংগীত নয়, বরং বাংলা ভাষার প্রতি এক নীরব শ্রদ্ধাঞ্জলি। এই চেতনাকে ব্যক্তিগত জীবনে ধারণ করতে হবে। জোরপূর্বক চাপিয়ে দেওয়া কৃত্রিমতা নয়, বরং গর্বের সাথে বাংলার চর্চাই হবে এর শ্রেষ্ঠ সম্মাননা। বিভিন্ন পরিসংখ্যান অনুযায়ী, প্রতি বছর বিশ্বে প্রায় ২৫টি ভাষা বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। বাংলা হয়তো দ্রুত বিলুপ্ত হবে না, কিন্তু যদি বাঙালি নিজেই নিজের ভাষাকে দ্বিতীয় শ্রেণির মনে করে, তবে তা কেবল দাপ্তরিক নথিতে আটকে থাকা এক প্রাণহীন কঙ্কালে পরিণত হবে। বাঙালি আজ যখন বাংলা বলতে লজ্জা পায়, তখন একুশের চেতনা কেবল আনুষ্ঠানিকতায় পর্যবসিত হয়। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় বাংলার প্রয়োগ ও গবেষণার ক্ষেত্রটি ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে। তথ্য মতে, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে বাংলা ভাষার ব্যবহার ১ শতাংশেরও কম। এই বিশাল ব্যবধান ঘোচাতে হলে প্রাথমিক স্তর থেকেই শিক্ষার্থীদের শেখাতে হবে যে, রবীন্দ্রনাথ বা বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা কেবল সাহিত্যের নয়, এটি বিজ্ঞান ও বিশ্ব-রাজনীতির ভাষা হওয়ার যোগ্যতা রাখে। বিশেষজ্ঞদের মতে, যে শিশু তার মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করে, তার বৌদ্ধিক বিকাশ অন্য শিশুদের তুলনায় প্রায় ৪০ শতাংশ বেশি দ্রুত হয়। জাপানি বা জার্মান জাতিরা তাদের ভাষাকে বিশ্বমঞ্চে প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই উন্নতির শিখরে পৌঁছেছে। আমাদেরও মনে রাখা প্রয়োজন যে, কেন্দ্রীয় ও বিশ্ব স্তরে বাংলার মর্যাদা বৃদ্ধি করতে হলে একে হতে হবে জীবিকার ভাষা এবং উচ্চতর গবেষণার ভাষা। পরিশেষে বলা যায়, একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের কেবল শোকের দিন নয়, এটি আমাদের আত্মমর্যাদা পুনরুদ্ধারের প্রেরণা। বাঙালির সংখ্যাতাত্ত্বিক হার যদি কমেও যায়, তবুও যদি অবশিষ্ট বাঙালি নিজের ভাষাকে হৃদয়ে ধারণ করে, তবেই বাংলা বেঁচে থাকবে। ভারতের জাতীয় সংগীত ও জাতীয় গানের স্রষ্টা হিসেবে বাঙালির যে অনন্য সম্মান, তার পূর্ণতা পাবে তখনই যখন আমরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহারিক প্রয়োগ বৃদ্ধি করতে পারব। এই বোধটা আসা ভীষণ জরুরী যে অন্য ভাষা আমরা অবশ্যই শিখব বিশ্বকে জানার জন্য, কিন্তু নিজের ভাষাকে লালন করব বিশ্বকে নিজেকে চেনানোর জন্য। আত্মমর্যাদাহীন জাতি কখনো অন্যের শ্রদ্ধা অর্জন করতে পারে না। যেকোনও তথ্যমূলক পরিবেশনা বা আইনি কাঠামোর ঊর্ধ্বে উঠে ভাষাকে যদি আমরা প্রাণের স্পন্দন হিসেবে অনুভব করি, তবেই একুশের আত্মত্যাগ সার্থক হবে। বাঙালির ঘরে ও বিশ্বমঞ্চে যখন শুদ্ধ বাংলার স্বতঃস্ফূর্ত চর্চা হবে, তখনই আমরা মাথা উঁচু করে বলতে পারব; ‘মোদের গরব, মোদের আশা, আমরি বাংলা ভাষা’।

শঙ্কর

রথীন কুমার চন্দ

মণিশঙ্কর মুখার্জি, পিতৃদত্ত নামকরণ, সাহিত্য চর্চার আঙ্গিনায় ‘শঙ্কর’ নামে সর্বাধিক জনপ্রিয় ও পরিচিতি প্রাপ্ত। সাহিত্য রসের মণিমুক্তো কলমের ঝরণাধারায় অবিরাম বর্ষিত হয়েছে বিগত পাঁচ দশক ধরে, পাঠকের সাহিত্য তৃষ্ণার সিন্চনে।

সাহিত্য চর্চা পাঠকের চাহিদা পূরণে সদা সচেষ্ট থাকেন একজন সাহিত্যিক, আর পাঁচজন সাহিত্যিকদের ব্যাতিক্রম নন বাংলা সাহিত্যাকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্র সাহিত্যিক শঙ্কর। জীবনের সাদা মাটা অভিজ্ঞতা, কর্মক্ষেত্রে রঙিন চরিএগুলিকে তার কলমবাজিতে প্রস্ফুটিত করেছেন। তার সাহিত্যেগুণে অসাধারন উপন্যাস ধরার সাহিত্যাকাশে বিকশিত হয়েছে।

‘জনঅরণ্য’ মানব সমাজের সভ্যতার বিভীষিকা কলুষিত হওয়ার চিএরুপ তুলে ধরেছেন। বাকিটা পাঠকের মূল্যায়নের জন্য তুলে রেখেছেন, সেটা কফি হাউসের আড্ডা, রাস্তার চায়ের দোকানে বা মাচায় অথবা পুরস্কারের জন্য। এছাড়াও তার কলমের আঁচড়ে বেরিয়ে এসেছে চৌরঙ্গী, কত অজানারে, জনঅরণ্য সেলুলয়েডের পর্দায় সত্যজিৎ রায় পরিচালিত চিএায়ন, বাসু চ্যাটার্জি ও ঝত্ত্বিক ঘটক দ্বারা পরিচালিত অন্যান্য সিনেমাও বাংলা সিনেমা মোদী দর্শকদের জন্য উপস্থাপিত হয়েছে।

এছাড়াও তার সাহিত্যেগুণে কামনা বাসনা, যেখানে যেমন, অবসারিকা, নগর নন্দিনী, বাংলার মেয়ে, সীমান্তে সংবাদ, ঘরের মধ্যে ঘর, পুরোহিত দর্পন, যাবার বেলায়, চরণ ছুয়ে যাই, সম্রাট ও সুন্দরী, মাঠের ওপর চাঁদ, রসবতী, এক ব্যাগ শঙ্কর, সোনার সংসার, মুক্তির স্বাদ, সুবর্ণ সুযোগ, এবিসিডি, বিওবাসনা, রুপ তাপস প্রভৃতি।

লেখক তার সাহিত্য সাধনায় শুধু সাহিত্যের নয়, পঠকের আপনজন হয়ে উঠেছেন। সিনেমার জগতকে তিনি নিজের সাহিত্য গুণে আপনার করেছেন। পাঠকদের প্রতি উওরদানের সেতুবন্ধন তিনি বজায় রেখেছিলেন তার ৯২ বছরের জীবৎকালে।

কিশোর সাহিত্য চর্চা তার কলমবাজির জাদুতে মশগুল ছিল। কালকুট, নীললোহিত রচিত সাহিত্য বাগিচায় তার অবাধ গতিবিধি ছিল।

কলমবাজির জোরে তিনি আপন মহিমায় উদ্ভাসিত ছিলেন, বাসন্তিক ও রামধনু ভাষায় তার ভাবনা ভেসে বেড়াতো । ১৯৬২ সালে চৌরঙ্গীর বর্ষার রাস্তায় দাঁড়িয়ে তার রচনার উপজীব্য খুঁজে পেয়েছিলেন। তার প্রতিটি রচনার প্রেক্ষাপট কলকাতা শহরের জনজীবনকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে।

কোন এক ছোট বয়স থেকে তার জীবন সংগ্রামের চলার পথ শুরু হয়েছিল ছোট্ট হাত দুটি ধরে শুধুমাত্র একটি বড় সংসারের জোয়াল টানতে। সিটি অফ জয়, তিলোত্তমা ও কল্লোলিনি কলকাতাকে তিনি তার ভাষার ফুলজুরি দিয়ে সাহিত্যের আঙ্গিনায় তুলে নিয়ে এসেছিলেন।

শঙ্করের প্রতিটি বই তার আগের বইয়ের বিক্রির রেকর্ড ভেঙে ফেলতো। সাহিত্য নিয়ে তার সাধনা ও জনপ্রিয়তা পাঠকদের কাছে এক চরম পরিতৃপ্তি দান করত। কলকাতা হাইকোর্ট চত্ত্বর তার কাছে সাহিত্য রচনার সারোসত্বিক আখড়া ছিল। কোন না কোন ভাবে তিনি তার সাহিত্যে সেই চত্বরের একটা আভাস দিয়ে রাখতেন। সেই কোর্ট চত্বর তার প্রথম জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্র যেমন ছিল, পরবর্তীকালে সেই চত্বরের বর্ণময় ছটায় উদ্ভাসিত হয়ে থাকতো তার সাহিত্যিক কৃষ্টিশীলতা।

শঙ্করের কলমের ঝাঁজ বাঙালির মধ্যবিত্তের আয়ত্ত্বের মধ্যেই ছিল। শঙ্করের কলমে বাঙালি সেই সাধ গন্ধের বর্ণনা, তার সাহিত্য সাধনায় বেশ ভালোভাবেই উপভোগ করেছিলেন। বাঙালি বিভোর হয়েছিল বিকল্প সমরেশ মজুমদার ও নীললোহিতের কলম সাধনায়।

চর্চাবাসর ৮৪

জমিদারশব্দটি ফার্সি ভাষা থেকে এসেছে, বিশেষ করে জমিন (জমি) এবং দার (ধারক/মালিক) এর সমন্বয়ে ‘ভূমিমালিক’ বা ‘ভূমি-ধারক’ অর্থ। ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের সময় বংশগত অভিজাত বা রাজস্ব আদায়কারীদের বর্ণনা করার জন্য এটি সাধারণ ব্যবহারে প্রবেশ করে যারা রাজ্যের পক্ষে জমি পরিচালনা করতেন এবং কৃষকদের কাছ থেকে কর আদায় করতেন।

— কলমবীর

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

অত্যধিক কাজের চাপে গঙ্গায় ঝাঁপ বিএলওর

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: শনিবার সকাল ১১টা ১৫ নাগাদ শ্রীরামপুর থেকে ব্যারাকপুর যাওয়ার একটি লঞ্চ থেকে তিনি ঝাঁপ দেন। গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন বিএলও। কাঠগড়ায় এসআইআর। ওই বিএলওর দাবি, এসআইআরের কাজের চাপ সামলাতে না-পেরে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন তিনি। দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করেছেন লঞ্চের কর্মীরা।

ওই লঞ্চ উঠেছিলেন সেই বিএলও। লঞ্চ ছাড়ার একটু পরেই গঙ্গায় ঝাঁপ দেন। লঞ্চের কর্মীরাই দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করেন। পরে শ্রীরামপুর ফেরিঘাট থেকে নৌকা নিয়ে গিয়ে তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় শ্রীরামপুর ফেরিঘাটে। শ্রীরামপুর থানার পুলিশ এসে বিএলওকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। আত্মহত্যার চেষ্টা করতে যাওয়া ওই বিএলও কাঁচরাপাড়ার একটি স্কুলের শিক্ষক এবং টিটাগড়ের বাসিন্দা।

এসআইআরের নথি ভর্তি ব্যাগ ও মোবাইল ফোন লঞ্চে রেখে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়েছিলেন ওই ব্যক্তি। উদ্ধার করার পরে ওই বিএলও জানান, তিনি চাপ নিতে পারছিলেন না।ডিজিটালাইজেশনের কাজে তাঁর অক্ষমতা আছে। তিনি বলেন, 'আমি গোড়া থেকেই পারছিলাম না কাজটা। অতিরিক্ত চাপ, আমি পারছিলাম না। ভোটারদের কী জবাব দেব? আত্মগ্লানি হচ্ছে আমার।' নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকদের জানিয়েও লাভ হয়নি বলে জানান তিনি। তিনি এ দিন সকালে ব্যারাকপুর থেকে শ্রীরামপুরে আসেন। পরে শ্রীরামপুর থেকে ব্যারাকপুরে যাওয়ার সময় গঙ্গায় ঝাঁপ দেন।

শ্রীরামপুর পুরসভার সাত নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার এবং শ্রীরামপুর শহরের তৃণমূল সভাপতি সন্তোষকুমার সিং বলেন, 'তাড়াহুড়ো করে এসআইআর করতে গিয়ে নির্বাচন কমিশন মানুষকে হয়রান করছে। অনেক মানুষের মৃত্যু হয়েছে।' বিজেপি রাজ্য কমিটির সদস্য ভাস্কর ভট্টাচার্য, 'ঘটনাটি দুঃখজনক। উনি বলছেন আপলোড করতে পারছি না, টেকনিক্যালি সাউন্ড নই। এটা যদি উনি করতে না-পারেন সেটা রাজ্যের দায়। কারণ রাজ্য ওঁকে অ্যাপয়েন্ট করেছে। যাঁরা ওঁকে সাহায্য করছেন না, তাঁরাও তো রাজ্যের নিয়োগ করা লোকজন।'

অনুপ্রবেশের অভিযোগে এক বাংলাদেশি গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ভারতীয় ভূখণ্ড অবৈধ অনুপ্রবেশের অভিযোগে এক বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করল বিএসএফ। পাশাপাশি ওই বাংলাদেশিকে এপারে অনুপ্রবেশের সহযোগিতা করায় এক লরি চালককেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শুক্রবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে ইংরেজবাজার থানার মহদিপুর এলাকার ভারত - বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সীমান্তে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর ধৃতদের পরে ইংরেজবাজার থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয় বিএসএফের ১১৯ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের কর্তব্যরত জওয়ানেরা।

এই ঘটনার পিছনে ওই বাংলাদেশির কাছ থেকে অবৈধ অনুপ্রবেশের জন্য মোটা টাকা নিয়েছিল লরিচালক বলেও জানতে পেরেছেন তদন্তকারী পুলিশকর্তারা। তবে এরকম ঘটনার সঙ্গে মহদিপুর এলাকার আন্তর্জাতিক ওই বাণিজ্য সীমান্তে আর কোনও লরিচালক যুক্ত রয়েছে কিনা সেটিও তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত বাংলাদেশির নাম মহম্মদ আলমগীর কবীর (২৬)। তার বাড়ি বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার ছোট বানাগ্রাম এলাকায়। পাশাপাশি এই ঘটনায় সাজু ঘোষ (২৮) নামে এক লরি চালককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ওই লরিচালকের বাড়ি মালদার কালিয়াচক থানার আলিনগর এলাকায়।

পুলিশ জানিয়েছে, শুক্রবার সকালে পাথর বোঝায় লরির্টি বাংলাদেশের শিবগঞ্জ এলাকায় গিয়েছিল রপ্তানি করতে। এরপর সেটি পুনরায় ভারতীয় ভূখণ্ডের মহদিপুর সীমান্ত দিয়ে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে যায়। ফাঁকা লড়ির তল্লাশি চালানোর সময় পিছনের বোনেটের পলিথিনের মুড়িয়ে রাখার পরিস্থিতি দেখে সন্দেহ হয় কর্তব্যরত বিএসএফ জাওয়ানদের। এরপর তারা বিভিন্নভাবে তল্লাশি চালাতে ওই পলিথিনের মধ্যে লুকিয়ে থাকা বাংলাদেশি যুবককে পাকড়াও করে ফেলে। এদিন দুপুরে আদালতে যাওয়ার পথে ওই বাংলাদেশি যুবক জানিয়েছে, পাঁচ হাজার টাকার চুক্তি করে ওই লরিচালক তাকে ভারতে অনুপ্রবেশের দায়িত্ব নিয়েছিল এবং তাকে কোথাও দিনমজুরির কাজ দেওয়া হত। সীমান্ত এলাকায় লরিতে তল্লাশি চালানোর সময় বিএসএফের হাতে এসে ধরা পড়ে যায় সে। মালদার পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, অবৈধ অনুপ্রবেশের অভিযোগে এক বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পাশাপাশি তাকে সহযোগিতা করার আরেকটি অভিযোগে এক লরি চালক গ্রেপ্তার হয়েছে। পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

সবুজায়নের উদ্যোগে আরামবাগে ভাষা দিবস

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে আরামবাগ শহরে মর্যাদা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হল ভাষা দিবস। শহরের প্রাণকেন্দ্র থেকে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়, যা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা পরিক্রমা করে। শোভাযাত্রায় হাতে প্ল্যাকার্ড, ব্যানার ও শহীদদের প্রতিকৃতি নিয়ে অংশ নেন বিভিন্ন বয়সের মানুষ। কর্মসূচির মূল উদ্যোক্তা ছিল সামাজিক সংগঠন।

উল্লেখ্য, ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকায় বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়ার দাবিতে ছাত্ররা আন্দোলনে নামেন। সেই আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে শহিদ হন সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার-সহ আরও অনেকে। তাঁদের আত্মবলিদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৯৯ সালে ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। ২০০০ সাল থেকে সারা বিশ্বে এই দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়ে আসছে।

আরামবাগের এদিনের অনুষ্ঠানে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। চিকিৎসক, অধ্যাপক, শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী ও বিশিষ্ট গুণিজনেরা একত্রিত হয়ে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। শোভাযাত্রা শেষে আয়োজিত এক সংক্ষিপ্ত সভায় ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য ও মাতৃভাষার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়।

এদিন আরামবাগের বিশিষ্ট চিকিৎসক ডঃ মনোজিৎ মুখোপাধ্যায় বলেন, 'ভাষা শুধু যোগাযোগের মাধ্যম নয়, ভাষা আমাদের আত্মপরিচয়ের ভিত্তি। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বাঙালির আত্মমর্যাদার লড়াইয়ের ইতিহাস। বর্তমান প্রজন্মের দায়িত্ব মাতৃভাষার চর্চা ও সংরক্ষণ করা। বিশ্বায়নের যুগে বিভিন্ন ভাষার সঙ্গে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন, তবে নিজের মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা অটুট রাখতে হবে।' তিনি আরও বলেন, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি শেষ করার চেষ্টা চলছে। কিন্তু কেউ পারেনি। তৎকালীন ব্রিটিশরাও পারেনি।'

বালুরঘাটে কিশোর-কিশোরীদের মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষায় কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনের পাশাপাশি কিশোর-কিশোরীদের ক্রমবর্ধমান মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা সমাধানে এক অভিনব উদ্যোগ নিল বালুরঘাটের বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী 'বর্ণালী মঞ্চ'। সংগঠনের নিয়মিত অনুষ্ঠান 'উত্তরের রবিবারে'র বিশেষ পর্বে শনিবার বিকেলে বালুছায়া সভাগৃহে অনুষ্ঠিত হল বয়ঃসন্ধিকালের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর একটি সচেতনতামূলক কর্মশালা। বালুরঘাট বিএড কলেজ, দ্য হোপ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি এবং উজ্জীবন সোসাইটির সহযোগিতায় এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা ছিলেন কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক তথা বিশিষ্ট মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টর গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বয়ঃসন্ধিকালে মানসিক সমস্যার প্রাথমিক লক্ষণগুলি চিনে নেওয়া এবং তা মোকাবিলার কার্যকর উপায় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় জোর দিয়ে বলেন, সন্তানের বেড়ে ওঠার এই সংবেদনশীল সময়ে মানসিক চাপ ও উদ্বেগ কাটিয়ে উঠতে বাবা-মায়েদের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

বালুরঘাট নার্সিং ট্রেনিং স্কুলের প্রায় ৭০ জন প্রশিক্ষণার্থী সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা এই কর্মশালায় অংশ নেন। কেবল বক্তৃতার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে অনুষ্ঠানটি ছিল প্রাণবন্ত ও মিথস্ক্রিয়া মূলক। প্রশ্নোত্তর পর্বে নার্সিং পড়ুয়ারা সরাসরি বিশেষজ্ঞের কাছে তাঁদের অভিজ্ঞতা ও সমস্যার কথা তুলে ধরেন। পাশাপাশি বিএড. কলেজের ছাত্রছাত্রীরা নাচ ও গানের মাধ্যমে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন।

কর্মশালায় কিশোর- কিশোরীদের মানসিক চাপ ব্যবস্থাপনা, অভিভাবকদের মধ্যে মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতার গুরুত্ব এবং একটি সুন্দর পারিবারিক পরিবেশ কীভাবে শিশুর মনস্তাত্ত্বিক বিকাশে প্রভাব ফেলে, সেই সব বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিশিষ্ট সমাজকর্মী, কবি ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বরা। উদ্যোক্তাদের মতে, এই ধরনের উদ্যোগ কেবল সচেতনতা বাড়ায় না, বরং জেলাজুড়ে এ জাতীয় আরও কাজ করার উৎসাহ জোগায়।

বাংলা ভাষা আন্দোলনে বটের অবদান নিয়ে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়ায় অভিনব ভাবে ভাষা দিবস পালন করা হয়। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি এমনকি বাংলা ভাষা আন্দোলন প্রসারে গাছ বিশেষ করে বটের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। এই বিষয়টি তুলে ধরে নাচ, গান ও নাটকে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভাষা দিবস পালন করা হয়। কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের সহযোগিতায়

মাই ডিয়ার ট্রিজ অ্যান্ড ওয়াইল্ডসের উদ্যোগে এদিন আয়োজন করা হয়ে ছিল এনভায়রনমেন্টাল মিউজিক ফেস্টিভ্যালের আয়োজন করা হয়ে ছিল। এই অভিনব ভাষা দিবস সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের বিষয়ে সংস্থার সভাপতি সংগীতা বিশ্বাস ও সম্পাদক ঝর্না গঙ্গোপাধ্যায় জানান যে, পাকিস্তানের শুরুতে পূর্ব বাংলায় রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে উর্দু চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে বাঙালিরা আন্দোলনে ফেটে পড়েন। তাদের এই প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে উঠেছিল এক বটতলা থেকে। গত ১৬ মার্চ ১৯৪৮ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলা ছাত্রসভা থেকে ভাষা আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে যা ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গিয়ে ছিল। সেদিক থেকে বাঙালিদের প্রথম সফল গণআন্দোলন গড়ে উঠে ছিল বটতলা থেকে। সংস্থার নাটক সহপরিচালক একতা গঙ্গোপাধ্যায় জানান যে শুধু বাঁকুড়ায় নয় একভাবে কলকাতার বালিগঞ্জ জগবন্ধু ইনস্টিটিউশন, মুর্শিদাবাদের ভাবতা ভবা বাউল আশ্রম ও সিউড়ির পুরন্দরপুরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা হয়।

সংস্থার সদস্য স্বস্তি চ্যাটার্জি, ভারতী ব্যানার্জি ও মানসী দাস জানান, বটগাছকে কেন্দ্র করে এপার ও ওপার বাংলার বিভিন্ন জায়গায় বাংলা সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মেলামেশার পরিমন্ডল গড়ে উঠেছে। কলকাতার চিৎপুর এলাকার শোভাবাজারে একটি বিশাল বটগাছকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে বাংলা সাহিত্যকর্ম মুদ্রণ ও প্রকাশনা শিল্প। সেখান থেকে প্রকাশিত সাহিত্য কর্মগুলো 'বটতলার পুথি' বা 'বটতলার সাহিত্য' নামেও জনপ্রিয় হয়ে উঠে ছিল। বটগাছকে কেন্দ্র করে দুই বাংলা জুড়ে সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন দানা বাঁধতে ও ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায়। তাই বাংলা ভাষা দিবসে বটগাছের গুরুত্ব তুলে ধরা সকলের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

এই ভাষা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহনকারী শিল্পী বিথিকা চক্রবর্তী, রিঙ্কু দেবনাথ, মিনু ব্যানার্জি, অনিতা সমাদ্দার, শিখা ঘোষ,সুমিতা দত্ত, অর্চনা পাল, রীতা ইন্দ্র, অর্পিতা ভৌমিক, মালিনী রায় ও রনিকা সিধু প্রমুখ পরিবেশ সুরক্ষা বিষয়ক সাংস্কৃতিক চর্চা বিকাশে উদ্যোগী হওয়ার শপথ বাক্য পাঠ করা হয়।

ভাষা দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন: আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে বাংলা ভাষাকে সম্মান জানিয়ে প্রেরণা সিউড়ি বীরভূমের উদ্যোগে আয়োজিত হল 'অমর একুশে'। শনিবার সন্ধ্যায় এক ঘরোয়া পরিবেশে মাতৃভাষা দিবসে গান আবৃত্তি পরিবেশন করলেন স্থানীয় শিল্পীরা।

আন্তর্জাতিক ভাষা দিবসে প্রথম ভাষাশহিদ কোন্নগরের শফিউর রহমান শহিদ হন। তাঁর শহিদ বেদিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানালেন কোন্নগর পুরসভার চেয়ারম্যান স্বপন দাস। ছবি বনস্পতি দে

ইন্ডিয়ান বৈংক Indian Bank
इलाहाबाद ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
৩য় এবং ৪র্থ তল
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস
কলকাতা - ৭০০০০১

পরিশিষ্ট ৪ রুল ৮(১)
দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত অফিসার ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে ০৭.০৫.২০২৪ তারিখে ঋণগ্রহীতা **১. শ্রীমতি নীতা জয়সওয়াল** স্বামী প্রয়াত রঞ্জিত জয়সওয়াল ঠিকানা ৩বি গুরু প্রসাদ চৌধুরী লেন, ঠনঠনিয়া কালী বাড়ি, পো - বিডনস্ট্রিট, থানা - আমর্হাস্ট স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০৬, **আরও ঠিকানা :** ফ্ল্যাট নং ৩সি, ৪র্থ তল, ব্লক "অর্চিড" "গৃহাঙ্গন অ্যাপার্টমেন্ট" চিনার পার্ক রোড, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং এএস/৩৭৫/ব্লক-বি/১২-১৩, আটঘড়া কলকাতা - ৭০০১৩৬ **২. শ্রীমতী আস্থা জয়সওয়াল** পিতা প্রয়াত রঞ্জিত জয়সওয়াল ঠিকানা ৩বি, গুরু প্রসাদ চৌধুরি লেন, ঠনঠনিয়া কালী বাড়ি, পো - আমর্হাস্ট স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০৬, **আরও ঠিকানা :** ফ্ল্যাট নং ৩সি, ৪র্থ তল, ব্লক "অর্চিড" "গৃহাঙ্গন অ্যাপার্টমেন্ট" চিনার পার্ক রোড, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং এএস/৩৭৫/ব্লক-বি/১২-১৩, আটঘড়া কলকাতা - ৭০০১৩৬ **৩. শ্রীমতী মুসকান জয়সওয়াল** পিতা প্রয়াত রঞ্জিত জয়সওয়াল ঠিকানা ৩বি, গুরু প্রসাদ চৌধুরি লেন, ঠনঠনিয়া কালী বাড়ি, পো - আমর্হাস্ট স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০৬, **আরও ঠিকানা :** ফ্ল্যাট নং ৩সি, ৪র্থ তল, ব্লক "অর্চিড" "গৃহাঙ্গন অ্যাপার্টমেন্ট" চিনার পার্ক রোড, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং এএস/৩৭৫/ব্লক-বি/১২-১৩, আটঘড়া কলকাতা - ৭০০১৩৬ **৪. শ্রী প্রথম জয়সওয়াল** পিতা প্রয়াত রঞ্জিত জয়সওয়াল ঠিকানা ৩বি, গুরু প্রসাদ চৌধুরি লেন, ঠনঠনিয়া কালী বাড়ি, পো - আমর্হাস্ট স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০৬, **আরও ঠিকানা :** ফ্ল্যাট নং ৩সি, ৪র্থ তল, ব্লক "অর্চিড" "গৃহাঙ্গন অ্যাপার্টমেন্ট" চিনার পার্ক রোড, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং এএস/৩৭৫/ব্লক-বি/১২-১৩, আটঘড়া কলকাতা - ৭০০১৩৬ সংশ্লিষ্ট লোন অ্যাকাউন্ট **বি কে পাল এভিনিউ শাখা** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৭৬২৬৮৮৬.০০ টাকা (ছিয়াত্তর লাখ ছাব্বিশ হাজার আটশ ছিয়াশি টাকা) ০৭.০৫.২০২৪ অনুযায়ী** নোটিশে পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন। ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক নিকট বকেয়া **৭৬২৬৮৮৬.০০ টাকা (ছিয়াত্তর লাখ ছাব্বিশ হাজার আটশ ছিয়াশি টাকা) ০৭.০৫.২০২৪ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, অন্যান্য চার্জ ব্যাঙ্কের নর্মস অনুযায়ী। এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা এবং রুল সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট মার্বেল মেঝে বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৩সি, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৫৬০ বর্গফুট কমবেশি উত্তর পশ্চিম দিকে, চারতলায় ব্লক অর্কিড, গৃহাঙ্গন অ্যাপার্টমেন্ট এবং মাঝারি মাপের সিমেন্টের মেঝে কার পার্কিং স্পেস একতলায় নবনির্মিত ভবনে চিনার পার্ক রোডে নির্মিত পুরসভা হোল্ডিং নং এএস/৩৭৫/ব্লক-বি/১২-১৩, আটঘড়া, কলকাতা- ৭০০১৩৬, জেএল নং ১০, আরএস নং ১৩৩, তৌজি নং ১৭২, ১ আরএস/এলআর দাগ নং ২১৪ এবং ২১৫, খতিয়ান নং ২২৫১, ২২৫৩, ২২৫৮, ২২৫৯, ২২৬২, ২২৭৯, ২২৬১, ২২৬৩, ২২৬৪, ২২৮১, ২২৯০, ২২৭১, ২২৬৭, ২২৫৫,২২৫৬,২২৬৬,২২৭৪,২২৭৫,২২৬৯,২২৫৪,২২৮২,২২৭৬,২২৭৭,২২৭৮, ২২৮৭, ২২৬৫, ২২৬০, ২২৬২, ২২৭০, ২২৮৫, ২২৮৬, ২২৮৭, ২২৮৯,২২৮০, ২২৭২, ২২৮৮, ২২৬৮,২২৭৩, ২২৮৪ এবং ২২৮৩ থানা রাজারহাট, এডিএসআর রাজারহাট , রাজারহাট গোপালপুর পুরসভার ওয়ার্ড নং ০৯ অধীন, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা এবং অবিভক্ত জমি সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ উল্লেখ্য হস্তান্তর রেজিস্ট্রিকৃত দলিল নং ১-১৯০৪১১৯৬০/২০১৭ তারিখ ০১.১২.২০১৭ সম্পত্তির রঞ্জিত জয়সওয়াল এবং শ্রীমতি নীতা জয়সওয়াল এর নামে। **ভবনের চৌহদ্দি : উত্তরে :** ১৫ ফুট চওড়া সংযুক্ত নিউ টাউনশিপ রোড (চিনার পার্ক) এর সঙ্গে। **দক্ষিণে :** আরএস দাগ নং ২১৩। **পূর্বে :** ১২ ফুট চওড়া রোড। **পশ্চিমে :** আরএস দাগ নং ১৩৪/৮৮৪।
****১৩(৪) অধীনে পূর্বে ইস্যুকৃত নোটিশ বাতিল গণ্য হবে।**

তারিখ : ১৯.০২.২০২৬, স্থান : কলকাতা — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

নির্বাচনী কোর কমিটির প্রথম বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন, মধ্যমগ্রাম: বারাসত সাংগঠনিক জেলার জন্য দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের করে দেওয়া নির্বাচনী কোর কমিটির প্রথম বৈঠক শনিবার অনুষ্ঠিত হল মধ্যমগ্রামে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে।

এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কনভেনর তথা খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ, কো-কনভেনর তথা বিধায়ক জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, কমিটির সদস্য তথা দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু, সাংসদ তথা বারাসত সাংগঠনিক জেলার সভাপতি ড. কাকলি ঘোষ দস্তিদার, বিধায়ক তথা সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী, বিধায়ক তাপস চ্যাটার্জি, বিনা মণ্ডল, রহিমা মণ্ডল, আনিসুর রহমান ওরফে বিদেশ, তাপস দাশগুপ্ত, সুনীল মুখার্জি-সহ বারাসত সাংগঠনিক জেলার সকল শাখা সংগঠনের সভাপতিরা। এদিনের বৈঠক প্রসঙ্গে রথীন ঘোষ জানান, 'নির্বাচন প্রক্রিয়াতে ইলেকট্রোরাল রোল নিয়ে নানা সমস্যা তৈরি হয়েছে।

ভাষাশহিদ সফিউর রহমানের জরাজীর্ণ বাড়ি

বনস্পতি দে ● হুগলি

বাড়ির দেওয়াল থেকে খসে পড়েছে পলেস্তারা। ছাদের ইট পর্যন্ত বেরিয়ে পড়েছে। বাগানে ডালপালা বিস্তার করেছে বাঁশঝাড়। জিটি রোড ধরে হুগলির কোন্নগর থেকে উত্তরপাড়ার দিকে যাওয়ার পথে চোখে পড়বে একটা পুরোনো জরাজীর্ণ বাড়ি। বাইরে ভগ্ন ইটের প্রাচীর। পাশেই রয়েছে দু'টি পুকুর। তাতে আগাছা জন্মেছে। অথচ, এই বাড়িটি এক সময় মানুষের ভিড়ে গমগম করত।

১৯১৮ সালের ২৪ জানুয়ারি এখানেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনের অমর শহিদ সফিউর রহমান। সেই ঐতিহাসিক বাড়ি অবহেলা ও অনাদরে এখন ধ্বংস হতে বসেছে। ইতিহাসবিদরা জানাচ্ছেন, কোন্নগরের এই বাড়িতেই যৌবনের অনেকটা সময় কাটিয়েছেন সফিউর রহমান। তাঁদের পূর্বপুরুষরা মোগল দরবারে হেকিমের কাজ করতেন। তারই পুরস্কার হিসেবে মোগলরা পরিবারটিকে ২০৯৮ বিঘা জমি দান করেছিল।

সেই সূত্রে সফিউরের পূর্বপুরুষ হেকিম আশাদুর রহমান পরিবার নিয়ে কোন্নগরে বসবাস শুরু করেন। বাড়ির নাম রাখা হয়, 'হেকিম সাহেবের বাড়ি।' ১৯৩৬ সালে কোন্নগর হাইস্কুল থেকে পাশ করার পরে সফিউর কলকাতার প্রেসিডেন্সি এবং পরে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। পাঁচ ভাই ও দুই বোনের মধ্যে সফিউর ছিলেন বড়। শান্ত স্বভাবের সফিউরকে অনেকে 'লালু' বলে ডাকতেন। বাবা মহবুবা রহমান ছিলেন আদালতের জুরি। দেশভাগের সময় পরিবারের সঙ্গে তিনি চলে যান পূর্ব পাকিস্তানে (অধুনা বাংলাদেশ)। পরবর্তীকালে তিনি ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। ভাষা আন্দোলন করতে গিয়ে ১৯৫২ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিতে শহিদের মৃত্যুবরণ করেন সফিউর।

পরিবারের লোকেদের আক্ষেপ, প্রতি বছর ভাষা দিবসে কোন্নগর শহরে সফিউরকে শ্রদ্ধা জানানো হলেও, তাঁর জন্মভিটে রক্ষার ব্যাপারে কেউ এখনও পর্যন্ত এগিয়ে আসেননি। সফিউরের খুড়তুতো ভাই আহাসানুর রহমান বলেন, 'শরিকি ঝামেলা থাকলেও আমরা ভাষা শহিদের জন্মভিটেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য লড়াই করছি। বাড়ি দখলের জন্য প্রোমোটার চক্র অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে। আমরা যদি সরকারি অনুদান পাই, তা হলে বাড়িটা সংস্কার করে রক্ষণাবেক্ষণ করব। বাড়িটা আমরা কোনও ভাবেই বিক্রি করব না।' তাঁর কাছ থেকেই জানা গেল, কোন্নগর পুরসভার উদ্যোগে কোন্নগর হাইস্কুলের সামনে জিটি রোডের ওপরে একটি স্মৃতিফলক বসানো হয়েছে কয়েক বছর আগে।

কোন্নগরের পুরপ্রধান স্বপন দাস বলেন, 'ভাষা শহিদের বাড়ি নিয়ে শরিকি দ্বন্দ্ব রয়েছে। তবুও, ওঁরা যদি আমাদের কাছে বাড়ি সংস্কারের আবেদন করেন, তা হলে পুরসভা সেটা বিবেচনা করবে।' ইতিহাসবিদ অনুপম মুখোপাধ্যায় বলেন, 'বাংলাদেশের সঙ্গে এই রাজ্যের নাড়ির যোগ রয়েছে। এখন আরও বেশি করে সময় এসেছে সফিউর রহমানকে নতুন করে স্মরণ করার। নতুন প্রজন্মের কাছে তাঁর লড়াই, তাঁর অবদানের কথা ছড়িয়ে দেওয়ার। আমি গর্বিত, এমন একজন মানুষ আমাদের রাজ্যে ছিলেন। আমি চাই, বাড়িটি অধিগ্রহণ করে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করুক সরকার।'

বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে **দিব্যেন্দু দে** কে ই সি প্রদান করেছে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট এনভায়রনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট অথারিটি তার কট্সিমূল বালি খাদানটির জন্য, যার উৎপাদন ক্ষমতা প্রথম বছরে ৫৪৫২৯.৬ কিউবিক মিটার এবং দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম বছর অবধি ৪১৪৪২.৪৯৬ কিউবিক মিটার প্রতি বছর। তার বালি খাদানটি কট্সিমূল, থানা- মাধবদিহী, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত।। ই সি সূচক নম্বরটি হল- EC25C0107WB5446017N, তারিখ -22.12.2025.পরিবেশগত ছাড়পত্র টি পরিবেশ পোর্টালে প্রাপ্তিসাধ্য।

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI Relationship beyond banking

বর্ধমান জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর -২এ, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ফোন নং - ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট ৪ [দ্রষ্টব্য রুল-৮(১)]

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া,** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন ২০০২ এর ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **২৭.১১.২০২৫ তারিখে** ঋণগ্রহীতা **শ্রী মহ. এখলাক** এবং সহ ঋণগ্রহীতা **শ্রীমতী তমান্না পারভীন** কে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **২৮,১৯,৬০১.০৯ টাকা (আঠাশ লাখ উনিশ হাজার ছশো এক টাকা এবং নয় পয়সা) টাকা** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণকে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন **২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া,** নিকট বকেয়া পরিমাণ **২৮,১৯,৬০১.০৯ টাকা** এবং পরবর্তী সুদ সহ।
এবং পরবর্তী সুদ সহ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি অবস্থিত জেলা পশ্চিম বর্ধমান, থানা হীরাপুর, মহকুমা এবং এডিএসআর অফিস : আসানসোল ,মৌজা : নরসিংহবাঁধ, জেএল নং ২১, কতিয়ান নং ৩১৮৯, জের ৩১২০, প্লট নং ৪৭৩২ পরিমাপ ১ কাঠা ৮ ছটাক। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : ১৩ ফুট চওড়া রোড। দক্ষিণে : ৪৭৩১ প্লট। পূর্বে : ১০ ফুট চওড়া রোড। পশ্চিমে : দাতার জমি।

তারিখ- ২০.০২.২০২৬
স্থান - আসানসোল
অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া

ভুট্টা চাষে আগ্রহী বালুরঘাটের কৃষকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: দক্ষিণ দিনাজপুরের কৃষি মানচিত্রে এক নিঃশব্দ বিপ্লব ঘটে চলেছে। দীর্ঘকাল ধরে আমন ধান আর সরষের ওপর নির্ভরশীল জেলার চাষিরা এখন ক্রমেই ঝুঁকে পড়ছেন ভুট্টা চাষের দিকে। প্রতিকূল আবহাওয়া এবং ধান কাটার সময় পিছিয়ে যাওয়ায় প্রথাগত চাষে যে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল, তার মোকাবিলা করতেই বিকল্প হিসেবে ভুট্টাকে বেছে নিয়েছেন তারা। আর এই বদলই এখন কৃষকদের ঘরে এনে দিচ্ছে নিশ্চিত মুনাফা।

জেলা কৃষি দপ্তরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, প্রতি বছর দক্ষিণ দিনাজপুরে প্রায় ১ লক্ষ ৯০ হাজার হেক্টর জমিতে আমন ধান, ৮০ হাজার হেক্টরে বোরো ধান এবং ৬৬ হাজার হেক্টর জমিতে সরষের চাষ হয়। কিন্তু ২০২৫ সালের নভেম্বরে প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে ধান কাটতে দেরি হওয়ায় সরষে বোনার উপযুক্ত সময় পেরিয়ে যায়। এই সংকটময় মুহূর্তে সময় ও শ্রম বাঁচাতে চাষিরা সরষের বদলে ভুট্টা চাষের সিদ্ধান্ত নেন। কৃষি কর্মকর্তাদের মতে, প্রতি বিঘা জমিতে প্রায় ১৪ থেকে ১৫ কুইন্টাল ভুট্টা উৎপাদন সম্ভব। সব খরচ বাদ দিয়ে বিঘা প্রতি প্রায় ৬,০০০ থেকে ৭,০০০ টাকা পর্যন্ত নিট মুনাফা থাকছে চাষিদের। হাইব্রিড বীজের ব্যবহার এবং আধুনিক যন্ত্রপাতির প্রয়োগের ফলে একদিকে যেমন ফলন বেড়েছে, অন্যদিকে কমেছে শ্রমিকের ওপর নির্ভরশীলতা। এ বিষয়ে বালুরঘাট ব্লক সহ-কৃষি অধিকর্তা তনয় সাহা জানান, 'আমরা দীর্ঘ দিন ধরেই কৃষকদের ভুট্টা চাষে উৎসাহিত করে আসছিলাম। এ বছর ধান কাটার বিলম্ব কৃষকদের সামনে সেই সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। এখন ভালো রিটার্ন পাওয়ায় চাষিদের মধ্যে ভুট্টা চাষ নিয়ে ব্যাপক উৎসাহ দেখা যাচ্ছে।'

SBI
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, এইচএলসি বিধাননগর, কোড নং ১৫৩৪২
জোনাল অফিস বিল্ডিং (৫ম তল), ১/১৬, ভি.আই.পি. রোড,
কলকাতা - ৭০০০৫৪

ভেহিকেল নিলাম নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম দেবস্মিতা চক্রবর্তী, ই-মেইল আইডি sbi.15342@sbi.co.in, মোবাইল নং ৮০০১৯৫৬৭৮১

অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২৫.০৩.২০২৬
নিলামের সময় : সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৪.০০ টা পর্যন্ত প্রতিটি দরের জন্য ১০ মিনিটের সীমাহীন বর্ধিতকরণ সহ।
পরিদর্শনের তারিখ : ১৮.০৩.২০২৬

এতদ্বারা জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদারদের (গণ) বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/বন্ধক/চার্জ করা নীচে বর্ণিত অস্থাবর সম্পত্তি। স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত কর্মকর্তা (সুরক্ষিত পাওনাদার) যেটির প্রকৃত দখল নিয়েছেন তা **২৫.০৩.২০২৬ তারিখে "যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেমন অবস্থায় আছে"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।

ঋণগ্রহীতা এবং গাড়ির বিবরণ
অভিষেক দত্ত, এ/সি নং ৪২১৪৯৯৩৭১১২। বকেয়া পরিমাণ **১১,৮২,০৪৫.০০ টাকা ১০.০২.২০২৬ অনুযায়ী** সুদ সহ। সংরক্ষিত মূল্য ২,৯০, ০০০.০০ **টাকা,** বায়না জমা (ইএমডি) **২৯,০০০.০০ টাকা** এবং বর্ধিত মূল্য ১০,০০০.০০ **টাকা।**
গাড়ির বিবরণ : HYUNDAI MOTOR INDIA LTD/CRETA 1.5 MPI MT SX BS VI, REGN No. **WB02AU2939** REGN. তারিখ ২১.০৮.২০২৩, চ্যাসিস নং. **MALPCB12LPM539006** ইঞ্জিন নং **G4FLPB259530,** তৈরির সময় : ২০২৩

ক) বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট **www.sbi.co.in** এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য তৈরি করা নির্দিষ্ট লিঙ্কটি দেখুন **https//BAANKNET.com**
খ) আগ্রহী দরদাতাদের নিলামের তারিখের অনেক আগে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে রক্ষিত তাদের দরদাতার অ্যাকাউন্টে তৈরি চালানের মাধ্যমে তাদের ইএমডি পরিমাণ স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের অনেক আগে **NEFT/RTGS** স্থানান্তরের মাধ্যমে। যেকোনো প্রশ্নের জন্য দয়া করে **support.baanknet@psballiance.com**-এ যোগাযোগ করুন।

তারিখ : ২২.০২.২০২৬
স্থান : বিধাননগর
অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই, এইচএলসি বিধাননগর

টাকার বিনিময়ে ভোটার তালিকায় নাম, বিএলওর অডিও ক্লিপিং ঘিরে বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা: ভোটার তালিকায় নাম তুলে দেওয়া হবে টাকার বিনিময়ে বিএলওর অডিও ক্লিপিং ফিরে বিতর্ক, অভিযোগ দায়ের নির্বাচন কমিশনে। পঞ্চাশ হাজার টাকার বিনিময়ে পাঁচটি ভোট ভোটার তালিকায় নাম তুলে দেওয়া হবে ভাইরাল অডিও ঘিয়ে চাঞ্চল্য বাগদায় বিএলওর সঙ্গে সাধারণ ভোটারের কথোপকথন এটা দাবি করে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানালেন বাগদার প্রাক্তন বিধায়ক দুলাল বর। অভিযোগ অস্বীকার বিএলওর।

সম্প্রতি উত্তর ২৪ পরগনার বাগদায় একটা অডিও ভাইরাল হয়েছে। সেখানে দুই ব্যাক্তি কথপোকথনে শোনা যাচ্ছে পাঁচটি ভোট বাঁচাতে ৫০ হাজার টাকা দিতে হবে। ভাইরাল অডিওর সূত্র ধরে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ দায়ের করলেন বাগদার প্রাক্তন বিধায়ক দুলাল বর। দুলালের দাবি, বয়রা গ্রাম পঞ্চায়েতের নোপাড়া গ্রামের ১২০ নম্বর বুথের বিএলও চন্দ্রকান্ত মণ্ডল বেআইনি ভাবে এক বাংলাদেশি পরিবারের পাঁচ সদস্যের নাম ভোটার তালিকায় তোলার চেষ্টা করেছেন। অভিযোগ এই কাজের জন্য প্রতি ভোটার পিছু ১০ হাজার টাকা করে মোট ৫০ হাজার টাকা দাবি করা হয়েছে।

দুলাল বরের অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন অভিযুক্ত বিএলও চন্দ্রকান্ত মণ্ডল। তিনি বলেন, 'এরকম ধরনের কাজ হয়নি। কোথায় অডিও পেয়েছেন জানি না। এখন এআইয়ের যুগে অনেক কিছু হতে পারে। এটা আমার কোনও বিষয় নয়। যাদের তদন্ত করার দায়িত্ব তারা করবে। এই বিষয়ে বাগদার বিডিও অখিল মণ্ডল জানিয়েছেন, 'আমার কাছে এই ধরনের কোনও অভিযোগ আসেনি। অভিযোগ এলে খতিয়ে দেখা হবে। দশ হাজার টাকার বিনিময়ে ভোটার লিস্টে নাম তোলার প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন এখনও পর্যন্ত জানা নেই অভিযোগ এলে দেখা হবে। এই বিষয়ে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি পরিতোষ সাহা বলেন, বিজেপি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ করছে। সাধারণ মানুষের ভোট কাটতে চাইছে। যে কোনও ভাবে ক্ষমতায় আসতে চাইছে। প্রশাসনের কাছে অভিযোগ করেছে প্রশাসন এখন বিষয়টি দেখবে।

আটক ২টি বালিবোঝাই ট্রাক্টর, ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: সীমান্তবর্তী এলাকায় বেআইনি বালি পাচার রুখতে কড়া নজরদারি চালাচ্ছে পুলিশ। পরিবেশ ও সরকারি রাজস্ব রক্ষায় একাধিক স্থানে বাড়ানো হয়েছে নাকা চেকিং। সেই তৎপরতার জেরেই বড় সাফল্য পেল ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ। শনিবার সকালে জামবনি ব্লকের চিঙ্কিগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের হিজলি এলাকায় ভিনরাজ্য ঝাড়খণ্ড থেকে অবৈধ ভাবে বালি আনা দু'টি ট্রাক্টর আটক করা হয়। অভিযানে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ট্রাক্টরের দুই চালককে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালানো হয়। তল্লাশি চালিয়ে দেখা যায়, আটক ট্রাক্টর দু'টির কাছে বালি তোলার কোনও বৈধ অনুমতিপত্র বা চালান (সিও) ছিল না। তাই ট্রাক্টর দু'টি বাজেয়াপ্ত করা হয়। ধৃতদের নাম আদিত্য নায়েক ও রূপেন বেহারা। তাদের বাড়ি ঝাড়খণ্ডের বহড়াগোড়া থানার মধুয়াবেড়া গ্রামে। পরে তাদের ঝাড়গ্রাম জেলা আদালতে পেশ করা হলে মহামান্য বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

এই প্রসঙ্গে ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপারেশন) গুলাম সারোয়ার জানান, অবৈধ বালি পাচারের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রয়েছে। ভিনরাজ্যের সঙ্গে সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে নিয়মিত নাকা চেকিং চালানো হচ্ছে এবং বিশেষ নজরদারি রাখা হয়েছে। তিনি আরও জানান, আটক দু'টি বালিবোঝাই ট্রাক্টরের বালি তোলার বৈধ নথি না থাকায় সেগুলো বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে এবং দুই চালকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। পুলিশ আশা করছে, আগামী দিনে এ ধরনের অভিযান আরও জোরদার করা হবে। পুলিশের এই উদ্যোগে খুশি এলাকার মানুষজন।

বেআইনি মাটির গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু, প্রতিবাদে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মাটিয়া: বেআইনি মাটির গাড়ির ধাক্কায় রাতের বেলায় মৃত্যু হয়েছে দুই জনের। সেই মৃত্যু ঘিরে উত্তেজনা, রাস্তায় আগুন ধরিয়ে বিক্ষোভ। ঘটনাটি ঘটেছে বসিরহাট মহকুমার মাটিয়া থানার খোলাপোতা-মালঞ্চ রোডের রাজাপুর এলাকায়। এলাকার উত্তেজিত মানুষ আগুন জ্বালিয়ে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে । শুক্রবার রাতে এই এলাকা দিয়ে বেপরোয়া মাটির গাড়ি দুই ব্যক্তিকে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই শামিম মণ্ডল (১৮) নামে একজনের মৃত্যু হয়, আরেকজন বছর ২০ পার্থ দাসকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় বসিরহাট মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে তারও মৃত্যু হয়।

শুরু এমপি কাপ ফুটবল

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসত: শুরু হল 'এমপি কাপ বারাসত ২০২৬' নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্ট। বারাসতের সাংসদ ড. কাকলি ঘোষ দস্তিদারের উদ্যোগ, বারাসত পুরসভা ও বারাসত ক্লাব সমন্বয় কমিটির সহযোগিতায় দু'দিনব্যাপী এই ফুটবল খেলার উদ্বোধন করেন পুরসভার উপ পুরপ্রধান তাপস দাশগুপ্ত, পুরপিতা চম্পক দাস, অভিজিৎ নাগ চৌধুরী, পান্নালাল বসু, অরুণ ভৌমিক, সমীর তালুকদার, বারাসত সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি সোহম পাল সহ অন্যান্যরা। শনিবার ও রবিবার দু'দিন ধরে বারাসত বিদ্যাসাগর ক্রীড়াঙ্গনে চলবে এই ফুটবল প্রতিযোগিতা। বারাসতের প্রথম সারির ৮টি ফুটবল খেলা ক্লাব এই খেলায় অংশগ্রহণ করেছে।

ছেলেধরা সন্দেহে মারধরে ২ জনকে যাবজ্জীবন, ২৩ জনের ৭ বছর সাজা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: গাড়িতে আগুন দিয়ে পুরিয়ে মারার চেষ্টার অভিযোগকে ঘিরে রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে এলাকা। হুগলি জেলা গ্রামীণ অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কল্যাণ সরকার জানান, ২০১৭ সালের ২১ জানুয়ারি বলাগড়ের আসানপুর গ্রামে কল্যাণীর এক অধ্যাপকের স্ত্রী, তাঁর মেয়ে ও তাঁদের গাড়ির চালককে নিয়ে পরিচারিকার খোঁজে যান। সেখানে তাদের ছেলে ধরা সন্দেহে মারধর করে স্থানীয় বাসিন্দারা।

বলাগড়ে ছেলে ধড়া সন্দেহে মারধর, পুড়িয়ে খুনের চেষ্টা, পুলিশের ওপর আক্রমণ-সহ একাধিক অভিযোগে দোষী ২৫ জনের মধ্যে ২জনকে যাবজ্জীবন ও বাকি ২৩ জনের ৭ বছর সাজা ঘোষণা করল চুঁচুড়া আদালতের ফাস্ট ট্রাক কোর্ট। চুঁচুড়া আদালতের সরকারি আইনজীবী জানালেন, এই সাজা সমাজের কাছে একটি নতুন বার্তা দেবে। কামারকুণ্ডুতে হুগলি গ্রামীণ পুলিশের এসপি অফিসে সাংবাদিক বৈঠক করেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কল্যাণ সরকার ও সরকারি আইনজীবী শঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায়।

হুগলি জেলা গ্রামীণ অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কল্যাণ সরকার জানান, ২০১৭ সালের ২১শে জানুয়ারি বলাগড়ের আসানপুর গ্রামে কল্যাণীর এক অধ্যাপকের স্ত্রী, তাঁর মেয়ে ও তাঁদের গাড়ির চালককে নিয়ে পরিচারিকার খোঁজে যান। সেখানে তাদের ছেলে ধরা সন্দেহে মারধর করে স্থানীয় বাসিন্দারা। গাড়িতে আগুন দিয়ে পুরিয়ে মারার চেষ্টার অভিযোগকে ঘিরে রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে এলাকা। পুলিশ উদ্ধারে গেলে তারাও হামলার মুখে পড়ে। তিরবিদ্ধ হন এক সিভিক ভলেন্টিয়র। আহত হন ১১ জন পুলিশ কর্মী। ঘটনায় দ্রুততার সঙ্গে পুলিশ এফআইআর দাখিল করে তদন্ত শুরু করে। এবং ৯ বছরের মাথায় তাদের সাজা ঘোষণা করে করে রায় ঘোষণা করে আদালত।

মুখ্য সরকারি আইনজীবী শঙ্কর বলেন, আইপিসি ৩০৭, ৩৩৩,১৪৯,৩২৬,৪৩৫, সহ একাধিক ধারায় অভিযুক্ত গোপাল রায় ও পূর্ণিমা মালিককে যাবজ্জীবন সাজা ঘোষণা করেছেন বিচারক। বাকি ২৩ জন অভিযুক্তকে সাত বছর জেলের সাজা দিয়েছে আদালত। এই মামলায় ২৭জন সাক্ষী দেয়। সরকারি আইনজীবী আরও জানান, প্রশাসনের এটা একটা বিরাট জয়।

ঝাড়গ্রামে কমিউনিটি হল নির্মাণে অনিয়মের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: ঝাড়গ্রামের ছাতিনাশোলে ব্লক অফিস চত্বরে কমিউনিটি হল নির্মাণে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার ও অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে।

নির্মাণকারী ঠিকাদারের বিরুদ্ধে আদিবাসীদের সমাজ সংগঠন ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহলের পক্ষ থেকে তদন্তের দাবি জানানো হয়েছে। কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয়ে গোপীবল্লভপুর এক নং ব্লকের ছাতিনাশোলে ব্লক অফিস চত্বরে একটি কমিউনিটি হল তৈরি করা হচ্ছে। সেই নির্মাণকাজ ঘিরেই উঠেছে গুরুতর অনিয়মের অভিযোগ। অভিযোগ, নিম্নমানের ইট, সিমেন্ট ও অন্যান্য নির্মাণ সামগ্রী দিয়ে কমিউনিটি হল নির্মাণ করা হচ্ছে। সেইসঙ্গে বিপুল পরিমাণ সরকারি অর্থ আত্মসাৎ করা হয়েছে বলেও দাবি উঠেছে।

আদিবাসীদের সংগঠন ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নির্মাণকাজের গুণমান অত্যন্ত খারাপ এবং নির্ধারিত মান বজায় রাখা হচ্ছে না। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এ বিষয়ে গোপীবল্লভপুর ১ ব্লকের ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক প্রসূন কুমার প্রামানিক জানান, সংশ্লিষ্ট প্রকল্প তাঁদের দপ্তরের মাধ্যমে সরাসরি নির্মিত হচ্ছে না। তবে অভিযোগ পাওয়া গেছে এবং বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।

অন্যদিকে ঝাড়গ্রাম জেলা পরিষদের সভাধিপতি চিন্ময়ী মারান্ডি বলেন, অভিযোগের বিষয়টি তাঁর নজরে এসেছে এবং তিনি ইতিমধ্যেই খোঁজ নেওয়া শুরু করেছেন। কোনও ধরনের দুর্নীতি বরদাস্ত করা হবে না বলে তিনি স্পষ্ট করেন। অভিযোগ রয়েছে, যে ঠিকাদার সংস্থা টেন্ডার পেয়েছিল তারা নিজেরা কাজ না করে অন্য একটি সংস্থাকে দিয়ে কাজ করাচ্ছে। ফলে নির্মাণের মান ও স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। যদিও অভিযুক্ত সংস্থার পক্ষ থেকে এ বিষয়ে প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করা হয়নি।এদিকে সংগঠনের প্রতিনিধি ঢাঙ্গা হাঁসদা সংবাদমাধ্যমের সামনে দাবি করেন, নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে কাজ হচ্ছে। বিষয়টির নিরপেক্ষ তদন্ত না হলে তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটবেন। এ বিষয়ে কত টাকার কাজ হচ্ছে অন্যান্য নথি দেখতে চাওয়ায় সেই সমস্ত কাগজপত্র কেউ দেখাচ্ছে না।

আমতা কোর্টে ভার্চুয়াল শুনানি শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন, আমতা: আমতা কোর্টের মুকুটে নতুন পালক। শনিবার থেকে শুরু হল ভার্চুয়াল শুনানী প্রক্রিয়া। আর এর ফলে একদিকে যেমন বিচার প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করা সম্ভব হবে তেমনই বিচার পাওয়া সহজ হবে বিচার প্রার্থীদের। হাওড়ার আমতা, উদয়নারায়ণ পুর, পেঁড়ো ,জয়পুর জয়পুর থানা এলাকা মূলত কৃষিনির্ভর। এই থানা এলাকার বিচার প্রক্রিয়া চলে আমতা দেওয়ানী ও ফৌজদারি আদালতে। এতদিন ধরে এই আদালতের বিচার প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে দূরে থাকা সাক্ষীদের আসা-যাওয়ার সমস্যা এবং উপস্থিতির ক্ষেত্রে একটা বড়সড় ফাঁক থেকে যেত। ফলে দীর্ঘায়িত হত বিচার প্রক্রিয়া। অবশেষে আমতা আদালতে শনিবার থেকে ভার্চুয়াল শুনানি শুরু হল। প্রথম দিনেই উদয়নারায়ণপুর থানা এলাকার একটি অগ্নিদগ্ধ হওয়ার মামলায় ভার্চুয়াল শুনানিতে অংশ নিলেন কর্মস্থল থেকে প্রায় ১০০ কিলোমিটার দূরে থাকা এক চিকিৎসক। যিনি এই কেসের অন্যতম সাক্ষী।

ইন্ডিয়ান বৈঁক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট শাখা
বি-৮/৩৫, (সিএ), আইটিআই মোড়, ঘোষপাড়া, কল্যাণী
পো - কল্যাণী, জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১২৩৫
পশ্চিমবঙ্গ

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় নোটিশ

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) এবং ৯(১)]

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারদের কাছে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক দেওয়া/চার্জ করা নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি, যার **প্রতীকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাংক, কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট শাখার (সুরক্ষিত পাওনাদার)** অনুমোদিত কর্মকর্তা কর্তৃক **১১.০৩.২০২৬ তারিখে "যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেমন অবস্থায় আছে"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে, **২১,৩৯,৩১৪.০০ টাকা** (একুশ লাখ উনচল্লিশ হাজার তিনশ চোদ্দ টাকা) (বিবি ১৫,৬২,৯৯৯.০০ টাকা এবং এমএলই +এমওএক্স +এমওআই ৫,৭৬,৩১৫.০০ টাকা) **১৩.০১.২০২৬ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ সহ **ইন্ডিয়ান ব্যাংক, কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট শাখার (সুরক্ষিত পাওনাদার) ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা - প্রবীর মন্ডল,** পিতা পতিত পাবন মন্ডল, ওয়ার্ড নং ২০, ঈশ্বর গুপ্ত লেনের নিকট, রথতলা হাইওয়ে, গ্রাম - কাঁচড়াপাড়া, বুদ্ধপার্ক, কল্যাণী, পিন - ৭৪১২৩৫ কাছ থেকে আদায় করা হবে।
ই-নিলাম মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ের জন্য আনার উদ্দেশ্যে সম্পত্তির সুনির্দিষ্ট বিবরণ নীচে তালিকাভুক্ত করা হল

ক্র. নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	**ক) ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা : প্রবীর মন্ডল** পিতা পতিত পাবন মন্ডল, ওয়ার্ড নং ২০, ঈশ্বর গুপ্ত লেন এর নিকট, রথতলা হাইওয়ে, গ্রাম -কাঁচড়াপাড়া, বুদ্ধপার্ক, কল্যাণী, পিন - ৭৪১২৩৫। **জামিনদাতাগণ :** **১. চৈতালী মন্ডল,** স্বামী প্রবীর মন্ডল, গ্রাম -কাঁচড়াপাড়া, রথতলা হাইওয়ে, ঘোষ মিস্টান্ন ভান্ডারের নিকট, নদিয়া, পিন - ৭৪১২৩৫। **২) শ্রী আসরফ রহমান শেখ,** ৫৪, উত্তর পাল্লাদহ, নৈহাটি, কানপা চাকলা, পো কাটাগঞ্জ, থানা -বীজপুর, উত্তর ২৪ পরগনা,পিন ৭৪১২৫০। **খ) কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট শাখা**	বসবাসের ফ্ল্যাট ৫মতলে, জি-৪ তলা ভবনে নাম চৈতালী কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, ফ্ল্যাট নং ই-০৪, পরিমাপ আনুমানিক কমবেশি ৮৭৬.০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া, ২ বেড রুম, এক কিচেন, এক হল তথা ডাইনিং রুম, ২ টয়লেট, প্রিভি এবং এক ব্যালকনি এবং এক গ্যারাজ নং এ-৫, একতলায় পরিমাপ কমবেশি ২৫০ বর্গফুট , গ্রাম -কাঁচড়াপাড়া, রথতলা, কল্যাণী হাইওয়ে, থানা - কল্যাণী, কাঁচড়াপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা-নদিয়া, পব, **সম্পত্তি প্রবীর মন্ডল এর নামে। সমুদয় ভবন এবং ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি :** উত্তরে : অন্যান্যর জমির প্লট। দক্ষিণে : উত্তম কুমার পালের প্লট। পূর্বে : পঞ্চায়েত রোড। পশ্চিমে : ৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ। **ই-০৪ ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি :** উত্তরে খোলা জায়গা। দক্ষিণে : অন্যান্যর ফ্ল্যাট। পূর্বে : খোলা জায়গা। পশ্চিমে : সাধারণ করিডর এবং সিঁড়ি।	**২১,৩৯,৩১৪.০০ টাকা** (একুশ লাখ উনচল্লিশ হাজার তিনশ চোদ্দ টাকা) (বিবি ১৫,৬২,৯৯৯.০০ টাকা এবং এমএলই +এমওএক্স +এমওআই ৫,৭৬,৩১৫.০০ টাকা) **১৩.০১.২০২৬ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ সহ	**ক) ১০,২৫,০০০.০০ টাকা (*)** (দশ লাখ পঁচিশ হাজার টাকা) **খ) ১,০২,৫০০.০০ টাকা** (এক লাখ দুই হাজার পাঁচশ টাকা) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা) **ঘ) IDIB11662017205** **ঙ) ব্যাঙ্কের জানা নেই** **চ) প্রতীকী দখলীকৃত**

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১১.০৩.২০২৬ সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়ান্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **https://baanknet.com** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ ইমেল আইডি : support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পলাইন নম্বরে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য মেল করুন **support.BAANKNET@psballiance.com**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০**-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ - ২১.০২.২০২৬
স্থান : কল্যাণী

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান বৈঁক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪ নং ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৩য় এবং ৪র্থ তল, কলকাতা
পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারদের কাছে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক দেওয়া/চার্জ করা নিচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি, যার **স্বত্ব দখল** ইন্ডিয়ান ব্যাংকের অনুমোদিত কর্মকর্তা, সুরক্ষিত পাওনাদার কর্তৃক গৃহীত হয়েছে, **১৮.০৩.২০২৬ তারিখে সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত "যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেমন অবস্থায় আছে"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে, প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে উল্লেখিত পরিমাণ পুনরুদ্ধারের জন্য, যা ইন্ডিয়ান ব্যাংক, সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বকেয়া। ই-নিলাম মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ের জন্য আনার উদ্দেশ্যে সম্পত্তির সুনির্দিষ্ট বিবরণ নীচে তালিকাভুক্ত করা হল :

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার নাম অ্যাকাউন্ট নাম্বার এবং শাখা	সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দখলের ধরন খ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা গ) সংরক্ষিত মূল্য ঘ) ইএমডি পরিমাণ ঙ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ চ) সম্পত্তির আইডি ছ) বকেয়া পরিমাণ
১.	**১. মেসার্স পাল টেক্সটাইল** (স্বত্বা : শ্রীমতি ব্রততী পাল, স্বামী শ্রী কুন্তল পাল), ঠিকানা : ৬৪, শিবপদ পল্লি বেলঘড়িয়া,ওয়ার্ড নং ১১, কলকাতা-৭০০০৫৭। **২. মেসার্স পাল টেক্সটাইল** (স্বত্বা : শ্রীমতি ব্রততী পাল, স্বামী শ্রী কুন্তল পাল) ঠিকানা : একতলা, প্রেমিসেস নং ৫, মহাজাতি নগর, ওয়ার্ড নং ০৯, কলকাতা - ৭০০১০৯। **৩. শ্রীমতি ব্রততী পাল** (স্বত্বাধিকারী : মেসার্স পাল টেক্সটাইল) ঠিকানা : ৬৪, শিবপদ পল্লি বেলঘড়িয়া,ওয়ার্ড নং ১১, কলকাতা- ৭০০০৫৭। আরও ঠিকানা : একতলা, প্রেমিসেস নং ৫, মহাজাতি নগর, ওয়ার্ড নং ০৯, কলকাতা - ৭০০১০৯। **অ্যাকাউন্ট নং : ৫০৪২৭৪০০৭৫২। শাখা : পাইকপাড়া।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক বাণিজ্যিক গুদাম একতলায় পরিমাপ ঢাকা এরিয়া ৩২০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৪০০ বর্গফুট ওয়ার্ড নং ৯, হোল্ডিং নং ৩৪, প্রেমিসেস নং ৫, মহাজাতি নগর, এডিএসআরও সোদপুর অধিক্ষেত্রে, থানা : খড়দহ, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, **চৌহদ্দি : উত্তরে** পি বিশ্বাসের সম্পত্তি। **দক্ষিণে :** করুণা দে এর সম্পত্তি। **পূর্বে :** ১২ ফুট চওড়া রোড। **পশ্চিমে :** এস চট্টোপাধ্যায়ের সম্পত্তি।	**ক) স্বত্ব দখলীকৃত** **খ) জানা নেই** **গ) ৯,০০,০০০.০০ টাকা** **ঘ) ৯০,০০০.০০ টাকা** **ঙ) ১০,০০০.০০ টাকা** **চ) IDIB50427400752B** **ছ) ৯৮,৪৯,৪৫৯.৮৬ টাকা** (আটানব্বই লাখ উনপঞ্চাশ হাজার চারশ উনষাট টাকা এবং ছিয়াশি পয়সা) পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ সহ। দাবি নোটিশ তারিখ ১৬.১১.২০১৮ অনুযায়ী ঋণগ্রহীতাগণ আদায় দিতে ব্যর্থ হয়েছেন।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০৫.০৩.২০২৬ থেকে ১৭.০৩.২০২৬ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১৮.০৩.২০২৬, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়ান্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **https://baanknet.com** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ ইমেল আইডি : support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পলাইন নম্বরে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য মেল করুন **support.BAANKNET@psballiance.com**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০**-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

যোগাযোগের বিস্তারিত : ৭০০৩৩ ১৫২২৩

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ - ২১.০২.২০২৬ স্থান- কলকাতা

স্বা/- অনুমোদিত অফিসার,ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান বৈঁক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪ নং ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৩য় এবং ৪র্থ তল, কলকাতা
পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারদের কাছে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক দেওয়া/চার্জ করা নিচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি, যার **স্বত্ব দখল** ইন্ডিয়ান ব্যাংকের অনুমোদিত কর্মকর্তা, সুরক্ষিত পাওনাদার কর্তৃক গৃহীত হয়েছে, **১৭.০৩.২০২৬ তারিখে সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত "যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেমন অবস্থায় আছে"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে, প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে উল্লেখিত পরিমাণ পুনরুদ্ধারের জন্য, যা ইন্ডিয়ান ব্যাংক, সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বকেয়া। ই-নিলাম মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ের জন্য আনার উদ্দেশ্যে সম্পত্তির সুনির্দিষ্ট বিবরণ নীচে তালিকাভুক্ত করা হল :

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার নাম অ্যাকাউন্ট নাম্বার এবং শাখা	সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দখলের ধরন খ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা গ) সংরক্ষিত মূল্য ঘ) ইএমডি পরিমাণ ঙ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ চ) সম্পত্তির আইডি ছ) বকেয়া পরিমাণ
১.	**মেসার্স শর্মা এন্টারপ্রাইজ,** শ্রী নির্মল শর্মা (স্বত্বাধিকারী), ঠিকানা : ২৪/৬, শ্রীগোপাল মল্লিক রোড, কলকাতা -৭০০০৫৭, **শ্রী নির্মল শর্মা** (স্বত্বাধিকারী,জামিনদাতা, বন্ধকদাতা) ঠিকানা : ২৪/৬, শ্রীগোপাল মল্লিক রোড, কলকাতা -৭০০০৫৭ , **শ্রীমতি শেফালী শর্মা,** (জামিনদাতা, বন্ধকদাতা), ঠিকানা : ২৪/৬, শ্রী গোপাল মল্লিক রোড, কলকাতা -৭০০০৫৭ । **অ্যাকাউন্ট নং : ৫০৪৩৯৪১৫৯৫৯।** **শাখা : পাইকপাড়া।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক দোকান ঘর নং ৯ একতলায় উত্তর দিকে পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১০০ বর্গফুট কমবেশি এবং সকলের ব্যবহারের অংশ অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ স্বার্থ সুবিধা বৈদ্যুতিক ফিটিং জমি এরিয়া ৯ কাঠা ৬ ছটাক ৩৯ বর্গফুট কমবেশি অবস্থিত মৌজা- বেলঘড়িয়া, থানা - বেলঘড়িয়া, জেএল নং ৩, আরএস নং ১৭, তৌজি নং ১৭২,পুরসভা ওয়ার্ড নং ১৪, অংশ পুরসভা হোল্ডিং নং ১২, বি টি রোড, প্রেমিসেস নং ১২, বিটি রোড, খতিয়ান নং ২৩৯৩, এবং ৬১০, দাগ নং ৪৯, ৫১, ৫০, ৪১, ৪০, ৪৮ এবং ৬১, কামারহাটি পুরসভা অধীন, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, সম্পত্তি শ্রীমতি শেফালী শর্মা, ২৪/৬, শ্রী গোপাল মল্লিক রোড, কলকাতা -৭০০০৫৬ এর নামে। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** অংশত প্রেমিসেস নং ১৫ এবং প্রেমিসেস নং ৫, বি টি রোড, **দক্ষিণে :** সাধারণ চলার পথ এবং পেট্রোল পাম্প। **পূর্বে :** অধীর চন্দ্র দাসের অবশিষ্ট জমির অংশ। **পশ্চিমে :** বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ উত্তর মুখী দোকান ঘর (ভেতরের অংশ) নং ১১ একতলায় মোট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১০০ বর্গফুট আনুমানিক, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ স্বার্থ সুবিধা ভোগ দখলের অধিকার সহ জমির পরিমাপ ৯ কাঠা ৬ ছটাক ৩৯ বর্গফুট কমবেশি অবস্থিত মৌজা - এবং থানা : বেলঘড়িয়া, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, জেএল নং ৩, আরএস নং ১৭, তৌজি নং ১৭২, অংশ দাগ নং ৪৯, ৫১, ৫০, ৪১, ৪০, ৪৮ এবং ৬১, খতিয়ান নং ২৩৯৩ এবং ৬১০,ওয়ার্ড নং ১৪,হোল্ডিং নং ১২, বি টি রোড, কলকাতা- ৭০০০৫৬, কামারহাটি পুরসভা অধীন, সম্পত্তি শ্রী নির্মল শর্মা এর নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** ৫ ফুট চওড়া সাধারণ করিডর। **দক্ষিণে :** রুম নং ১৩। **পূর্বে :** রুম নং ১১/এ। **পশ্চিমে :** রুম নং ১০১।	**ক) স্বত্ব দখলীকৃত** **খ) জানা নেই** **গ) ৯,৮০,০০০.০০ টাকা** **ঘ) ৯৮,০০০.০০ টাকা** **ঙ) ১০,০০০.০০ টাকা** **চ) IDIB30225228723** **ছ) ৫২,৪৭,২৯৫.০০ টাকা** (বাহান্ন লাখ সাতচল্লিশ হাজার দুশো পঁচানব্বই টাকা) পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ সহ। দাবি নোটিশ তারিখ ২৪.০৬.২০২১ অনুযায়ী উভয়ই আদায় দিতে ব্যর্থ হয়েছে।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০১.০৩.২০২৬ থেকে ১৬.০৩.২০২৬ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১৭.০৩.২০২৬, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়ান্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **https://baanknet.com** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ ইমেল আইডি : support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পলাইন নম্বরে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য মেল করুন **support.BAANKNET@psballiance.com**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০**-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

যোগাযোগের বিস্তারিত : ৭০০৩৩ ১৫২২৩

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ - ২১.০২.২০২৬ স্থান- কলকাতা

স্বা/- অনুমোদিত অফিসার,ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

দিল্লিতে হামলার ছক লস্করের, বিস্ফোরক উদ্ধার পঞ্জাব-কাশ্মীরে

নয়াদিল্লি, ২১ ফেব্রুয়ারি: দিল্লি এবং দেশের বড় শহরগুলিতে পাকিস্তানের জঙ্গিগোষ্ঠী লস্কর-এ-তইবা ইমপ্রোভাইসড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি) বিস্ফোরণের ছক কষছে, শনিবার গোয়েন্দাদের থেকে এই সতর্কবার্তা এসেছিল। তার মধ্যেই দেশের দুই প্রান্ত থেকে আইইডি উদ্ধারের খবর প্রকাশ্যে আসে। তবে জঙ্গি হামলার পরিকল্পনার সঙ্গে এই বিস্ফোরক উদ্ধারের ঘটনার কোনও যোগ নেই বলে দাবি করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত বছরেরই ১০ নভেম্বর দিল্লির লালকেল্লা মেট্রো স্টেশনের সামনে গাড়িবোমা বিস্ফোরণ হয়। সেই ঘটনায় হামলাকারী-সহ ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছিল। আহত হয়েছেন অনেকে। সেই হামলার ঘটনায় 'ডক্টরস মডিউল'-এর হাত ছিল। যাঁদের যোগ পাওয়া গিয়েছে জইশ জঙ্গিগোষ্ঠীর সঙ্গে। সেই ঘটনার তদন্ত এখনও চলছে। তার মধ্যেই আবার রাজধানীর লালকেল্লা-সহ দেশের বড় শহর এবং ধর্মীয়, ঐতিহাসিক, জনবহুল স্থানগুলিতে

জঙ্গি হামলার সতর্কতা জারি করেন গোয়েন্দারা।

সূত্রের খবর, শুক্রবার পঞ্জাবের অমৃতসরে রায়া থানা এলাকায় একটি পরিত্যক্ত ব্যাগের মধ্যে বিস্ফোরক উদ্ধার হয়। সেই খবর পাওয়ার পরই বম্ব স্কোয়াড ঘটনাস্থলে পৌঁছে আইইডি নিষ্ক্রিয় করে। অমৃতসরের পুলিশ সুপার সোহেল কাশিম মীর এক সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, একটি পুলিশচৌকির সামনে বিস্ফোরক উদ্ধার হয়েছে। পরীক্ষা করে জানা গিয়েছে সেটি আইইডি। তার পর সেই বিস্ফোরক নিষ্ক্রিয় করা হয়।

অন্য দিকে, কাশ্মীরের গান্দেরওয়াল জেলার সাফাপোরাতেও আইইডি উদ্ধার হয়। সেনার বম্ব ডিটেকশন স্কোয়াড, জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের যৌথ অভিযানে আইইডি উদ্ধার হয়। তার পর সেই বিস্ফোরক নিষ্ক্রিয় করা হয়। প্রসঙ্গত, গত সপ্তাহেও উত্তর কাশ্মীরেও আইইডি উদ্ধার হয়েছিল। গত বৃহস্পতিবার বারামুলার তাংমারাগ রোডেও আইইডি উদ্ধার হয়।

ঘটনাচক্রে, শনিবার সকালে গোয়েন্দা সূত্রে খবর আসে দিল্লির লালকেল্লার সংলগ্ন এলাকায়, চাঁদনী চওকের মতো জনবহুল জায়গা, ধর্মীয় এবং পর্যটন স্থানগুলিতে হামলা করতে পারে লশকর জঙ্গিগোষ্ঠী। এ ছাড়াও দেশের বড় শহরগুলিতেও হামলা ছক কষছে তারা। এই সতর্কবার্তা আসার পরই দিল্লিতে নিরাপত্তা আঁটোসাঁটো করা হয়।

তিন রাজ্য ও এক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ

নয়াদিল্লি, ২১ ফেব্রুয়ারি: রাজস্থান, ছত্তিশগড়, গোয়া এবং আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করল নির্বাচন কমিশন। রাজস্থানে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে ৩১ লক্ষ ভোটারের নাম। ছত্তিশগড়েও বাদ পড়েছে প্রায় ২৫ লক্ষের নাম। গোয়াতেও ১ লক্ষ ২৭ হাজার ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জেও বাদ পড়েছে ৫২ হাজারের বেশি ভোটারের নাম। শনিবার প্রকাশ্যে এল আরও চার রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের চূড়ান্ত তালিকা। এর মধ্যে রাজস্থান, ছত্তিশগড় এবং গোয়া- তিনটি রাজ্যেই বর্তমানে বিজেপির সরকার রয়েছে। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের সাংসদও বিজেপির। কমিশনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৫ সালে এসআইআর শুরুর আগে রাজস্থানে মোট ৫ কোটি ৪৬ লক্ষ ৫৬ হাজার ২১৫ জন ভোটার ছিলেন। খসড়া তালিকায় তা কমে হয় ৫ কোটি ৪ লক্ষ ৭১ হাজার ৩২৪। শনিবার যে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হয়েছে, তাতে মোট ৫ কোটি ১৫ লক্ষ ১৯ হাজার ৯২৯ জন ভোটার রয়েছেন। অর্থাৎ, খসড়া তালিকার তুলনায় ১০ লক্ষ ৪৮ হাজার ৬০৫ ভোটার বৃদ্ধি পেয়েছেন চূড়ান্ত তালিকায়। এসআইআর শুরুর আগে যে তালিকা ছিল, তার তুলনায় চূড়ান্ত তালিকায় বাদ গিয়েছে মোট ৩১ লক্ষ ৩৬ হাজার ২৮৬ জনের নাম। বিজেপিশাসিত অপর রাজ্য ছত্তিশগড়েও এসআইআর শুরুর আগে ২ কোটি ১২ লক্ষ ৩০ হাজার ৭৩৭ জন ভোটার ছিলেন। চূড়ান্ত তালিকায় তা কমে হয়েছে ১ কোটি ৮৭ লক্ষ ৩০ হাজার ৯১৪। অর্থাৎ, মোট ২৪ লক্ষ ৯৯ হাজার ৮২৩ ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে নতুন তালিকা থেকে। এসআইআর শুরুর পরে খসড়া তালিকা ১ কোটি ৮৪ লক্ষ ৯৫ হাজার ৯২০ জনের নাম প্রকাশ করা হয়েছিল। চূড়ান্ত তালিকায় তা থেকে ২ লক্ষ ৩৪ হাজার ৯৯৪ ভোটারের নাম বেশি রয়েছে। গোয়ায় গত বছর এসআইআর শুরুর আগে ১১ লক্ষ ৮৫ হাজার ৩৪ জন ভোটার ছিলেন। চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পরে দেখা যাচ্ছে, তা থেকে ১ লক্ষ ২৭ হাজার ৪৬৮ জনের নাম বাদ গিয়েছে। কমিশন প্রকাশিত চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় রয়েছে ১০ লক্ষ ৫৭ হাজার ৫৬৬ জনের নাম। গত বছরের শেষের দিকে গোয়ার যে খসড়া তালিকা প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে ১০ লক্ষ ৮৪ হাজার ৯৯২ জনের নাম ছিল। চূড়ান্ত তালিকায় তার তুলনায় আরও ২৭ হাজার ৪২৬ জনের নাম কমে গিয়েছে। আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জেও ৫২ হাজার ৩৬৪ জনের নাম বাদ পড়েছে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা থেকে। এসআইআর শুরুর আগে সেখানে মোট ভোটার ছিলেন ৩ লক্ষ ১০ হাজার ৪০৪ জন। চূড়ান্ত তালিকায় নাম রয়েছে ২ লক্ষ ৫৮ হাজার ৪০ জনের। কেন্দ্রশাসিত এই অঞ্চলের খসড়া তালিকায় ২ লক্ষ ৪৬ হাজার ৩৯০ জনের নাম ছিল। চূড়ান্ত তালিকায় তার তুলনায় ১১ হাজার ৬৪০ জন ভোটার বৃদ্ধি পেয়েছেন।

সরকারি কাজে হিন্দি ভাষায় জোর দেওয়ার আর্জি শাহের

নয়াদিল্লি, ২১ ফেব্রুয়ারি: ভাষা বিতর্কের অবসান ঘটাতে চাইছে কেন্দ্রীয় সরকার। তাই মাতৃভাষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। হিন্দির পাশাপাশি দেবনগরী ভাষার উপর গুরুত্ব দেওয়ার আবেদন করলেন তিনি। ভাষা ও লিপি নিয়ে কোনও ধরনের দ্বন্দ্ব যাতে না হয়, এ ব্যাপারে তিনি সব রাজ্যের কাছে আবেদন করেছেন। বিশেষ করে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোর প্রতি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিশেষ আবেদন জানিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ শুক্রবার আগরতলায় পূর্ব, উত্তর-পূর্ব ও উত্তর অঞ্চলের জন্য যৌথ আঞ্চলিক রাজভাষা সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। যৌথ সম্মেলনে পূর্ব অঞ্চল (পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, বিহার, ঝাড়খণ্ড), উত্তর-পূর্ব

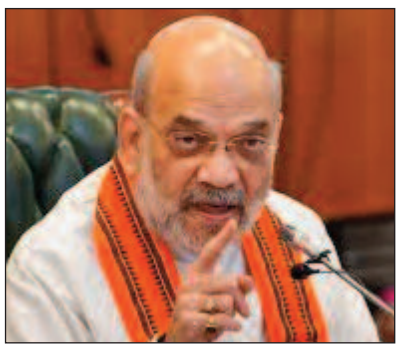

অঞ্চল (ত্রিপুরা, অসম, মণিপুর, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, অরুণাচল প্রদেশ, সিকিম) এবং উত্তর অঞ্চল (উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, হরিয়ানা, পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ, রাজস্থান, জম্মু-কাশ্মীর এবং লাদাখ)-এর কেন্দ্রীয় সরকারি দপ্তর, ব্যাঙ্ক এবং উদ্যোগগুলির ঊর্ধ্বতন আধিকারিকরা অংশগ্রহণ করেন। রাজভাষা নীতির কার্যকর বাস্তবায়নকে আরও সুদৃঢ় করা এবং সরকারি কাজকর্মে হিন্দির ক্রমবর্ধমান ব্যবহারে উৎসাহ দেওয়াই এই সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বি সঞ্জয় কুমার, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দি বিভাগীয় প্রধান ড মিলন রানি জামাতিয়া, নাগাল্যান্ডের নাগরি লিপি পরিষদের চেয়ারপার্সন ড. বি. পি. ফিলিপ। স্বাগত ভাষণ দেন কেন্দ্রীয় রাজ ভাষা বিভাগের সচিব অংশুলি আর্য। উপস্থিত ছিলেন সাংসদ বিপ্লবকুমার দেব, রাজীব ভট্টাচার্য ও কৃতি দেবী দেববর্মা ও রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্যরা।

আফগানিস্তানে নিষিদ্ধ সঙ্গীত, পুড়িয়ে ফেলা হচ্ছে বাদ্যযন্ত্র

কাবুল, ২১ ফেব্রুয়ারি: আফগানিস্তানে সঙ্গীতচর্চা নিষিদ্ধ করেছে তালিবান। বাজেয়াপ্ত করা যাবতীয় বাদ্যযন্ত্র তাই রীতিমতো উৎসব করে পুড়িয়ে দিল পারওয়ান প্রদেশের প্রশাসন। বন্দুক কাঁধে, পা থেকে মাথা পর্যন্ত জোব্বা-মুখোশে ঢাকা তালিবানিরা ক্ষমতার উল্লাসে জ্বালিয়ে দিলেন তবলা, ড্রাম, হারমোনিয়াম, গিটার, তুমবক, দাফ এবং আফগানিস্তানের জাতীয় বাদ্যযন্ত্র রুবাব-সহ ৫০০টিরও বেশি বাদ্যযন্ত্র! আফগানিস্তান ইন্টারন্যাশনাল জানিয়েছে, গত চার বছরে সঙ্গীত তৈরি, পরিবেশন বা শোনার অভিযোগে বহু মানুষকেই আটক করা হয়েছে। ভয়ে দেশ ছেড়েছেন বহু শিল্পী। অনেকের মতে, এই ধারাবাহিক নিষেধাজ্ঞায় শুধু সাংস্কৃতিক

চর্চাকেই দমন করা হচ্ছে না, বরং আফগানিস্তানের সংস্কৃতির উপরেই গভীর আঘাত হানা হচ্ছে। চারিত্রিক গুণের প্রসার এবং দোষ প্রতিরোধের জন্য আলাদা মন্ত্রকই খুলেছে তালিবান সরকার। ওই মন্ত্রক জানিয়েছে, শুধু পারওয়ানেই নয়, লাঘমান প্রদেশেও শতাধিক বাদ্যযন্ত্র পোড়ানো হয়েছে। তালিবানি শাসকেরা মনে করেন, সঙ্গীত নৈতিক অবক্ষয়ের কারণ হতে পারে। সেই কারণে ২০২১ সালে আফগানিস্তানে পুনরায় ক্ষমতা দখলের পরেই সঙ্গীতকে 'হারাম' ঘোষণা করা হয়। সরকারি হিসাব অনুযায়ী, শুধু ২০২৪ সালেই ২১ হাজারের বেশি বাদ্যযন্ত্র নষ্ট করা হয়েছে। পাশাপাশি বিয়ে বা কোনও পারিবারিক অনুষ্ঠান, জনসমাবেশ, কোথাও সঙ্গীত বাজানোর অনুমতি নেই। বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে স্কুলে সঙ্গীত শিক্ষাও। মহিলাদেরও জনসমক্ষে গান গাওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। রেডিও ও টেলিভিশনেও সঙ্গীতানুষ্ঠানের সম্প্রচার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অনুমতি রয়েছে কেবল ধর্মীয় স্তোত্র প্রচারের।

ময়দান

দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচের আগে অনিশ্চিত ভারতের তারকা পেসার সিরাজ!

নিজস্ব প্রতিবেদন: চলতি টি-২০ বিশ্বকাপে ভারতীয় শিবিরে ছোটখাট চোট যেন নিত্যদিনের সঙ্গী হয়ে দাঁড়িয়েছে। টুর্নামেন্ট শুরুর পর থেকেই একের পর এক তারকা ক্রিকেটারের চোটে বারবার ব্যাহত হয়েছে টিম ইন্ডিয়ার প্রস্তুতি ও কম্বিনেশন। সেই তালিকায় নতুন করে নাম যোগ হল মহম্মদ সিরাজ-এর। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সুপার এইটের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের ঠিক ৪৮ ঘণ্টা আগে চোটের কবলে পড়ে ভারতীয় শিবিরে নতুন করে উদ্বেগ বাড়ালেন এই তারকা পেসার। রবিবার আহমেদাবাদে সুপার এইটের অভিযান শুরু করছে ভারত। প্রতিপক্ষ শক্তিশালী দক্ষিণ আফ্রিকা। তার আগেই শুক্রবার আহমেদাবাদে অনুশীলনে নেমেছিল টিম ইন্ডিয়া। সেই অনুশীলন সেশনেই ঘটে অস্বস্তিকর ঘটনা। নেটে বল করছিলেন সিরাজ, আর ব্যাট হাতে ছিলেন দলের অলরাউন্ডার হার্দিক পাণ্ড্য। হার্দিকের একটি জোরালো শট গিয়ে সরাসরি লাগে সিরাজের পায়ে। সঙ্গে সঙ্গেই যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যান তিনি এবং খোঁড়াতে শুরু করেন।

দলের ফিজিও দ্রুত ছুটে এসে সিরাজের চিকিৎসা শুরু করেন। বেশ কিছুক্ষণ শুশ্রূষা নেওয়ার পর তিনি ফের বল হাতে নেটে ফিরলেও, তাঁর অস্বস্তি চোখ এড়ায়নি সতীর্থদের। দৌড়ঝাঁপে সাবলীলতা ছিল না, মুখেও স্পষ্ট ছিল যন্ত্রণার ছাপ। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে;রবিবারের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে আদৌ কি তাঁকে পুরোপুরি ফিট অবস্থায় পাওয়া যাবে?

আসলে এই বিশ্বকাপে ভারতের চোট-সমস্যার তালিকাটা বেশ লম্বা। তরুণ পেসার হর্ষিত রানা আগেই ছিটকে গিয়েছেন দল থেকে। প্রথম ম্যাচে অসুস্থতার কারণে খেলতে পারেননি জসপ্রীত বুমরাহ। টুর্নামেন্ট শুরুর আগেই চোট পেয়েছিলেন তিলক বর্মা। এমনকি অভিষেক শর্মাকে 'হাফ ফিট' অবস্থাতেই খেলানো হচ্ছে বলে গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। সব মিলিয়ে সুপার এইটের মতো গুরুত্বপূর্ণ পর্বের আগে ভারতীয় দল কার্যত চোট-আঘাতে জর্জরিত।

এই পরিস্থিতিতে সিরাজের চোট টিম ম্যানেজমেন্টের মাথাব্যথা আরও বাড়িয়েছে। যদিও চলতি বিশ্বকাপে এখনও পর্যন্ত মাত্র একটি ম্যাচ খেলেছেন তিনি। তবু অভিজ্ঞ পেসার হিসেবে তাঁর উপস্থিতি দলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হতে পারত। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে তাঁর খেলার সম্ভাবনা খুবই কম বলেই মনে করা হচ্ছে।

ভারত সাধারণত একজন জেনুইন পেসার নিয়ে খেলছে। তবে রবিবারের ম্যাচে দুই পেসার খেলানোর সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। সেক্ষেত্রে বুমরাহর সঙ্গে পেস বিভাগে দেখা যেতে পারে অর্শদীপ সিংকে। সিরাজের খেলার সুযোগ আসতে পারে কেবলমাত্র দুই পেসারের মধ্যে কেউ চোট পেলে। কিন্তু বাস্তবতা হল, এই মুহূর্তে সিরাজ নিজেই অনিশ্চিত।

সুপার এইটের শুরুতেই এত চোট-উদ্বেগ ভারতীয় শিবিরের আত্মবিশ্বাসে প্রভাব ফেলতে পারে। এখন দেখার, শেষ মুহূর্তে ফিটনেস পরীক্ষায় পাশ করে সিরাজ দলকে স্বস্তি দেন কি না, নাকি চোট-তালিকায় আরও একটি নাম যোগ করেই মাঠের বাইরে থাকতে হয়।

অভিষেকের পাশে দাঁড়ালেন টিমের হেডস্যার মর্নি মর্কেল

নিজস্ব প্রতিবেদন: রবিবার সুপার এইটের মঞ্চে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে নামতে চলেছে ভারত। কিন্তু বড় ম্যাচের আগে আত্মবিশ্বাসের বদলে চিন্তার ভাঁজই বেশি ভারতীয় শিবিরে। বিশ্রী ফিল্ডিং, একের পর এক ক্যাচ মিস, স্পিনারদের বিরুদ্ধে ব্যাটারদের নড়বড়ে চেহারা;সব কিছুর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ওপেনার অভিষেক শর্মা-র করুণ ফর্ম। চলতি বিশ্বকাপে এখনও পর্যন্ত রানের মুখ দেখেননি বাঁহাতি এই তারকা। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে কি আদৌ একাদশে থাকছেন তিনি? নাকি সুযোগ মিলতে পারে সঞ্জু স্যামসন-এর? এই সব জল্পনার মাঝেই মুখ খুললেন ভারতের বোলিং কোচ মর্নি মর্কেল। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, অভিষেককে নিয়ে দলে কোনও নেতিবাচক আলোচনা হয়নি। মর্কেলের

কথায়, 'অভিষেক নেটে খুব পরিশ্রম করছে। ভালো শট খেলছে। ম্যাচে সেটা প্রয়োগ করার অপেক্ষা। দল ওর পাশে আছে। আমরা এখন বিশ্বকাপের খুব গুরুত্বপূর্ণ পর্বে। অভিষেক বিশ্বমানের ক্রিকেটার। আশা করছি, ও রান পাবে, দর্শকদের বিনোদন দেবে।' এই বক্তব্যেই স্পষ্ট, অভিষেকের উপর ভরসা রাখছে টিম ম্যানেজমেন্ট।

তবে পরিসংখ্যান বলছে অন্য কথা। পেস হোক বা স্পিন;দুই ক্ষেত্রেই এই বিশ্বকাপে সমস্যায় পড়েছেন অভিষেক। পাকিস্তান ও নেদারল্যান্ডস ম্যাচে স্পিনে কাবু হয়েছেন, আবার আমেরিকা ম্যাচে পেসারের বলে বোল্ড। শেষ আটটি টি-টোয়েন্টি ইনিংসে তাঁর রান;৮৪, ০, ৬৮*, ০, ৩০, ০, ০, ০। পাঁচবার শূন্যে ফেরা যে আত্মবিশ্বাসে বড় ধাক্কা দিয়েছে, তা বলাই বাহুল্য। তবু সব ইঙ্গিত বলছে, রবিবার ওপেনিংয়ে ঈশান কিশান-এর সঙ্গী অভিষেকই হতে চলেছেন। অভিষেকের ফর্ম ছাড়াও ভারতের সবচেয়ে বড় মাথাব্যথা ফিল্ডিং। এশিয়া কাপ থেকেই ক্যাচ মিসের যে রোগ ধরেছে, বিশ্বকাপেও তার রেশ কাটেনি। মর্কেল জানালেন, এই সমস্যা কাটাতে জোরকদমে অনুশীলন চলছে। তাঁর কথায়, টুর্নামেন্টের শেষদিকে ক্যাচ নেওয়ার গুরুত্ব আরও বেড়ে যায়। হাফ চান্সও কাজে লাগাতে হবে। একটা ক্যাচই ম্যাচ ঘুরিয়ে দিতে পারে।দ

এই ম্যাচে রয়েছে আবেগের আলাদা রংও। টিম ইন্ডিয়ার বোলিং কোচ মর্নি মর্কেলের ভাই অ্যালবি মর্কেল বর্তমানে দক্ষিণ আফ্রিকার মেন্টর। এক সময় দু'জনেই দক্ষিণ আফ্রিকা-র হয়ে খেলেছেন, এখন দুই শিবিরে। ফলে সুপার এইটের এই লড়াইয়ে মর্কেল পরিবার কার্যত ধর্মসংকটে। মর্নি হেসে জানালেন, আপাতত ভাইয়ের সঙ্গে কথা কমই হচ্ছে।

সব মিলিয়ে, সুপার এইটের আগে ভারতীয় শিবিরে উদ্বেগ আছে, আছে প্রত্যাশাও। বড় মঞ্চে কে নায়ক হবেন, তার উত্তর দেবে রবিবারের ম্যাচই।

স্কুল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন বেহালা কিশোর ভারতী গার্লস স্কুল

নিজস্ব প্রতিবেদন: সিএবির অনূর্ধ ১৬ মহিলাদের স্কুল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হল বেহালা কিশোর ভারতী গার্লস স্কুল। ফাইনালে বালিয়া নফর চন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়কে ৯ উইকেটে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় তারা। বালিয়া ৩৪ ওভারে চার উইকেট হারিয়ে ১১০ রান তুললে, বেহালা ১৫.৫ ওভারে ১ উইকেট হারিয়ে জয়ের বন্দরে পৌঁছে যায়। মাঠে হাজির ছিলেন সিএবির পর্যবেক্ষক কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীমন্ত কুমার মল্লিক। শুধু সিএবির গুরুদায়িত্বই নয়, সঞ্চালনাতেও তিনি সিদ্ধহস্ত। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সঞ্চালনার দায়িত্ব পালন করেন শ্রীমন্ত কুমার মল্লিক। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সিএবি সচিব বাবলু কোলে, যুগ্মসচিব মদনমোহন ঘোষ, স্কুল কমিটির চেয়ারম্যান শুভ্রদীপ গাঙ্গুলী, কমিটির সদস্য তপন আড্ডি সহ অন্যান্য কর্তারা। ছিলেন একাধিক প্রাক্তন আন্তর্জাতিকমানের মহিলা ক্রিকেটারও। লোপামুদ্রা ব্যানার্জী, সীমা সরকার, গার্গী ব্যানার্জী, মিঠু মুখার্জী, রুনা বাসু সহ একঝাঁক ক্রিকেট তারকার উপস্থিতিতে নবাগত ক্রিকেটাররা উৎসাহিত হন।

Gope Gantar-I Gram Panchayat
Gantar, Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited from Reputed, Bonafied Tenderer for execution of 4 nos. different development works vide **e-NIT No.: WB/BWN/NIT-09/GG-I/SL.- 01 to 02/2025-26, WB/BWN/NIT-10/GG I/SL.01/ 2025-26, WB/BWN/ NIT-11/GG I/SL.01/2025-26 & Memo No.: 39/GG-I/25-26, 38 /GG-I/25-26, 40/GG-I/25-26, Date: 19.02.2026. Tender ID : 2026_ZPHD_1012338_1 & 2026_ZPHD_1012338_2, 2026_ZPHD_1012179_1, 2026_ZPHD_1012302_1.** Bid Submission Start Date (Online): **20.02.2026 at 06:55 PM (NIT-09 &11), 05.30 PM (NIT-10).** Bid Submission Closing Date (Online): **27.02.2026 up to 02:55 PM (NIT-09 & 11), 04.55 PM (NIT-10).** Bid Opening Date for Technical Proposals: **02.03.2026 at 04.55 PM (NIT-09 & 11), 01.55 PM (NIT-10).** For detailed information visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Gope Gantar-I Gram Panchayat

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
1) Name of the Work: Annual Repairing of Four Numbers TATA 709 Vehicles Single Container & Electric Ladder, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/AUTO/E-EOI-92/25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_1012676_1
2) Name of the Work: Annual Repairing of Four Numbers TATA 809 Vehicles Double Container, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/AUTO/E-EOI-93 /25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_1012690_1
3) Name of the Work: Annual Repairing of Two Numbers TATA 610 Vehicles Dumper, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/AUTO/E-EOI-94/25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_1012704_1
Last Date : 28th February 2026, up to 03:00 pm **Sd/- Executive Engineer**
For details : **wbtenders.gov.in** **Durgapur Municipal Corporation**

Office of the Block Development Office
Sagardighi :: Murshidabad.
NOTICE INVITING e-Tender
e-tender are invited through online bid system under following tender(NIeT) No:-34/EN/SB/2025-2026(2nd call), (APAS-2025-26) (SI No 01 to 15) Dated:-18/02/2026. The last date of online submission of tender is 24/02/2026 upto 14:00 hours. For details please visit website: http://wbtenders.gov.in
SD/-Block Development Officer
Sagardighi, Murshidabad

Notice Inviting e-Tender & Corrigendum
The Block Development Officer, Bhatar Development Block & The Executive Officer, Bhatar Panchayat Samiti Notice invites Corrigendum **Ref. e-NIT No.- BHATAR BDO & PS/32/2025-26, Dated- 19/1/2026.** Last Date of Bid Submission : **25/02/2026.** Details of e-Tender Notice will be available in Website **http://tenders.wb.gov.in**
Sd/-
Block Development Officer & Executive Officer
Bhatar Development Block & Bhatar Panchayat Samiti
Bhatar : Purba Bardhaman

ULUBERIA MUNICIPALITY
TENDER NOTICE
Notice Inviting e-Tender No.-WBMAD/UM/986/APAS/ e-Tender/2025-26. Dated: 21.02.2026,
(Installation of street light with MS-Tubular pole, & High Mast Lighting Tower with Octagonal Pole & Construction of cement concrete road, Drain, B/T road, Drain & Bullah Pilling in different ward under Uluberia Municipality of 176 Uluberia Purba A.C. Under APAS 2025.)
Details are available in the **www.wbtender.gov.in**
Sd/- Executive Officer,
Uluberia Municipality

বড় জয় পেল ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিবেদন: চেনা ছন্দে ইস্টবেঙ্গল। লাল-হলুদের গোলায় যেন ছারখার বাকি দল। শনিবারও যুবভারতীতে দেখা গেল লাল-হলুদ ঝড়। শুরুতে গোল খেয়েও খোঁচা খাওয়া বাঘের মতো ঘুরে দাঁড়াল অস্কার ব্রুজোর দল। স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লির বিরুদ্ধে ৪-১ গোলে জিতে মাঠ ছাড়ল ইস্টবেঙ্গল। একরাশ খুশি নিয়ে বাড়ি ফিরল লাল-হলুদ সমর্থকরা। জোড়া গোল করলেন ইউসেফ এবং একটি করে গোল করেন মিগুয়েল, এডমুন্ড লালরিনডিকা।

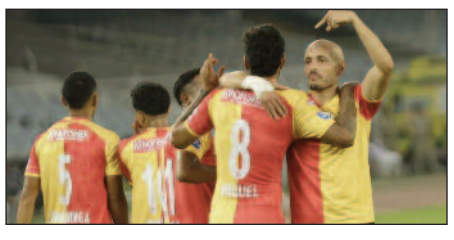

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন নবপত্রিকা

বাংলা মাতৃভাষা মানেই 'বিদেশি' নয়, বাঙালিও এ দেশে স্বদেশি

স্বপনকুমার মণ্ডল

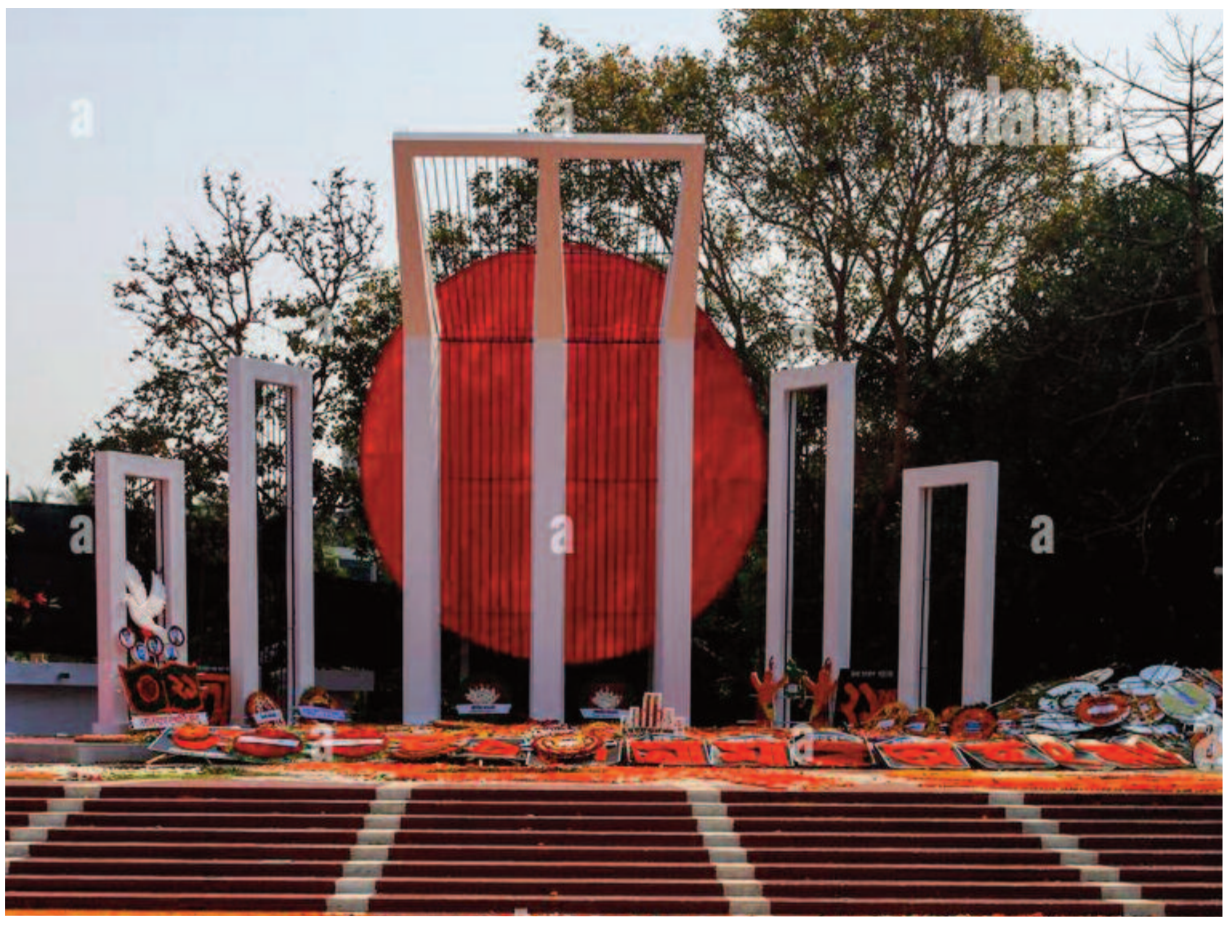

এমনিতে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বাংলায় কথা বললে বাঙালি না ভেবে বাংলাদেশী ভেবে পরিযায়ী বাঙালি শ্রমিকদের হেনস্থা বা আটক করা থেকে বাংলাদেশে পুশব্যাক করার ঘটনায় বাঙালিদের মধ্যে গভীর উৎকণ্ঠা থেকে বিপন্নতাবোধ জেগে উঠেছে । মহারাষ্ট্র,রাজস্থান, ওড়িশা, দিল্লি প্রভৃতি রাজ্য থেকে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের আটক করার খবর লাগামহীন ভাবে ছড়িয়ে পড়ায় দেশে হঠাৎ করে বাংলাদেশী ভেবে বাঙালির বিপন্নতাবোধ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে । সেই অনভিপ্রেত আবহাওয়ার মধ্যেই সম্প্রতি আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সে রাজ্যে বাঙালিরা সেন্সাসের সময় বাংলা ভাষাকে মাতৃভাষা লিখলে বিদেশি চিহ্নিতকরণ সহজ হবে বলে যে ভয়ঙ্কর চেতাবনি দিয়েছেন, তা শুধু সেই রাজ্যেরই নয়, দেশের বাঙালিদের মধ্যেও নতুন করে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এ তো রীতিমতো বাঙালিবিদ্বেষ। এমনিতেই সেখানে আশির দশক থেকে বাঙালি 'খেদাও' তথা বিতাড়নের ট্র্যাজিক ইতিহাস এখন আরও ভয়াবহ পরিস্থিতিতে সমান সক্রিয় যা গভীর উদ্বেগজনক । সেই ইতিহাসের সঙ্গে গুট্টঙ্খ বা ঙ্খঙঙ-এর জুজু জুড়ে অনুপ্রবেশকারী বিদেশিদের চিহ্নিতকরণের আয়োজনে আতঙ্কিত বাঙালির মনে অস্তিত্ব সংকটের নিবিড় হাতছানি জেগে থাকে । তার উপরে সেন্সাসে 'বাংলা মাতৃভাষা মানেই বিদেশি'র সিদ্ধান্ত তথা মাতৃভাষা বাংলা লেখার দায়ে বাঙালি না বুঝিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কথায় বাংলাদেশী চিহ্নিতকরণের সুবিধার চেতাবনি তো দেশান্তর করার আগাম হুঁশিয়ারি প্রদান । দেশভাগের করুণ পরিণতিতে মানুষ ভাগের দায় কেন বাঙালিকে এখনও বইতে হবে,তা শুধু বিদেশি অনুপ্রবেশকারীর যুক্তিতে মেলানো যায় না,বরং বলা ভালো মেলানো অন্যায় । বাংলাদেশী মানে বাঙালি হলেও বাঙালি মানেই বাংলাদেশী নয়। বাঙালির মাতৃভাষাই শুধু বাংলা নয়, বাংলাভাষা বাঙালির অস্তিত্ব ও গৌরব । ভারতের যে ভাষা ধ্রুপদী স্বীকৃতিতে সমুজ্জ্বল,সেই ভাষাই বাঙালির অস্তিত্বকে অস্বীকার করার কারণ হতে পারে না । তাছাড়া সব ভাষা মাতৃভাষা নয়, সব মাতৃভাষাও ভাষা হয়ে ওঠে না। এজন্য ভাষা ও মাতৃভাষা রূপে বাঙালির বাংলাভাষার ঐতিহ্য ও গৌরবের পরিচয় আন্তর্জাতিক ভাবেই স্বীকৃতি লাভ করে। যে মাতৃভাষা পৃথিবীর মাতৃভাষাগুলিকে স্মরণ অবিস্মরণীয় করে তুলেছে,সেই মাতৃভাষা বাংলাই বাঙালির অস্তিত্ব থেকে বিস্মৃত করার আয়োজন শুধু ভয়ঙ্করই নয়, অমানবিকও । আসলে ভাষার চেয়েও মাতৃভাষার অস্তিত্ব আরও গভীর, আরও আত্মিক ভাবে অবিচ্ছেদ্য ।

অমর একুশে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস থেকে উনিশে মে ভাষা শহিদ দিবস বা ১ নভেম্বর মানভূম ভাষা আন্দোলনের সাফল্য উদযাপন সর্বত্র ভাষা ও মাতৃভাষা একাকার মনে হয়। অন্যদিকে আধুনিক বিশ্বে তার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ যত উৎকর্ষের অভিমুখে সক্রিয় হয়েছে, তার আধারে ততই ভাষার বহুত্ববাদী চেতনা বিস্তার লাভ করেছে । শুধু তাই নয়, সেখানে ভাষার চেয়ে মাতৃভাষার বুনিয়াদি চেতনার জাগরণে তার স্বীকৃতি ও সম্মান এবং অধিকার প্রতিষ্ঠা ছিল সময়ের অপেক্ষা । ভাষার একাধিপত্য থেকে ভাষার রাষ্ট্রীয়করণের পথে মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠাই তার মূলাধার । সেদিক থেকে বাংলা ভাষার বনেদি ভূমিকা চরৈবেতি । ১৯৯৯-এর ১৭ নভেম্বরে ইউনেসকো-র আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস তারই স্বীকৃতি । শুধু তাই নয়, বাঙালি তার মাতৃভাষার সম্মান ও স্বীকৃতি লাভের শ্রীবৃদ্ধিমান প্রকৃতিতে সমান সচল । ২০০২-এ পশ্চিম আফ্রিকার দেশ সিয়েরা লিওন বাংলা ভাষাকে সম্মানসূচক সরকারি ভাষার মর্যাদা দিয়েছে । আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবহৃত বিদেশি ভাষার মধ্যে বাংলা ভাষা তৃতীয় স্থানে উঠে আসে ২০১৮-তে ।

অন্যদিকে তার মাসতিনেক পূর্বে ২০১৯-এর ডিসেম্বরে ব্রিটেনের রাজধানী লণ্ডনে দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচলিত ভাষার মর্যাদা লাভ করেছে বাংলা ।

ইংরেজির পরেই সেখানে বাংলাতেই সবচেয়ে বেশি মানুষ কথা বলেন । সেই সময় সেখানে বাংলাভাষাভাষীর সংখ্যা ছিল ৭১,৬০৯ । সেদিক থেকে বাঙালির মনে আত্মশ্লাঘা জাগাই স্বাভাবিক । বাংলাভাষার বিস্তারে এসব স্বীকৃতি ও সম্মান লাভের পথ বেয়ে তার আত্মপ্রতিষ্ঠার পথকে সুগম করে তুলেছে, তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই । কিন্তু তার সংখ্যাগুরুর প্রকৃতি নিয়ে বিতর্ক বর্তমান । আর এই বিতর্কের মূলে রয়েছে আমাদের ভাষিক চেতনা । সেখানে ভাষা ও মাতৃভাষার একাকার । অথচ ভাষামাত্রেই যেমন সকলের মাতৃভাষা নয়, মাতৃভাষামাত্রই ভাষা হয়ে ওঠে না । যে ভাষা মানসিক লালন-পালনে মা হয়ে ওঠে, সেই ভাষাই মাতৃভাষা । তার সঙ্গে নাড়ির যোগ ছেদন হলেও অদৃশ্য অস্তিত্বে তা আজীবন বহমান । যে ভাষা আঘাতে বেরিয়ে আসে, আনন্দে জেগে ওঠে, সে ভাষাই মাতৃভাষা । সেই মাতৃভাষার আকাঁড়া মূর্তিই পরিশোধিত হয়ে ভাষার আভিজাত্যে প্রতিমায় নৈবেদ্য লাভ করে । সেদিক থেকে মাতৃভাষা যেখানে জনসম্পদে বিস্তার লাভ করে, তেমনই তার ভাষা মনসম্পদে শ্রীবৃদ্ধি করে চলে।

মাতৃভাষার প্রকাশে আন্তরিক, ভাষা বিচরণে আত্মনিষ্ঠ । সেক্ষেত্রে তাদের সম্পর্ক বৈরিতার তো নয়ই, বরং একেঅপরের সত্তায় বিজড়িত, অবিচ্ছিন্ন পরিপূরক । আবার ভাষার যোগ যেখানে বহুবিস্তারি, মাতৃভাষা সেখানে একক হয়েও প্রকাশমুখর । সেই প্রকাশেই যে অস্তিত্বের স্বাভাবিক বিস্তার । তাকে অস্বীকারের মধ্যে সেই মানুষকেই অস্বীকার করা হয় । এজন্য যেখানে ভাষা মানুষের অধিকারের কথায় উচ্চকিত, সেখানে মাতৃভাষা তার আপন অস্তিত্বে প্রকট প্রকাশ । সেদিক থেকে বাংলার ভাষিক শ্রীবৃদ্ধিতে তার ভাষার নয়, মাতৃভাষার যোগ সুনিবিড় । আসলে আধুনিক বিশ্বে বহুমুখী বিস্তারে ভাষার আবেদন উৎকর্ষমুখর । তার বিকল্পের পরিসর যেমন মুক্ত, তেমনই তার বিস্তার আবেদনপ্রবণ । এজন্য একাধিক ভাষাশিক্ষার প্রবণতা সেখানে প্রবহমান । শুধু তাই নয়, সেখানে ভাষাশিক্ষায় আভিজাত্যবোধের বিষয় নানাভাবেই হাতছানি জাগায় । অন্যদিকে মাতৃভাষার কোনো বিকল্প নেই । যথেষ্ট বড় হওয়া সত্ত্বেও সুস্থসবল শিশুর কথা বলতে না শেখার হদিশ মেলে তার বাবা-মা'র দুই ভিন্ন ভাষায় কথা বলার মধ্যে । তার অবিকল্পতাই তার আত্মিক স্বকীয়তা । এজন্য মাতৃভাষায় কণ্ঠরোধ হলেই জনকণ্ঠ মুখর হয়ে ওঠে । সেখানে অমর একুশের ভাষা আন্দোলন ছিল আসলে মাতৃভাষার সংগ্রাম । মাতৃভাষার মধ্যে শুধু ভাষিক পরিচিতি থাকে না, আত্মিক সত্তা তার অবিচ্ছেদ্য । এজন্য সেই ভাষিক অস্তিত্বে শাসকের সাম্রাজ্যবাদী চেতনায় আঘাত নেমে আসা যেমন স্বাভাবিক, তেমনই তার প্রতিরোধী চেতনাও জীবনমরণ লড়াই-এ সামিল করে । বন্দুকের গুলি থেকে ধর্মের বুলি দিয়েও তাকে বিরত করা যায় না । শুধু তাই নয়, সেখানে ভাষার ক্ষেত্রে কিছু শিথিল মানসিকতা দিয়েও সেই মাতৃভাষার আন্দোলনকে বাগে আনা যায় না । প্রসঙ্গত স্মরণীয়, ১৯৫৫-তে পাকিস্তান সরকার পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা একাডেমি গঠন করে দুধের বদলে পিটুলি গোলা দিয়েও ভোলাতে পারেনি । আসলে তা ভোলানো যায় না ।

যেখানে অস্তিত্বই ধ্বংসের মুখে, সেখানে মূকও মুখর হয়ে ওঠে । তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সেই মাতৃভাষার আন্দোলনে দেশের ৮৫ শতাংশ আপামর আমজনতাই ভাষাসৈনিক । সেই মাতৃভাষার সৈনিকরাই ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ স্বাধীন বাংলাদেশের সবুজ পতাকার মাঝে রক্তিম সূর্য নিয়ে এসেছে । অন্যদিকে দেশভাগ হয়েছে, মানুষ ভাগ হয়েছে, ভাষাও এপার-ওপারে ভাগ হয়েছে, কিন্তু মাতৃভাষাকে কেউ ভাগ করতে পারেনি । অস্তিত্বের পরশেই তার সরব প্রকাশ । এজন্য তা অবিভাজ্য, অবিচ্ছিন্ন সত্তায় বিরাজমান । সেই মাতৃভাষার কণ্ঠরোধ করার উপক্রম হলেই তার প্রতিরোধে সামিল হওয়ার জন্য পূর্ব প্রস্তুতি বা প্রেরণার প্রয়োজন হয় না, স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই তার বিরুদ্ধে আমজনতার কণ্ঠ জীবনপণ প্রতিবাদে গর্জে ওঠে । এভাবেই উঠে এসেছে ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৯ মে'র রক্তাক্ত সংগ্রাম । সেখানে ভাষার পরিশুদ্ধতা বা ধনসম্পদ তার নেই, কিন্তু আকাঁড়া প্রকৃতির সবুজ প্রাণের পরশে রয়েছে আত্মিক যোগ । সেই যোগের পরিচয়ে বাঙালির ভাষিক পরিচিতি আজ শ্লাঘার বিষয় হয়ে উঠেছে । সেখানে বাংলা ভাষার নয়, বাঙালির মাতৃভাষাই সমান সচল । আসলে বিশ্বায়নের যুগে ভুবনগ্রামে ভাষিক পরিচয়ের সঙ্কট সেই অর্থে নেই । সেখানে মাতৃভাষার আত্মিক সঙ্কটকে অনিবার্য করে তুলেছে । একদিকে যেমন তার বহুভাষার বা জাতীয়বাদী এককভাষার আভিজাত্যবোধ শ্রীবৃদ্ধিমান, অন্যদিকে তার আগ্রাসী প্রভাবে মাতৃভাষা ক্রমহ্রস্বমান । সেই প্রেক্ষিতে বাঙালির মাতৃভাষা যখন বিদেশেও আপন অস্তিত্বে মর্যাদা লাভ করে, তখন তার বনেদিয়ানাই স্বীকৃতি পায় । অন্যদিকে ভাষার আভিজাত্যের মধ্যে তার মাতৃভাষার অস্তিত্বও বর্তমান । ভাষা মানুষের মন বা মননের সম্পদ,মাতৃভাষা তার আত্মিক সম্পর্ক । সেক্ষেত্রে বাঙালির মাতৃভাষা বাংলাকে অস্বীকারে তার অস্তিত্বকেই অস্বীকার করা হয়।

দেশভাগের চব্বিশ পর যেমন পূর্ব পাকিস্তান থেকে স্বাধীন বাংলাদেশ হয়েছে,তেমনই তার অব্যবহিত পরিসরে স্বাধীন ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরাজ্য হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্বও বর্তমান । সেক্ষেত্রে দেশে বিদেশি বাংলাদেশিদের বিতারণের লক্ষ্যে আপামর বাঙালির মুখের ভাষা কেড়ে নেওয়ার অধিকার কারও নেই,সেই অধিকার কারও থাকতে পারে না। মাতৃভাষার অধিকার রক্ষায় যে রাজ্যে ১৯ মে'র ভাষা আন্দোলন ঐতিহাসিক সাফল্য লাভ করে, সেই রাজ্যেই আবার বাঙালিদের মাতৃভাষা কেড়ে নেওয়ার সরকারি হুঁশিয়ারির মধ্যে যে দুঃসাহসী পদক্ষেপ বর্তমান,তা আসলে সুবিধাবাদী রাজনীতির গভীর ষড়যন্ত্রেরই নামান্তর। তাতে সেই রাজ্যেই শুধু নয়, সেই সূত্রে অন্য রাজ্যগুলিতে বাঙালির দেশছাড়া হওয়ার আতঙ্ক স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। অবশ্য বাঙালির মাতৃভাষার দুর্যোগই তাকে শুধু বিপর্যস্ত করবে না,বরং আরও সুযোগ করেও দেবে। মাতৃভাষার ঐক্যে এখনও বাঙালির হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ নেই,আছে সম্প্রীতির মহামিলনের ঐক্যতান । সেই ঐক্যবোধেই 'বাংলা মাতৃভাষা মানেই বিদেশি' নয়,বাংলা বাঙালির আপন স্বদেশ। সেই স্বদেশ থেকে বিদেশি চিহ্নিত করা যায় না, বিতারণ তো দূরের কথা ! যেভাবেই বলা হোক, যাকে উদ্দেশ্য করেই হোক,মুখ্যমন্ত্রীর বাঙালিবিরোধী মানসিকতা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না, মান্যতা লাভ করে না। বরং এ রকম ভয়ঙ্কর হুঁশিয়ারি বহুভাষাভাষীর দেশে বিভেদকামী শক্তিকে রাজনৈতিক হাতিয়ার করার অপকৌশলে দেশের নাগরিক চেতনাতেই আরও তীব্র ভয়াবহ সংকট বয়ে আনবে। এজন্য তার তীব্র প্রতিবাদ জরুরি ।

লখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

একুশের চেতনা স্তব্ধ করতে প্রয়াসী মৌলবাদী অপশক্তি

এবার কি স্তিমিত হবে বাংলাদেশের নতুন অধ্যায়ে ?

শান্তনু রায়

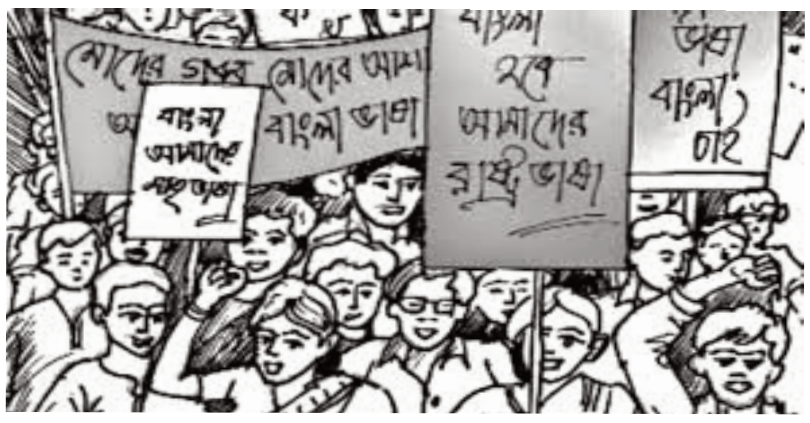

বহুদিন আগে শামসুর রহমান লিখেছিলেন, একুশের প্রথম প্রভাতফেরি-অলৌকিক ভোর। বাংলাভাষার জন্য বাহান্নয় ঢাকার রাজপথে চারটি প্রাণের আত্মোৎসর্গের এদিনটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে সারা বিশ্বে উদযাপিত হয়ে আসছে ইউনেস্কোর অনুমোদনে ২০০০সন থেকে ,যা বাংলা ভাষার পক্ষে এক শ্লাঘার বিষয়।

কালপঞ্জীর নিয়মে আসা চুয়াত্তর বছর পরের এই একুশে ফেব্রুয়ারী এক কঠিন সময়ে দোলাচলের আবহে কারণ উর্দুর আধিপত্যের বিরুদ্ধে মাতৃভাষা বাংলার দাবিতে যে ভূখণ্ডের এক রক্তস্নাত মধ্যাহ্ন দিনটিকে আবিশ্বে বিশিষ্টতা দিয়েছে গত দেড় বছর ধরে সেই ভূমি এক ধর্মীয় মৌলবাদী অপশক্তির করায়ত্ত যারা বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি এবং ইতিহাসকে মুছে ফেলতে বদ্ধপরিকর।বস্তুত সেই অপশক্তি নিয়ন্ত্রিত অন্তর্বর্তী সরকারের একটি বড় নেতিবাচক পদক্ষেপ হল মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও চেতনাকে বিকৃত করা।

যে ভাষা আন্দোলনের সূত্রে প্রতি বছর ২১শে ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষাদিবস পালিত হয় যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে বাঙালি আবেগ তার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পাকিস্তান গনপরিষদে স্বর্গীয় ধীরেন্দ্র নাথ দত্তের বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের মাতৃভাষা করার দাবিতে প্রস্তাবই ছিল ওই আন্দোলনের নান্দীমুখ যদিও গনপরিষদের অনেক বাঙালি মুসলিম লীগ সদস্যও সমর্থন না করায় সংখ্যাধিক্যে খারিজ হয়ে যায়। কারণ এরপর পূর্ব-পাকিস্থানে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ায় সূত্রপাত হয় এক যৌক্তিক ভাষা বিতর্কের -ক্ষোভে দিকে দিকে আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে।ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনেও বিপ্লবী সমর গুহের নেতৃত্বে ভাষা আন্দোলনের সূচনা হলে উর্দুকেই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করতে অনড় সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করে। একমাত্র উর্দুই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ১৯৫২এর জানুয়ারিতে ঢাকায় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন পুনরায় এ ঘোষণায় ক্ষোভের আগুনে ঘৃতাহুতি পড়ে। আরম্ভ হয় নতুন করে ধর্মঘট বিক্ষোভ অবরোধ। এরই চূড়ান্ত পরিনতিতে ২১শে ফেব্রুয়ারি রাজপথ রঞ্জিত হয় ভাষাশহীদের রক্তের আল্পনায়। শেষ পর্যন্ত জন আন্দোলনের চাপে পাকিস্থান সরকার নতিস্বীকার করে ১৯৫৬ সালে সংবিধান সংশোধন করে বাংলাভাষাকে পাকিস্থানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়।

ভাষার জন্য এ আন্দোলন,যার বীজ রোপিত হয়েছিল বহুপূর্বে, ক্রমে ঐ ভূখন্ডে এক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপান্তরিত হয় এবং এই ঘটনা বাংলাভাষাকে কেবলমাত্র ঐ ভূখন্ডের মাতৃভাষার গৌরব দেয়নি এক ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদেরও(পরবর্তীকালে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদে রূপান্তরিত) জন্ম দিয়েছিল সেখানে যার অভিঘাতে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার অভীপ্সা রূপ পায়, ১৯৭১ এ বিশ্বে একমাত্র বাংলাভাষাভাষী রাষ্ট্র বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠায়।প্রসঙ্গত সেই স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রারম্ভেই অশীতিপর পথিকৃৎ ভাষাসৈনিক ধীরেন্দ্রনাথকে সপুত্র নির্মমভাবে প্রাণ দিতে হয়েছিল পাক সেনাবাহিনীর হাতে। আজ অবশ্য সে রক্তাক্ত সংগ্রামের চেতনা ইতিহাস ঐতিহ্য সব অস্বীকার ও ধ্বংস করতে মরীয়া সেদেশের গত দেড় বছরে নব্য- ক্ষমতাসীনরা এবং তাদের উসকানিতে জনপরিসরের একাংশ।

বাংলাভাষার অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার সেই গৌরবজনক সংগ্রামী অধ্যায়ের উত্তরাধিকার হিসেবে বাংলাদেশে এতদিন এদিনটি এক সার্বজনীন উৎসব হিসাবে উদযাপিত হতো উচ্ছ্বাস এবং উন্মাদনায়, সরকারি উদ্যোগেও। কিন্তু চব্বিশের ৫ই আগস্টের পর তমসাবৃত সেদেশে একুশের আবেগ ও উদ্দীপনা অন্তর্হিত হয়েছিল মৌলবাদী শক্তির দাপটে ; সাধারনত এই উপলক্ষে বাংলা একাডেমী চত্বরে সরকারের পোষণায় এবং প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনে একমাসব্যাপী একুশে গ্রন্থমেলার যে প্রাঙ্গন বঙ্গসংস্কৃতির মিলনমেলায় রূপ নিত সেই বইমেলা হয়েছে আক্রান্ত হিংস্র ধর্মীয় মৌলবাদীদের দ্বারা । বস্তুত একুশে ফেব্রুয়ারির চেতনায় একদা প্রাণিত সে ভূমিতে গত দেড় বছরে প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িকচেতনা ও মুক্তচিন্তা প্রতিপদে লাঞ্ছিত। দূর্ভাগ্য ও আশংকার যে, একদা উর্দুর আধিপত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামী ঐ বাংলাভাষী ভূখণ্ডেও এতদিন বিশেষ উদ্দেশ্যে উর্দুকরণ করার এক কুশলী

প্রবনতা ও চোরাস্রোত এবং শিক্ষাক্ষেত্রে ধর্মীয় প্রভাব ক্রমবর্ধমান ছিল তা লাগামছাড়া হয়েছিল অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে। পাঠ্যপুস্তকে বিভিন্ন রচনায় বাংলা শব্দের পরিবর্তে উর্দু শব্দ প্রতিস্থা্পনের লাগাতার প্রয়াস ও প্রবনতার বিরুদ্ধে বাধ্য হয়ে মুখ খুলে এক সময় মৌলবাদীদের বিষনজরে পড়েছিলেন স্বয়ংবর্তমানে দেশছাড়া অধুনা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও। দেশ থেকে বঙ্গসংস্কৃতির চর্চাটাই বিনাশ করে ধর্মের নাম করে বিজাতীয় সংস্কৃতির আমদানির সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য নিয়েই এগোতে চাইছে সেখানকার মৌলবাদী শক্তি। ইতিমধ্যেই আরবি ভাষাকে বিদ্যালয় স্তরে অবশ্য পাঠ্য করা হয়েছে। আবার খটকা লাগে সমাজ মাধ্যমে সেদেশে বিভিন্নআলোচনায় অনেকের অপ্রয়োজনীয়ভাবে অহরহ 'সো','বাট,"দেন' ,'বিকজ' ইংরাজী শব্দের ব্যবহারে।দীর্ঘদিন পর জিয়া-পুত্রের নেতৃত্বে সদ্য ক্ষমতায় ফেরা বি এন পি আমলে এবার কিভাবে পালন হয় দিনটি সেদিকে নজর সকলের। উল্লেখ্য বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের সাম্প্রতিক নির্বাচনের সাথে একই সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে সংস্কার প্রস্তাব সম্বলিত জুলাই সনদ নিয়ে গণভোট যে ভোটে 'হ্যাঁ'ভোটই দিয়েছেন অধিকাংশ নাগরিক।মনে রাখতে হবে জুলাই সনদে সাংবিধানিক যে পরিবর্তনের প্রস্তাব রাখা হয়েছে তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ দু'টি হল- ১) বাংলার পাশাপাশি বাংলাদেশে প্রচলিত সকল মাতৃভাষা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃত হবে।

বলা যায় ভাষার কোন ধর্ম হয় না বা কোন শব্দ কখনও নির্দিষ্ট ধর্মের হতে পারে না।কিন্তু বাঙালিত্বের দাবিদার-এমনকী একুশের চেতনার কথা অহরহ উচ্চারণে বা কাব্য সৃজনে আগ্রহীরাও অনেকে নিজের সন্তা্ন সন্তত্িদেরও নামকরনের সময় বাংলা ভাষার কথা মনে না রেখে মাতৃভাষা ছেড়ে উর্দু/আরবি ভাষায় নাম করনের প্রবনতায় কি মনে হতে পারে না -ভাষারও কি তবে ধর্ম আছে কিংবা শব্দ কখনো কখনো নির্দিষ্ট ধর্মেরও হয়!

আমাদের এ রাজ্যে, সংস্কৃতির পীঠস্থান এ মহানগরীতেও ফেব্রুয়ারির এ দিনটি সমারোহে উদযাপন হলেও সবটাই কিন্তু এই একদিনের নিয়মরক্ষার আনুষ্ঠানিকতায় পর্যবসিত । উদযাপনের সমারোহ সরিয়ে একটু গভীরে গেলে, সামগ্রিক পরিস্থিতির নির্মোহ আত্মসমীক্ষায় ,সঠিক পর্যবেক্ষনে উঠে আসে যে প্রশ্ন তা হল আমরা অর্থাৎ এ বঙ্গের নব্য বাঙ্গালিরা কতখানি আন্তরিক এ ব্যাপারে, নিজের ভাষার প্রতি কি আমরা যথার্থ মমত্ব বোধ করি? সম্প্রতি বাংলা ভাষাও ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদালাভের পর এর কৃতিত্ব নিয়ে তরজা চললেও এ রাজ্যে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি যে আজ এক চ্যালেঞ্জ এবং ভাষিক আগ্রাসনের মুখোমুখি ,সে বিষয়ে আমরা অনেকেই সচেতন নই। পরের রঙে রং মেলাতে ব্যস্ত এ বঙ্গের বাঙালি আজ আত্মবিস্মৃত। আজকের প্রজন্মের বঙ্গসন্তানদের অনেকেই যে ভাষায় কথাবলে তা এক খিচুড়ি ভাষা। কেউকেউ আবার নিজেদের মধ্যে হিন্দী বলেও নিজেকে এক আধুনিক ভারতীয় প্রতিপন্নকরার চেষ্টা করেন।যদিও বাঙ্গালীত্বের সঙ্গে ভারতীয়ত্বেরও কোন বিরোধ নেই।

ভাষাকে একই সঙ্গে গতিশীল এবং সুপথগামী রাখবার কোনও দেশকাল নিরপেক্ষ সূত্র হয়ত নেই কিন্তু এখানেও একটি প্রশ্ন থেকে যায়- বাঙালি হয়েও (বা দাবি করেও) নিছক নিজস্ব ধর্মীয়বোধ বা বৃহত্তর বাঙ্গালী হওয়ার ভ্রান্ত মোহে ভিন্নভাষার বিশেষ শব্দকে(বাংলায় প্রচলিত প্রতিশব্দ থাকা সত্ত্বেও) বাংলাভাষার মধ্যে অনুপ্রবেশ করানোর সাম্প্রতিক কৌশলকে(এ বাংলায়ও) বাংলা শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধির লক্ষ্য বলে গণ্য না হয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে ভাষা-নৈরাজ্য সৃষ্টির এক অপচেষ্টারূপে বিচার্য হওয়া উচিত। বাংলা্ভাষা্কে যেমন সময়ের দাবিতে কাজের ভাষা হয়ে উঠতে হবে স্থবিরতায় আটকে না থেকে তেমনই এর শুদ্ধ ব্যবহারের প্রশ্নটিও সম-জরুরি।

বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চার, একে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায় কেবল বাংলাদেশের বাঙ্গালিদের উপরে বর্তায় এমন ভাবনা যে ভ্রান্ত ও আত্মবিনাশী ভাবাবেগ তা সেদেশের গত দেড় বছরের ঘটনাবলীতে আরও একবার প্রমানিত। এমন বিভ্রান্তি শুধু তাঁদের একমাত্র উত্তরাধিকারত্বের একছত্র দাবিতে আধিপত্য বিস্তারে সুযোগ দেয়না ,আমাদের, অর্থাৎ এ বাংলার বাঙ্গালিদের ক্রমে এক নিজস্ব ভাষা সংস্কৃতি বিবর্জিত ,শিকড়হীন , আত্মকেন্দ্রিক জনগোষ্ঠীতে পরিনতির দিকে নিয়ে যাবে।

উল্লেখ্য, স্বাধীন ভারতবর্ষেরই উত্তর পূর্বাঞ্চলে এক রাজ্যে এই বাংলাভাষার দাবিতেই এগারোটি তাজা প্রান চলে গিয়েছিল ১৯৬১র ১৯শে মে নির্বাচিত সরকারের পুলিশের গুলিতে।অতএব ২১ শে ফেব্রুয়ারির পাশে থাকার ন্যায্যত দাবি ১৯শে মে'রও-দু'টি একই সূত্রে গাঁথা বিধায় বাঙ্গালীর, বিশেষত ভারতবর্ষের বাংলা ভাষাভাষীদের কাছে ঊনিশে মে দিনটিরও আলাদা গুরুত্ব ও গৌরবের।

একথা ঠিক যে বহুভাষী রাষ্ট্রের এ অঙ্গরাজ্যে হয়ত একটি ভাষার নিরঙ্কুশ ব্যবহার ও চর্চা সম্ভব নয় ।এখানে অন্যান্য ভাষার প্রভাব প্রতিপত্তির,বিশেষত অযাচিত সরকারি পৃষ্টপোষকতা ধন্য একটি ভাষার আগ্রাসন প্রবনতা অনুভব করা যায় । কিন্তু এদেশেরও অন্যরাজ্যে কিন্তু মাতৃভাষার বা প্রতি নিজের সংস্কৃতির প্রতি এমন উদাসীনতা ,অন্যমনস্কতা সচরাচর পরিলক্ষিত হয় না।

পড়শি দেশে একুশের চেতনা বিনষ্টকারী অপশক্তির বাড়বাড়ন্ত রুখতে সক্ষম হবে কিনা সেদেশের নতুন সরকার এই সংশয় ও একই সঙ্গে প্রত্যাশা এ বঙ্গেও এই একুশে । তবে আমাদের স্বভুমিতেও বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির পক্ষে চ্যালেঞ্জের সন্ধিক্ষনে আমরাও আত্মবিস্মৃতি কাটিয়ে আরও একটু দায়িত্বশীল ও নিজ সংস্কৃতি সম্বন্ধে সচেতন ও চর্চায় তন্নিষ্ঠ হতে পারি কিনা এ আত্মজিজ্ঞাসাও জরুরি বাঙালির ক্রমে নিজ ভাষা ও সংস্কৃতি বিস্মৃত এক প্রান্তিক জাতিতে পরিনত হওয়ার আশঙ্কাও দূর করতে। আজকের দিনে এ সত্যটি আরও একবার অনুধ্যান জরুরি।